দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৭ ॥ ১৩ মে ২০২৪ ॥ ৩০ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা ॥ ৪ জিলক্বদ ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ধানের ফড়িয়া-দালালরাও অর্থনীতির অংশ : কৃষিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : ধানের ফড়িয়া-দালালরাও দেশের অর্থনীতির অংশ বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ। গতকাল রোববার দুপুরে হবিগঞ্জের বোরো জমিতে নমুনা শস্য কর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। বোরো ধানের মূল্য ১১০০ টাকা নির্ধারণ করে দিলেও ফড়িয়াদের কারণে প্রান্তিক কৃষকরা ৭০০ থেকে ৮০০ টাকার বেশি পাচ্ছেন না- এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ফড়িয়া-দালালরাও এদেশের অর্থনীতির অংশ। বাজার একচেটিয়া হলেও সমস্যা আছে। ধানের বাজারে খুচরা ও পাইকারি ক্রেতা-বিক্রেতা থাকবেই। অর্থনীতি অনুযায়ী ধানের বাজার তৈরিতে সরকার কাজ করছে উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনে করেন, কৃষক বাঁচলে, তবেই দেশ বাঁচবে। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

পাসের হার ৮৩.০৪%

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পাশ করেছেন ৮৩ দশমিক ০৪ শতাংশ শিক্ষার্থী। ছাত্রদের পাসের হার ৮১ দশমিক ৫৭ শতাংশ। ছাত্রীদের পাসের হার ৮৪ দশমিক ৪৭ শতাংশ। গতকাল রোববার সকাল দশটার পর প্রধানমন্ত্রীর হাতে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ পরামর্শ দেন। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম শামসুন নাহারসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডগুলো কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা ফেল করেছে তাদের মন খারাপ করার কিছু নেই। ভালোভাবে পড়াশোনা করে আগামীতে পাস করবে। অভিভাবকদের বলবো, যে ফেল করেছে তার মনেই তো কষ্ট। বাবা-মা তাকে কেনো আরো কষ্ট দেবে। মনের কষ্টে অনেক সময় তারা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। কেনো ফেল করলো, সেটা খুঁজে বের করে পড়াশোনায় মনোযোগী করাতে হবে। সবাইকে মেধা বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাক্ষরতার হার বেড়েছে। যদি কেউ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে আমাদের দায়িত্ব তাদের লেখাপড়ার মধ্যে আনা। বিশ্ব পরিমণ্ডলে টিকে থাকার মতো শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা প্রবর্তন করতে চাই। তিনি আরও বলেন, এমনও সময় গেছে, যখন মাসের পর মাস চলে গেছে, রেজাল্ট হয়নি। এখন ৬০ দিনের মধ্যে রেজাল্ট হয়। আমরা মনে করি গত পনেরো বছরের মধ্যে এটা আমাদের বড় অর্জন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। আগে মাত্র ৫৪ শতাংশ ছাত্রী স্কুলে যেতো। এখন ৯৮ শতাংশ যায়। আমরা বিনামূল্যে বই দিচ্ছি। বৃত্তি, উপবৃত্তি দিচ্ছি। এখন ক্লাস থেকে শুরু করে সবকিছু ডিজিটালি করা হয়। যাতে করে ছেলেমেয়েরা কোনোমতেই শিক্ষার বাইরে চলে যায় না। **এসএসসির ফলাফলে সেরা ১০ স্কুল :** চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। রোববার (১২ মে) ১১টার দিকে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফলাফল প্রকাশের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ফলাফলের দিক দিয়ে সেরা ১০ স্কুলের নয়টি ঢাকায় অবস্থিত। তালিকার শীর্ষে রয়েছে নরসিংদীর নাছিমা কাদির মোল্লা হাই স্কুল।সেরা ১০ স্কুলের ফলাফলের বিস্তারিত নিচে তুলে ধরা হলো-

পরীক্ষার্থীর তুলনায় সর্বোচ্চ সংখ্যক জিপিএ-৫ নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে নরসিংদীর নাছিমা কাদির হাই স্কুল। স্কুলটির ২৮৫ জন শিক্ষার্থীর ২৮৪ জনই জিপিএ-৫ পেয়েছে এবং শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ঢাকার রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল। ৭৮০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭৫৮ জনই জিপিএ-৫ পেয়েছে এবং শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রাজধানীর হলি ক্রস গার্লস হাই স্কুল। ২৩১ জন

২-এর পাতায় দেখুন

উল্লাসে মেতেছে শিক্ষার্থীরা

এসএসসির ফলাফলে সেরা ১০ স্কুল

পাসের হার বাড়লেও কমেছে জিপিএ-৫

ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে

৫১ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাস করেনি কোন শিক্ষার্থী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার গণভবনে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষা-২০২৪ এর ফল বোতাম টিপে প্রকাশ করেন -পিআইডি

মুখস্ত শিক্ষার ওপর নির্ভরতা কমাতে পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনা হচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশে বিশেষ করে মুখস্ত শিক্ষার ওপর নির্ভরতা কমাতে পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনছে। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে শুধুমাত্র মুখস্ত বিদ্যা শিখবে না। একটা শিশুর ভেতর যে মেধা ও মনন থাকে তাকে বিকষিত হওয়ার সুযোগ দেয়া। তার ঐ মেধা দিয়েই যেন সে এগিয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের শিক্ষা কারিকুলাম এবং শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল রোববার সকালে গণভবনে ডিজিটালভাবে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা-২০২৪-এর ফলাফল প্রকাশকালে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। এরআগে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার সম্মিলিত ফলাফলের পরিসংখ্যান প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। এরপর নয়টি সাধারণ, একটি মাদ্রাসা বোর্ডসহ দশটি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং কারিগরি বোর্ডের

২-এর পাতায় দেখুন

আফগানিস্তানে বন্যায় নিহত বেড়ে ৩১৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আফগানিস্তানে বন্যায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩১৫ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন এক হাজার ৬০০ জন। তালেবান সরকারের শরণার্থী মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এর আগে আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ১৫৩ জনের মৃত্যুর কথা জানায়। তবে এই সংখ্যা বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল মন্ত্রণালয়টি। মূলত আফগানিস্তান একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জাতিসংঘ জানিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তার মধ্যে আফগানিস্তান অন্যতম। বিভিন্ন স্থান থেকে বেসামরিক নাগরিক আটকে পড়ার খবর আসার পর উদ্ধার কাজে সহায়তার জন্য হেলিকপ্টার পাঠায় তালেবান সরকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, বন্যায় অসংখ্য মানুষ

২-এর পাতায় দেখুন

বাইডেনের চিঠির ফলোআপ করতে আসছেন ডোনাল্ড লু: কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে পাঠানো মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চিঠির ফলোআপ করতে ডোনাল্ড লু বাংলাদেশে আসছেন বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গতকাল রোববার বিকেলে আওয়ামী লীগের সভাপতির ধানমন্ডিস্থ রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক বিফ্রিংয়ে তিনি এসব বলেন। ডোনাল্ড লু বাংলাদেশে আসা স্বাভাবিক হলেও আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কথা বলে উত্তাপ ছড়াচ্ছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, আমরা কোন উত্তাপ ছড়াতে চাইনি। বিএনপির হাসিখুশি ভাব দেখলাম, হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে গেছে দলটি। সামনে তো কিছু নেই। ডোনাল্ড লু আসছে তাদের কিছু করার অভিসন্ধি আছে কি না সেটা বিএনপিই ভালো জানে। তিনি বলেন, আমেরিকার সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাঠানো প্রেসিডেন্ট বাইডেনের চিঠির ফলোআপ করার জন্যই আসছেন ডোনাল্ড লু। আমরা সেটাই মনে করি। ডোনাল্ড লু বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আসছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। এখন বিএনপি মনে করে আবার নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দিবে কি না এ ধরণের উদ্ভট চিন্তাও তাদের থাকতে পারে। তারা তো এমন অনেক উদ্ভট চিন্তা করে প্রলাপ বকেছিলো বার বার। জনগণ দ্বারা প্রত্যাখাত হয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে দলটি। জয়ী হবার নিশ্চয়তা ছাড়া বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিতে চায় না।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, ফখরুল সাহেব জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলেছেন। তাদের সময় দেশের মানুষকে অর্ধাহারে, অনাহারে থাকতে হতো। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে শুধু খাদ্য নিরাপত্তায় নিশ্চিত করেনি বরং খাদ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে বিএনপি দেশকে আবারও খাদ্য ঘাটতির দিকে নিয়ে যায়।

২-এর পাতায় দেখুন

এসএসসির ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন আজ

স্টাফ রিপোর্টার : এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন নেওয়া শুরু হবে আজ সোমবার। আবেদন গ্রহণ চলবে আগামী ১৯ মে পর্যন্ত। ফল পুনঃনিরীক্ষণে প্রতিপত্রের জন্য ১২৫ টাকা আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। গতকাল রোববার ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসএমএসের মাধ্যমে ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। শুধু টেলিটক প্রিপেইড ফোন থেকে RSC <স্পেস> বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর <স্পেস> রোল নম্বর <স্পেস> বিষয় কোড লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠিয়ে পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করা যাবে। একই এসএমএসে একাধিক বিষয়ের জন্য আবেদন করা যাবে,

২-এর পাতায় দেখুন

বিএনপি নেতাদের সাজা দিতে নতুন ট্রাইব্যুনাল গঠন সঠিক নয়

স্টাফ রিপোর্টার : আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বিরোধী দলের নেতাদের মামলার বিচার দ্রুত শেষ করতে নতুন ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হচ্ছে মর্মে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের অভিযোগ সঠিক নয় বলে দাবি করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। গতকাল রোববার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। আইনমন্ত্রী বলেন, নতুন ট্রাইব্যুনাল গঠনের কোনো চিন্তা বা পরিকল্পনা সরকারের নেই। এ ধরনের ট্রাইব্যুনাল গঠনের কোনো পরিকল্পনা এ মুহূর্তে তাঁদের নেই। বিএনপি বা বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের মামলা চিহ্নিত করে বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার যে অভিযোগ তারা (বিএনপি) করছে, তা সঠিক নয়। ঢাকার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আজ দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন, গত ৭ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপিসহ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের পুরোনো সব মামলায় বিচার দ্রুত শেষ করে সাজা দেওয়া হয়। সেই প্রক্রিয়া এখনো চলছে। সে জন্য এখন নতুন ট্রাইব্যুনাল গঠন করছে সরকার। আনিসুল হক দাবি করেন, 'পুরোনো মামলায় আইনগত সব প্রক্রিয়া মেনেই বিচারকাজ শেষ হচ্ছে। এখানে রাজনৈতিকভাবে সরকারের প্রভাব খাটানোর বা কাউকে ব্যবহার করার কোনো বিষয় নেই। তবে বিএনপি মহাসচিব দাবি করেছেন, তাঁদের দলের প্রায় দুই হাজার নেতা-কর্মীকে ইতোমধ্যে সাজা দেওয়া হয়েছে।'

দুর্নীতির সংস্কৃতি একদিনে তৈরি হয়নি : নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি অনুসরণ করছে। কিন্তু দেশে দুর্নীতির সংস্কৃতিটা একদিনে তৈরি হয়নি। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় আমাদের গৌরব, আমাদের চেতনা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে দুর্নীতিকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। গতকাল রোববার

২-এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সাইবার আদালতে মামলা, প্রতিবাদে মানববন্ধন

মোঃ আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহী: সংবাদ প্রকাশের জেরে রাজশাহীতে কর্মরত দেশ টিভির বিশেষ প্রতিনিধি ও রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের (আরইউজে) সাবেক সভাপতি কাজী শাহেদের বিরুদ্ধে সাইবার ট্রাইব্যুনালে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের (রাসিক) ১৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর তৌহিদুল হক সুমনের দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন রাজশাহীতে কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ ও সম্মিলিত নাগরিক সমাজ। রোববার (১২ মে) বেলা ১১টায় রাজশাহী নগরীর সাহেববাজার জিরোপয়েন্টে আয়োজিত এক মানববন্ধনকালে অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তারা এই দাবি জানান। আরইউজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শিবলী নোমানের সঞ্চালনায় আধাঘণ্টার কর্মসূচিতে বক্তৃতা করেন বিএফইউজের সাবেক সদস্য আনিসুজ্জামান, রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জামাত খান এবং

২-এর পাতায় দেখুন

৬তলা ভবনের ওপর হেলে পড়া ৪তলা ভবন ভেঙে ফেলা হবে

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার ধামরাইয়ে ৬তলা ভবনের ওপর একটি ৪তলা ভবনের হেলে পড়া অংশ ভেঙে ফেলা হবে। বিল্ডিং কোড না মেনে ও অনুমোদন ছাড়াই ওই চারতলা ভবনটির হেলে পড়া অংশ নির্মাণ করায় সেটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল ১০টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ধামরাই পৌরসভার মেয়র গোলাম কবির মোল্লা। এছাড়া পাশের ৬তলা ভবনটি বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীদের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেটি ঝুঁকিমুক্ত কি না নিশ্চিত করা হবে। এর আগে গত শনিবার বিকেলে ধামরাইয়ের ঢুলিভিটা সংলগ্ন ধানসিঁড়িতে ৪তলা ভবনটি পাশের ৬তলা ভবনের ওপর হেলে পড়ার দৃশ্য চোখে পরে স্থানীয়দের। হেলে পড়া ভবনটিতে ফাটলের দেখা দেয়। এরপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। জানা যায়, ওই চারতলা ভবনটির মূল অংশ হেলে পড়া অংশের পেছনে। সামনের অংশটি কোনো ধরনের পাইলিং ছাড়া অনুমোদন না নিয়ে নির্মাণ করেছিলেন ভবন মালিক জিয়াউর রহমান। যে কারণে

২-এর পাতায় দেখুন

বেড়েছে রেমিট্যান্স প্রবাহ, ১০ দিনে এলো ৮১ কোটি ডলার

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি মে মাসের প্রথম ১০ দিনে ৮১ কোটি ৩৭ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এই হিসাবে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ৮ কোটি ১৩ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। গতকাল রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এতে বলা হয়, মে মাসের প্রথম ১০ দিনে দেশে এসেছে ৮১ কোটি ৩৭ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। আর গত এপ্রিল, মার্চ, ফেব্রুয়ারি ও জানুয়ারির প্রথম ১০ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল যথাক্রমে ৭৩ কোটি ১০ লাখ, ৬৭ কোটি ৯০ লাখ, ৭১ কোটি ৮০ লাখ ও ৭৬ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার। সে হিসাবে চলতি মাসে বেড়েছে রেমিট্যান্স প্রবাহ। এদিকে মে মাসের প্রথম ১০ দিনে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৯ কোটি ৩৯ লাখ ৫০ হাজার ডলার। এছাড়া বিশেষায়িত

২-এর পাতায় দেখুন

৬৯ হাজার রোহিঙ্গা পাসপোর্ট নবায়নে সৌদির তাগিদ : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের পর বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে যাওয়া ৬৯ হাজার রোহিঙ্গা নাগরিকের পাসপোর্ট নবায়ন করতে তাগিদ দিয়েছে সৌদি সরকার বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। গতকাল রোববার দুপুরে রাজধানীর নিকুঞ্জে হোটেল লা মেরিডিয়ানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সৌদি আরবের উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে এ বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গা নাগরিকদের পাসপোর্ট নবায়নের বিষয়ে সাংবাদিকদের সৌদি সরকারের তাগিদের কথা জানান। এসময় তিনি বলেন, বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে ১৯৭৪ সালের দিকে সৌদি আরবে যাওয়া ৬৯ হাজার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পাসপোর্ট নবায়ন করবে বাংলাদেশ। এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, সৌদি সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের একটি চুক্তি হয়েছিল। কারণ, ১৯৭৪ সালের পর ৬৯ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে দেশটিতে যায়। নিয়ম অনুযায়ী তাদের ওই দেশে কেউ কাগজপত্র ছাড়া থাকতে পারে না। সৌদি আরবে অবস্থান করা ৬৯ হাজার রোহিঙ্গার বাংলাদেশি পাসপোর্টের নবায়ন নেই।

আমাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে ওই সব রোহিঙ্গাদের তারা বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে না। আমরা রোহিঙ্গাদের পাসপোর্ট নবায়ন করে দিব। এ বিষয়ে আমরা স্লো যাচ্ছি কেন কিংবা আমাদের কোনো অসুবিধা আছে কি-না সেটা দেখার জন্য তারা এসেছিলেন। এছাড়াও সৌদি আরবের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আমাদের উভয় দেশের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলাপ হয়েছে। সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, সৌদি আরব কিন্তু ৬৯ হাজার রোহিঙ্গার কাউকে ফেরত পাঠাবে না। আবার তারা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বও দেবে না। তবে কীভাবে থাকবে? সেজন্য তাদের কিছু ডকুমেন্টস প্রয়োজন। সে সববিষয়ে সরাসরি কথা বলতে তারা

২-এর পাতায় দেখুন

দেশের ৮ অঞ্চলে ঝড়ের আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের আটটি অঞ্চলের ওপর দিয়ে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বয়ে যেতে পারে। তাই সেসব এলাকার নদীবন্দরগুলোয় এক নম্বর সতর্কতা সংকেত তোলা হয়েছে। গতকাল রোববার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশিদ জানিয়েছেন, বগুড়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলসমূহের ওপর দিয়ে পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ০১ নম্বর (পুনঃ) ০১ নম্বর সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আজ সোমবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগসমূহের অনেক জায়গায় এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে।

২-এর পাতায় দেখুন

বিদেশী সহায়তার প্রায় অর্ধেকই যাচ্ছে ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধে

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের উন্নয়ন ব্যয়ে বড় অংশের জোগান দেয় বিদেশী ঋণ সহায়তা। এ ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধে সরকারের ব্যয় এখন ক্রমেই বাড়ছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন দেশ ও দাতা সংস্থা চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) প্রথম তিন প্রান্তিকে (জুলাই-মার্চ) বাংলাদেশের অনুকূলে ঋণের অর্থ ছাড় করেছে ৫৬৩ কোটি ডলার। এ সময় সরকারকে বিদেশী ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ করতে হয়েছে ২৫৭ কোটি ১৫ লাখ ডলার। সে হিসেবে অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে বাংলাদেশের অনুকূলে ঋণ হিসেবে ছাড়কৃত অর্থের অর্ধেকের কাছাকাছি (প্রায় ৪৬ শতাংশ) ব্যয় হয়েছে ঋণের কিস্তি (সুদ ও আসল) পরিশোধে। সামনের দিনগুলোয় বিদেশী ঋণ পরিশোধের চাপ আরো বাড়বে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য হলো বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্পের জন্য নেয়া ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হবে। এমনকি তখন ঋণের অর্থছাড় এবং এর বিপরীতে সুদ-আসল পরিশোধ কাছাকাছি পর্যায়েও চলে আসতে পারে। এর আগে ২০২২-২৩ অর্থবছরে একই সময়ে (জুলাই-মার্চ) দেশে বিদেশী ঋণের অর্থছাড় হয় ৫৩৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার। আর ওই সময়ে ঋণ পরিশোধে (আসল ও সুদ) ব্যয় হয় ১৭৩ কোটি ৩ লাখ ডলার, যা ছাড়কৃত অর্থের ৩২ দশমিক ২৬ শতাংশ। ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩-এর প্রথম তিন প্রান্তিকে বৈদেশিক ঋণের অর্থছাড় যে গতিতে বেড়েছে, ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধে ব্যয় বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি গতিতে। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে পরিশোধকৃত অর্থের মধ্যে সুদের পরিমাণ ১০৫ কোটি ৪৯ লাখ ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময় মোট সুদ পরিশোধ হয়েছিল ৪৮ কোটি ৫৯ লাখ ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে আসল বা মূল ঋণের অর্থ হিসেবে পরিশোধ হয়েছে ১৫১ কোটি ৬৬ লাখ ডলারের বেশি অর্থ, যা গত অর্থবছরের একই সময় ছিল প্রায় ১২৪ কোটি ৪৫ লাখ ডলার। দেশে রেমিট্যান্স ও রফতানিসহ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের চেয়ে আমদানি দায় ও ঋণ পরিশোধে ব্যয় হচ্ছে বেশি। ফলে নিম্নমুখিতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। বাংলাদেশ ব্যাংকের গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হালনাগাদকৃত তথ্য অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব হিসাবায়নে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস রিজার্ভ এখন ২৫ দশমিক ২৭ বিলিয়ন। যদিও

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা সোমবার ॥ ১৩ মে ২০২৪ ॥ ৩০ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা

ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন

আরো কঠিন হয়ে পড়ছে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে ডলার সংকটের কারণে গত বছর জটিলতায় পড়ে যান বিদেশগামী অনেক শিক্ষার্থী। ওই সময় অনেক ব্যাংক বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি পরিশোধের জন্য 'স্টুডেন্ট ফাইল' খুলতে গড়িমসি করে। ডলারের সে সংকট এখনো কাটেনি। এর মধ্যে নতুন করে ডলারের বিপরীতে টাকার ক্রমাগত অবমূল্যায়ন বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকে আরো কঠিন করে তুলেছে। শিক্ষা খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, শুধু বিদেশে নয়, টাকা অবমূল্যায়নের কারণে যে মূল্যস্ফীতি হচ্ছে, তার প্রভাবে দেশেও শিক্ষার ব্যয় আরো বেড়ে যেতে পারে। ইউনেসকোর হিসাব অনুযায়ী, ২০২১ সালে উচ্চ শিক্ষায় বিদেশে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫২ হাজার ৭৯৯ জন। কয়েক বছর ধরে এ সংখ্যা বাড়ছে। এর মধ্যে ২০২১-এর তুলনায় ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ৬০ শতাংশ। সাধারণত দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও টিউশন ফিসহ আনুষঙ্গিক খরচ ডলারে পরিশোধ করতে হয়। বিদেশে উচ্চ শিক্ষাপ্রত্যাশী শিক্ষার্থীরা মূলত দেশের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে খরচ পাঠান। ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা বিশেষ ব্যাংক হিসাবের (স্টুডেন্ট

ফাইল) মাধ্যমে বিদেশে এ অর্থ পাঠান। এছাড়া কয়েকটি দেশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ ডলার শিক্ষার্থীদের বিশেষ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 'ফিক্সড ডিপোজিট' হিসেবে দেখাতে হয়। ফলে কোনো দেশের মুদ্রার বিপরীতে ডলারের বিনিময় হার বাড়লে ওই দেশের শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যয় বেড়ে যায়। গত ৮ মে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রজ্ঞাপনে ডলারের নতুন বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বর্তমানে প্রতি ডলারের দর ১১৭ টাকা। এর আগে মুদ্রাটির বিনিময় হার ছিল ১১০ টাকা। এছাড়া জানুয়ারি ২০২০ থেকে চলতি মাস পর্যন্ত টাকার বিপরীতে ডলারের দর বেড়েছে প্রায় ৩৮ শতাংশ। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে প্রতি ডলারের দর ছিল ৮৪ টাকা ৯০ পয়সা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বাবদ গত তিন অর্থবছরে ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেনের পরিমাণ ১৩০ কোটি ৪৭ লাখ ডলার। এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে লেনদেন হয় ৪১ কোটি ৪৫ লাখ ডলার। পরের অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫১ কোটি ৯৯ লাখ (প্রক্ষেপিত) ডলারে। আর চলতি অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাঠানো হয়েছে ৩৭ কোটি ৩ লাখ ডলার। ৭-এর পাতায় দেখুন

এক ঢাকা রক্ষায় মিলে যাচ্ছে দুই সিটি কর্পোরেশন

স্টাফ রিপোর্টার : 'জলবায়ু কর্ম পরিকল্পনা' বাস্তবায়ন করার জন্য একসঙ্গে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন। 'সবাই মিলে, সবার ঢাকা' 'সুস্থ, সচল ও আধুনিক ঢাকা' স্লোগানে রাজধানী ঢাকাকে টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক শহর হিসেবে গড়ে তুলতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলা এবং পরিবেশের বিপর্যয় রোধে বৃক্ষরোপণ, বনায়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে জলবায়ু কর্ম পরিকল্পনার উদ্বোধন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ৭-এর পাতায় দেখুন

এমপি-মন্ত্রীর স্বজনরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না এমন সিদ্ধান্ত ছিল না: পাটমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : এমপি-মন্ত্রীর স্বজনরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না এমন কোনো সিদ্ধান্ত রাজনীতিতে হওয়ার নয় বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক। তিনি বলেন, রাজনৈতিক অঙ্গনে কোনো অবদান নেই বা অবস্থান ছিল না, উপস্থিতি ছিল না, হঠাৎ করে উড়ে এসে জুড়ে বসানো এ সম্পর্কে সতর্কবার্তা ছিল। এভাবে যেন উড়ে এসে জুড়ে বসানো না হয়। গতকাল রোববার সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং-সিক'র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। আওয়ামী লীগের একটি সিদ্ধান্ত ছিল এমপি-মন্ত্রীর ৭-এর পাতায় দেখুন

অবিলম্বে গাজা যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিবের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস গাজায় ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল রোববার তিনি এ আহ্বান জানান। এ সময় তিনি জিম্মিদের মুক্তি এবং অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মানবিক ৭-এর পাতায় দেখুন

ইএফডিতে নজর দিয়ে হিরো হতে পারেন এনবিআরের চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : গত দেড় দশক ধরে ভ্যাট মেশিন বসানো বাধ্যতামূলক করা হলেও এখনও পর্যন্ত সারা দেশে ২০ হাজার মেশিনও বসেনি। যদিও ভ্যাট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (ইএফডি) বসানোর ওপর নজর দেওয়া হলে ভ্যাটের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হতে পারে। একইসঙ্গে হিরো হতে পারেন এনবিআরের বর্তমান চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম। অভিযোগ রয়েছে, গ্রাহকরা ভ্যাট দিলেও বেশিরভাগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (ইএফডি) না থাকায় এই ভ্যাট সরকারি কোষাগারে ঠিকমতো জমা হচ্ছে না। অবশ্য এনবিআরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছেড় সংখ্যায় কম হলেও ইএফডি

মেশিন স্থাপনের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে ভ্যাট আদায়ে। এনবিআরের ভ্যাট বাস্তবায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের সদস্য ড. মইনুল খান এর আগে এ বিষয়ে বলেছিলেন, এখন এই ডিভাইস ব্যবহার করে কর প্রশাসন প্রতিটি দোকান থেকে মাসে প্রায় ৫০ হাজার টাকা পাচ্ছে। ইএফডি চালুর আগে প্রতিটি দোকান থেকে মাসিক ভ্যাটপ্রাপ্তির পরিমাণ ছিল চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা। তিনি জানিয়েছিলেন, চলতি অর্থবছরে আরও ৬০ হাজার এবং আগামী পাঁচ বছরে আরও তিন লাখ ইএফডি চালুর পরিকল্পনা আছে এনবিআরের। উল্লেখ্য, দেশে সব ধরনের পণ্য এবং সেবার ক্ষেত্রে গ্রাহকরা বাধ্যতামূলকভাবেই ভ্যাট দিয়ে থাকেন। কিন্তু সরকারি ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে এবার চালু হলো বাসের গেটলক সিস্টেম

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর যানজট সমস্যা নিরসনে এবার চালু হলো আন্তঃজেলা বাসের গেটলক সিস্টেম। এর ফলে যাত্রীদের নির্দিষ্ট পথের যাত্রার সময় বাঁচবে এবং ভ্রমণ নিরবচ্ছিন্ন ও আনন্দদায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। গতকাল রোববার দুপুরে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। গেটলক সিস্টেম চালুর পর ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিকের গুলশান বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) আব্দুল মোমেন বলেন, 'মহাখালী বাস টার্মিনাল একটি সংবেদনশীল জায়গা। এখানে শ্রমিকরা আছেন, যাত্রীরা বাসে চলাচল করেন। সুতরাং সকল প্রকার সংবেদনশীলতা মাথায় রেখে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হয়, যাতে যাত্রীরা কোনো প্রকার সমস্যায় না পড়েন। যে কারণে আমরা কখনো কঠোর হই কিংবা একটু নরমভাবে ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। আন্তঃনগর গেটলক সিস্টেম নগরবাসী ও যাত্রীদের জন্য সুফল বয়ে আনবে।' মহাখালী বাস টার্মিনাল মালিক সমিতির সভাপতি মো. আবুল কালাম বলেন, 'আমরা লক্ষ্য করেছি মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে ছেড়ে যাওয়া বাসগুলো বনানী ৭-এর পাতায় দেখুন

লোক 'বুঝে' ডলারের দাম বলছে মানি চেঞ্জার হাউস

স্টাফ রিপোর্টার : ডলারের দাম বাড়ার পর থেকে খোলা বাজারে পর্যবেক্ষণ শুরু হয়েছে। এর পর থেকে মতিঝিল, পুরানা পল্টনের মানি এক্সচেঞ্জগুলোতে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তারা লোক বুঝে ডলারের দাম বলছে। রোববার (১২ মে) সকালে রাজধানীর মতিঝিল ও পুরানা পল্টনের মানি চেঞ্জার হাউসগুলোর সামনে দেখা যায়, কিছু দোকান খুললেও তাদের মধ্যে অজানা আতঙ্ক বিরাজ করছে। তারা আগে যাচাই করছেন প্রশাসনের লোক, সাংবাদিক নাকি প্রকৃত গ্রাহক। তারপর ডলার দাম বলছেন, ভেতরে বসতে বলছেন। তারপর প্রয়োজনীয় আলাপ করছেন। এদিকে ডলারের দামে ভিন্নতা দেখা গেছে, একেক জায়গায় একেক রকম। পুরানা পল্টনের এক এক্সচেঞ্জ হাউজ থেকে জানায়, ৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক এমপি গিয়াস উদ্দিন কারাগারে

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল রোববার ঢাকার সিনিয়র স্পেশাল জজ মোহাম্মদ আসসামস জগলুল হোসেন এ আদেশ দেন। এদিন তিনি আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। দুদকের সহকারী পরিচালক (প্রসিকিউশন) আমিনুল ইসলাম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গিয়াস উদ্দিন উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিনে ছিলেন। উচ্চ আদালতের আদেশে সে জামিনের মেয়াদ শেষে ৭-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান পদে জিএম কাদেরের দায়িত্ব পালনে বাধা নেই : আপিল বিভাগ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদেরের দায়িত্ব পালনের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ। এর ফলে পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে জি এম কাদেরের দায়িত্ব পালনে বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। গতকাল রবিবার আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিমের নেতৃত্বে চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন। একইসঙ্গে হাইকোর্টের দেওয়া রুল নিষ্পত্তি করতে বলেছেন আপিল বিভাগ। আদালতে জি এম কাদেরের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মো. অজি উল্লাহ, অ্যাডভোকেট শেখ সিরাজুল ইসলাম। অপরপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট সাঈদ আহমেদ রাজা। এর আগে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদেরের দায়িত্ব পালনে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে লিভ টু আপিল দায়ের করা হয়। ২০২২ সালের ২৯ নভেম্বর জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদেরের দায়িত্ব পালনে নিষেধাজ্ঞার আদেশ স্থগিত করেন হাইকোর্ট। পাশাপাশি রুল জারি করেন আদালত। বিচারপতি শেখ আবদুল আউয়ালের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। পরে এই আদেশ স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করা হয়। ২০২২ সালের ৪ অক্টোবর জাতীয় পার্টি থেকে বহিষ্কৃত নেতা দলটির সাবেক এমপি জিয়াউল হক মৃধা পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদেরের দায়িত্ব পালনে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে রিট করেন। বাদীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ৩১ অক্টোবর ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ আদালত জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে জিএম কাদেরের দলীয় যাবতীয় কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞার অস্থায়ী আদেশ দেন।

মানুষ অনুভব করছে তাদের মা বন্দি : রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : লজ্জাহীন সরকার রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রেখে জনগণকে বন্দি করে রেখেছে' বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, 'উন্মুক্ত কারাগারে জনগণকে বন্দি করে রেখেছে। গণতন্ত্রের পক্ষে যারা কথা বলছে, তাদেরও বন্দি করে রাখা হয়েছে। সাজা দিয়ে গণতন্ত্রের নেত্রী খালেদা জিয়াকে বন্দি করে রেখেছে। আজ মা দিবস। সারা দেশের মানুষ অনুভব করছে, তাদের মা বন্দি।' গতকাল রবিবার শেরেবাংলা নগর জাতীয়তাবাদী মহিলা দল ঢাকা মহানগর দক্ষিণের নবনির্বাচিত কমিটিকে নিয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা জানানোর পর রিজভী এ সব কথা বলেন। তিনি বলেন, 'সেই মা আজ বাইরে থাকলে জনগণের ৭-এর পাতায় দেখুন

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় গ্যাসলাইনে অগ্নিকাণ্ড

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় পঞ্চবটী এলাকায় বিসিকের গ্যাস লাইনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার বেলা ১১টার পর ফতুল্লার পঞ্চবটী শাসনগাঁও বিসিক মোড়ে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দ্রুত ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে কয়েকটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। অগ্নিকাণ্ডের পর সেখানকার গ্যাস তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ রাখা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, সেখানে সড়কের কাজ চলমান থাকায় কোনো কারণে পাইপ লিকেজ হয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক ফখরুদ্দিন বলেন, আগুন আমরা নিয়ন্ত্রণে এনেছি। কোনো হতাহত নেই তবে ৩-৪টি দোকান এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গ্রীষ্মকালে হাত পাখার চাহিদা বেড়ে যায় তাই গ্রামের বিভিন্ন তাল গাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করে নিজে হাতপাখা তৈরি করে নগরীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করেন আসলাম। ছবিটি খুলনা মজগুন্নি এলাকা থেকে তোলা।

এপ্রিলে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি

স্টাফ রিপোর্টার : গত এপ্রিল মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে ৬৭২টি। এতে প্রাণ হারিয়েছেন ৬৭৯ জন আর আহত হয়েছেন ৯৩৪ জন। নিহতদের মধ্যে নারী ৯৩ জন এবং শিশু ১০৮। এসব সড়ক দুর্ঘটনায় দুই হাজার ১১৯ কোটি ১১ লাখ টাকার মানবসম্পদের ক্ষতি হয়েছে। রোববার (১২ মে) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রোড সেফটি ফাউন্ডেশন এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে। সংগঠনটি বলেছে, বিদায়ী মাসটিতে ৩১৬টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ২৫৯ জন নিহত হন, যা মোট প্রাণহানির ৩৮ দশমিক ১৪ শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার ৪৭ শতাংশ। দুর্ঘটনায় ১১৩ জন পথচারী নিহত হয়েছেন, যা মোট প্রাণহানির ১৬ দশমিক ৬৪ শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন ৯৬ জন, যা মোট মৃত্যুর ১৪ দশমিক ১৩ শতাংশ। এই সময়ে সাতটি নৌ-দুর্ঘটনায় ৯ জন নিহত, ৬৮ জন আহত হয়েছেন (একটি লঞ্চে আগুন ধরলে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে ৬০ জন আহত হয়েছেন)। ৩৮টি রেল দুর্ঘটনায় ৪৫ জন নিহত এবং ২৪ জন আহত হয়েছেন। রোড সেফটি ফাউন্ডেশন নয়টি জাতীয় দৈনিক, সাতটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। যানবাহনভিত্তিক নিহতের চিত্র দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের পরিসংখ্যানে দেখা যায়- মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী ২৫৯ জন (৩৮.১৪ শতাংশ), বাসের যাত্রী ৩৪ জন (৫ শতাংশ), ট্রাক-পিকআপ-কাভার্ডভ্যান-ট্রাক্টর-ট্রলি-ডাম্প ট্রাক আরোহী ৬৫ জন (৯.৫৭ শতাংশ), প্রাইভেটকার-মাইক্রোবাস-পাজেরো জিপ আরোহী ৪৫ জন (৬.৬২ শতাংশ), থ্রি-হুইলার যাত্রী (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান) ১৩১ জন (১৯.২৯ শতাংশ), স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহনের যাত্রী (নসিমন-ভটভটি-মাহিন্দ্র-পাওয়ারটিলার) ২২ জন (৩.২৪ শতাংশ) এবং বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা আরোহী ১০ জন (১.৪৭ শতাংশ) নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনা সংঘটিত সড়কের ধরন রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে ২৩৫টি (৩৪.৯৭ শতাংশ) জাতীয় মহাসড়কে, ২৬৬টি (৩৯.৫৮ শতাংশ) আঞ্চলিক সড়কে, ৮৭টি (১২.৯৪ শতাংশ) গ্রামীণ সড়কে, ৭৯টি (১১.৭৫ শতাংশ) শহরের সড়কে এবং ৫টি (০.৭৪ শতাংশ) অন্যান্য স্থানে সংঘটিত ৭-এর পাতায় দেখুন

ইসরাইলকে কড়া হুঁশিয়ারি ইরানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পারমাণবিক ইস্যুতে ইসরাইলকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। ইসরাইলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ইরান বলছে, পারমাণবিক বোমা তৈরির কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের নেই, কিন্তু ইরানের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়লে আমরা নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হব। খবর এনডিটিভির। দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খমেনির উপদেষ্টা কামাল খারাজি বলেছেন, ইসরাইল আমাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকির কারণ হলে পিছপা হওয়ার সুযোগ নেই। এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে ইরান। দীর্ঘদিন ধরে এমন অভিযোগ করে আসছে ইসরাইল ও তার পশ্চিমা মিত্ররা। তবে বরাবরই তাদের এ অভিযোগ নাকচ করেছে তেহরান। কিন্তু এবার শুধু নাকচ করেই থামেননি তারা। রীতিমতো তেলআবিবকে শাসিয়েছেন কামাল খারাজি। গত মাসে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে ইসরাইয়েলি হামলায় ইরানের ইসলামিক রিভোলিউশনারি গার্ড কোর বেশ কয়েকজন নেতা নিহত ৭-এর পাতায় দেখুন

গোমস্তাপুরে বিশ্ব মা দিবস উদযাপন

মোঃ দুলাল আলী, গোমস্তাপুর প্রতিনিধিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে নানা আয়োজনে মধ্য বিশ্ব মা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে রোববার উপজেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তরের আয়োজনে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রা শেষে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা পংকজ কুমার দাস। বক্তব্য রাখেন উপজেলা হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা আজিজুল ইসলাম, তথ্য আপা তাকদিরা খাতুন, সাংবাদিক আতিকুল ইসলাম আজম প্রমুখ।

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

১৫ মে থেকে বাজারে আসবে রাজশাহীর আম

রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর সুস্বাদু রসালো আমের জন্য অপেক্ষার প্রহর শেষ হতে যাচ্ছে। আগামী ১৫ মে রাজশাহীর বিভিন্ন বাগানের গাছ থেকে নিরাপদ আম পাড়া, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ শুরু হবে। তবে ম্যাংগো ক্যালেন্ডার মেনে প্রথমেই নামবে গুটি জাতের আম। জাতআম গোপালভোগ, রানিপছন্দ ও লক্ষণভোগসহ মিষ্টি জাতের আম বাজারে আসতে শুরু করবে আগামী ২৫ মে থেকে। এরপর ১০ জুলাই আশ্বিনা ও ২০ আগস্ট গৌরমতি আম নামবে রাজশাহীর বাজারে। রাজশাহী জেলা প্রশাসন থেকে গতকাল রোববার আম বাজারজাতের জন্য দিন নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এর আগে কেউ আম বাজারজাত করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রাজশাহী জেলা প্রশাসক (ডিসি) শামীম আহমেদ। রাজশাহীর আম নামানোর সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে গতকাল রোববার দুপুর ১২টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলার অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় ৭-এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সাইবার

মানবাধিকার ও উন্নয়কর্মী আরিফ কামাল ইথার। বক্তারা বলেন, দেশজুড়েই সাইবার অপরাধ আইনের অপব্যবহারের শিকার হচ্ছেন গণমাধ্যমকর্মীরা। সে কারণে এই আইনের বিতর্কিত ধারাগুলো বাতিল করা জরুরি। এছাড়াও গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ বা প্রচারের কারণে সাইবার অপরাধ আইনে মামলা দায়ের করা যাবে না এমন বিধান রাখার দাবি তোলেন। বক্তারা আরও বলেন, সংবাদ প্রকাশের কারণে প্রতিবাদ দেয়া যায়। প্রেস কাউন্সিলের দ্বারস্থ হবার সুযোগ আছে। এমনকি অনেক সময় আদালত মানহানির মামলাও গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু এসব না করে সংবাদ প্রকাশের কারণে সাইবার অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা করার উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবেই সাংবাদিককে হয়রানি করা। এই প্রক্রিয়া চলতে পারে না। রাজশাহীবাসী এখনও মেরুদণ্ডহীন হয়ে যায়নি। শিগগির দাবি মানা না হলে প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে বলে তারা সতর্ক করে দেন।

ধানের ফড়িয়া-দালালরাও অর্থনীতির

কৃষক ভাইদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এখানে এসেছি। তাদের আগ্রহ বাড়াতে সরকার সার ও কৃষি যন্ত্রপাতি ভরতুকিতে দিচ্ছে- যোগ করেন মন্ত্রী। তিনি হবিগঞ্জ সদর উপজেলার রিচি হাওরে মোবাইল ফোনের অ্যাপের কার্যকারিতা যাচাই করেন এবং উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের প্রদর্শনীর ফসল কাটা উৎসবে অংশ নেন। এরপর তিনি মাঠদিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মো. আবু জাহির ও ময়েজ উদ্দিন শরীফ রুয়েল। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার এতে সভাপতিত্ব করেন। হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক জিলুফা সুলতানা, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. নূরে আলম সিদ্দিকীসহ অন্যান্যরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পাসের হার ৮৩.০৪%

পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৮৫ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে এবং স্কুলটির পাসের হার ৯৯ দশমিক ৫৭ শতাংশ। তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে শহীদ বীর উত্তম আনোয়ার গার্লস স্কুল। ৬৭৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৯৯ জন এবং স্কুলটির পাশের হার শতভাগ। তালিকায় পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুল। ৭৩৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬২২ জন এবং স্কুলটির পাসের হার শতভাগ। তালিকায় ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল। ৫৬১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪০৫ জন এবং স্কুলটির শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। তালিকায় সপ্তম অবস্থানে রয়েছে ভিকারুননিসা নুন স্কুল। ২ হাজার ১৯৫ পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৫ শত ২৮ জন। অকৃতকার্য হয়েছে ৩৪ জন, পাসের হার ৯৮ দশমিক ৪৫ শতাংশ। তালিকায় অষ্টম অবস্থানে রয়েছে সেন্ট জোসেফ হাই স্কুল। ১৬৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩৮ জন এবং স্কুলটির পাসের হার শতভাগ। তালিকায় নবম অবস্থানে রয়েছে সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল। ২৫১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৫৯ জন এবং প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার শতভাগ।

তালিকায় দশম অবস্থানে রয়েছে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল। ২ হাজার ৪ শত ১১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৯৫৬ জন এবং স্কুলটির পাসের হার ৯৯ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এবার এসএসসি পরীক্ষায় গড় পাস করেছে ৮৩ দশমিক ০৪ শতাংশ শিক্ষার্থী। ছাত্রীদের পাসের হার ৮৪ দশমিক ৪৭ শতাংশ, ছাত্রদের পাসের হার ৮১ দশমিক ৫৭ শতাংশ। এ বছর পাসের হারে এগিয়ে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড। এ বোর্ডে পাসের হার ৯২ দশমিক ৩২ শতাংশ। এরপরই রয়েছে রাজশাহী বোর্ড। এ বোর্ডে পাসের হার ৮৯ দশমিক ৩ শতাংশ। পাসের হারে তৃতীয় বরিশাল বোর্ডে পাস করেছে ৮৯ দশমিক ১৩ শতাংশ পরীক্ষার্থী। এছাড়া ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৮৩ দশমিক ৯২ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৮২ দশমিক ৮ শতাংশ, কুমিল্লায় ৭৯ দশমিক ২ শতাংশ, দিনাজপুরে ৭৮ দশমিক ৪ শতাংশ, ময়মনসিংহে ৮৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৭৯ দশমিক ৬৬ শতাংশ। আর বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৭৮ দশমিক ৯২ শতাংশ। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে একযোগে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়। লিখিত পরীক্ষা শেষ হয় গত ১২ মার্চ। ব্যবহারিক পরীক্ষা ১৩ থেকে ২০ মার্চের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের অধীনে এই পরীক্ষায় ২০ লাখ ২৪ হাজার ১৯২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেওয়ার জন্য নিবন্ধন করে। **পাসের হার বাড়লেও কমেছে জিপিএ-৫ :** চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ৯টি সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডে গড়ে পাসের হার ৮৩ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। গত বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে গড় পাসের হার ছিল ৮০ দশমিক ৩৯ শতাংশ। সেই হিসাবে এবার পাসের হার ২ দশমিক ৬০ শতাংশ বেড়েছে। পাসের হার বাড়লেও এবার জিপিএ-৫ কমেছে। এ বছর ১১টি বোর্ডে জিপিএ-৫ অর্জন করেছে ১ লাখ ৮২ হাজার ১২৯ জন শিক্ষার্থী। গত বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮৩ হাজার ৫৭৮ জন। সেই হিসাবে এবার জিপিএ-৫ কম পেয়েছে ১ হাজার ৪৪৯ জন। এবার এসএসসি পরীক্ষায় গড় পাস করেছে ৮৩ দশমিক ০৪ শতাংশ শিক্ষার্থী। ছাত্রীদের পাসের হার ৮৪ দশমিক ৪৭ শতাংশ, ছাত্রদের পাসের হার ৮১ দশমিক ৫৭ শতাংশ। এ বছর পাসের হারে এগিয়ে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড। এ বোর্ডে পাসের হার ৯২ দশমিক ৩২ শতাংশ। এরপরই রয়েছে রাজশাহী বোর্ড। এ বোর্ডে পাসের হার ৮৯ দশমিক ৩ শতাংশ। পাসের হারে তৃতীয় বরিশাল বোর্ডে পাস করেছে ৮৯ দশমিক ১৩ শতাংশ পরীক্ষার্থী। এছাড়া ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৮৩ দশমিক ৯২ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৮২ দশমিক ৮ শতাংশ, কুমিল্লায় ৭৯ দশমিক ২ শতাংশ, দিনাজপুরে ৭৮ দশমিক ৪ শতাংশ, ময়মনসিংহে ৮৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৭৯ দশমিক ৬৬ শতাংশ। আর বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৭৮ দশমিক ৯২ শতাংশ।

এবার মোট ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০ লাখ ২৪ হাজার ১৯২ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থী ছিলেন ১৬ লাখ ৬ হাজার ৮৭৯ জন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষা দিয়েছেন মোট ২ লাখ ৪২ হাজার ৩১৪ জন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় অংশ নেন ১ লাখ ২৬ হাজার ৩৭৩ জন। **ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে :** এবার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ এর দিক থেকে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে আছে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি ছিল। পরীক্ষায় অংশ নেয় ৯ লাখ ৮৮ হাজার ৭৯৪ জন ছেলে এবং ১০ লাখ ২৪ হাজার ৮০৩ জন মেয়ে। ফলাফলে দেখা যায়, মোট উত্তীর্ণ ছাত্রের চেয়ে ৫৯ হাজার ৪৭ জন বেশি ছাত্রী পাস করেছে। ছাত্রদের চেয়ে ১৫ হাজার ৪২৩ জন ছাত্রী বেশি জিপিএ-৫ পেয়েছে। এবার ১১টি শিক্ষা বোর্ডে পাসের গড় হার ৮৩ দশমিক শূন্য ৪। আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৪ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এই তথ্য জানিয়েছেন। এবার ৯টি সাধারণ বোর্ডে পাসের হার ৮৩ দশমিক ৭৭, মাদ্রাসা বোর্ডে ৭৯ দশমিক ৬৬, কারিগরি বোর্ডে ৮১ দশমিক ৩৮। মোট ২০ লাখ ২৪ হাজার ১৯২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সব পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২০ লাখ ১৩ হাজার ৫৫৭ জন। তাদের মধ্যে ১ লাখ ৮২ হাজার ১২৯ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। মোট পাস করেছে ১৬ লাখ ৭২ হাজার ১৫৩ জন। উল্লেখ্য, এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নেওয়া পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা কম দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কেন ছেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে তা জানতে শিক্ষা বোর্ড প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপে সময়ও এই বিষয়ে তথ্য জানার চেষ্টা করতে বলেছেন। **৫১ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাস করেনি কোন শিক্ষার্থী :** চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সারা দেশে শতভাগ পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২ হাজার ৯৬৮। আর ৫১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনও শিক্ষার্থী পাস করেনি। রোববার (১২ মে) সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এ তথ্য জানান। তিনি জানান, এবার মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৯ হাজার ৮৬১। এর মধ্যে শতভাগ পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২ হাজার ৯৬৮। আর ৫১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনও শিক্ষার্থী পাস করেনি। এর আগে রোববার (১২ মে) ১১টার দিকে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফলাফল প্রকাশের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এ বছর ৯টি সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডে গড় পাসের হার ৮৩.০৪ শতাংশ। শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, এ বছর পাসের হারে এগিয়ে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড। যশোর বোর্ডে পাসের হার ৯২ দশমিক ৩২ শতাংশ। আর সর্বনিম্ন সিলেট বোর্ডে পাসের হার ৭৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ। এ ছাড়া ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৮৯ দশমিক ৩২ শতাংশ, রাজশাহীতে ৮৯ দশমিক ২৫ শতাংশ, কুমিল্লায় ৭৯ দশমিক ২৩ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৮২ দশমিক ৮০ শতাংশ, বরিশালে ৮৯ দশমিক ১৩ শতাংশ, দিনাজপুরে ৭৮ দশমিক ৪০ শতাংশ ও ময়মনসিংহে ৮৫ দশমিক ৭৭ শতাংশ। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়। লিখিত পরীক্ষা শেষ হয় গত ১২ মার্চ। ব্যবহারিক পরীক্ষা ১৩ থেকে ২০ মার্চের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এবার মোট ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০ লাখ ২৪ হাজার ১৯২ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থী ছিলেন ১৬ লাখ ৬ হাজার ৮৭৯ জন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষা দিয়েছেন মোট ২ লাখ ৪২ হাজার ৩১৪ জন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় অংশ নেন ১ লাখ ২৬ হাজার ৩৭৩ জন।

সোনালীর সঙ্গে একীভূত হওয়ার চুক্তি

শেষে সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফজাল করিম বলেন, সোনালী ব্যাংকের সঙ্গে একীভূতকরণের ফলে বিডিবিএলের কর্মীদের শঙ্কার কোনো কারণ নেই। ব্যাংকটি আরও সবল হবে; অডিট ফার্ম নিয়োগ দিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করবে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিডিবিএলের চেয়ারম্যান শামিমা নার্গিস বলেন, বিডিবিএলের চার সূচকের মধ্যে শুধু খেলাপি ঋণ আদায়ে দুর্বলতা আছে, সময় পাওয়া গেলে এই সমস্যাও কাটিয়ে ওঠা যেত; তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শে একীভূত হতে হচ্ছে।

দেশের ৮ অঞ্চলে ঝড়ের আভাস

সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আজ সোমবার সকাল থেকে আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগসমূহের অনেক জায়গায় এবং রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে আগামী বুধবার সকাল পর্যন্ত রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগসমূহের দুএক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ায় দিন ও রাতের তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে।

৬৯ হাজার রোহিঙ্গা পাসপোর্ট

এসেছিলেন। তিনি আরও বলেন, সৌদিতে থাকা ৬৯ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে দেশটিতে গিয়েছিলেন। সুতরাং আমরা শুধু তাদের পাসপোর্ট রিনিউ করে দিব। তাদের নাম-ঠিকানা পাসপোর্টে যেমন আছে তেমনি থাকবে। সৌদি আরবের প্রতিনিধিদল উভয় দেশের মধ্যে বন্দী বিনিময় চুক্তির বিষয়ে প্রস্তাব করেছে জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্দী বিনিময় চুক্তি রয়েছে। সৌদি যদি এই চুক্তি করে তবে ভাল হবে। বাংলাদেশ থেকে তাদের সিকিউরিটি গার্ডের জন্য আনসার পাঠানোর কথা বলেছি। এ বিষয়ে তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন।

৬তলা ভবনের ওপর হেলে পড়া

ভবনের ওই অংশ হেলে পড়েছে। ধামরাই পৌরসভার মেয়র গোলাম কবির বলেন, হেলে পড়া ভবনের অংশটি নির্মাণে বিল্ডিং কোড মানা হয়নি। কোনো ধরনের অনুমোদন ছাড়াই ভবনের হেলে পড়া অংশ নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনের এই অংশে কোনো ধরনের পাইলিং করা হয়নি। পৌরসভার প্রকৌশলীরা গত শনিবার থেকে বিষয়টি দেখছেন। যেহেতু বিল্ডিং কোড না মেনে, পাইলিং ছাড়াই ভবনের অংশ নির্মাণ করা হয়েছে, সেহেতু ভবনটির হেলে পড়া অংশ ভেঙে ফেলা হবে। এছাড়া শামসুল হকের ৬তলা বাড়িটি পরিদর্শন করে ফলাফল জানানো হবে। ধামরাই থানার ওসি সিরাজুল ইসলাম শেখ বলেন, ভবন হেলে পরার ঘটনায় বসবাসরত সকলকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়েছে পুলিশ। বর্তমানে ভবনের সামনে দিয়েও যাতায়াত করতে দেওয়া হচ্ছে না। ভবন দুটি পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী আসার কথা রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সেখানে পুলিশ কাজ করছে।

বিদেশী সহায়তার প্রায় অর্ধেকই

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বা বিপিএম৬ পদ্ধতির হিসাবে, দেশে রিজার্ভ এখন ১৯ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলার। বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন প্রকল্পে নেয়া ঋণের অর্থ পরিশোধের চাপ গত কয়েক বছরে ক্রমাগত বেড়েছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প, মেট্রোরেল ও কর্ণফুলী ট্যানেলের মতো মেগা প্রকল্পগুলোর ঋণ পরিশোধ শুরু হলে এ চাপ আরো অনেক জোরালো হয়ে উঠবে। এখন পর্যন্ত দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক ?ঋণ নেয়া হয়েছে বেশি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে। এর মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড় ঋণটি নেয়া হয়েছিল রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে। এ প্রকল্পের জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে ১ হাজার ১৩৮ কোটি (১২ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন) ডলার ঋণ অর্থায়নের চুক্তি রয়েছে। এ ঋণ পরিশোধ শুরু হওয়ার কথা ২০২৭ সালের মার্চ থেকে। যদিও গত মার্চে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকের পর ইআরডি ঋণের কিস্তি দুই বছর পিছিয়ে ২০২৯ সালের মার্চে নেয়ার জন্য রাশিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছে। বিদেশী ?ঋণ পরিশোধে সরকার বৈদেশিক মুদ্রার জোগান পেতে আইএমএফের ঋণ গ্রহণ করেছে। ৪৭৩ কোটি ডলারের এ ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি এরই মধ্যে পেয়েছে বাংলাদেশ। তৃতীয় কিস্তির অর্থছাড় করতে সদ্য আইএমএফ মিশনের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করে গেছে। সংস্থাটি ঋণ দিতে বাংলাদেশকে নানা খাতে সংস্কারের তাগিদ দিয়ে যাচ্ছে। এ সংস্কারের অংশ হিসেবে দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভর্তুকি উঠিয়ে দেয়া, খেলাপি ?ঋণ ব্যাংকে ফেরানো, ক্রলিং পেগ পদ্ধতি চালুসহ সরকারকে রাজস্ব আদায়ে আরো কঠোর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘দেশে বড় কয়েকটি প্রকল্পের ঋণের ম্যাচুরিটি পিরিয়ড শুরু হচ্ছে। এগুলোর সুদ-আসল পরিশোধ শুরু হয়েছে। এটি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আগামীতে আরো বাড়বে। একদিকে রিজার্ভ কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে সুদ-আসল পরিশোধ বাড়ছে। এ রকমটা না থাকলে হয়তো আজকে আমাদের অর্থনীতিতে ভিন্ন চিত্র দেখা যেত।’ তিনি আরো বলেন, ‘যে ঋণে আমরা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি, সেগুলো আমাদের সেবা বিক্রি করে, বিদ্যুৎ, গ্যাস বিক্রি করে এমনকি মহাসড়কের টোল আদায় করে পরিশোধ করা হচ্ছে। এখানে খরচ বাড়ার পেছনে মুদ্রার বিনিময় হার বেড়ে যাওয়াটাও অন্যতম কারণ। এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সুশাসন প্রয়োজন। অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায় এমন সাশ্রয়ী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে, যেন আগামীতে আরো বড় ঋণের চাপে না পড়ি। পাশাপাশি রেমিট্যান্স ও রফতানির মাধ্যমে রিজার্ভও বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।’

দেশের উন্নয়ন অবকাঠামোর বড় অংশই বাস্তবায়ন হচ্ছে বৈদেশিক সহায়তায়। এসব সহায়তা পাওয়া সাপেক্ষে বাস্তবায়ন হচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্প। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ছিল ২ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকা। অর্থ ব্যয় করতে না পারায় কাটছাঁটের পর এডিপির আকার দাঁড়ায় ২ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকায়। এর মধ্যে বৈদেশিক ঋণের লক্ষ্য ছিল ৯৪ হাজার কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে বৈদেশিক ঋণও কমে দাঁড়ায় ৮৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি তথা উন্নয়ন বাজেটে বৈদেশিক ঋণ নেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ১ লাখ কোটি টাকা ধরা হয়েছে, যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ। দেশে বৈদেশিক ?ঋণের অর্থছাড় না হওয়ার পেছনে প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতিকে দায়ী করেছেন অর্থনীতিবিদরা। তাদের ভাষ্যে, বিদেশী প্রতিশ্রুত ঋণের বড় অংশই আসে প্রকল্প ঘিরে। ফলে সেখানে কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। সাবেক অর্থ স?চিব এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) মোহাম্মদ মুস?লিম চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের সক্ষমতায় ঘাটতি থাকার কারণে পাইপলাইনে থাকা সত্ত্বেও বিদেশী সহায়তার অর্থ দেশে আসছে না। প্রকল্প বাস্তবায়ন বাড়াতে পারলে প্রতিশ্রুত সহায়তার অর্থ আরো বে?শি ছাড় করা সম্ভব হতো। এতে অর্থছাড়ের তুলনায় ঋণ প?রিশোধের প?রিমাণ কমে আসত। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা বাড়াতে কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন।’ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের তিন প্রান্তিকে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ঋণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি এসেছে বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং জাপানের কাছ থেকে। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক ঋণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ২৬২ কোটি ডলারের। ছাড় করেছে ১৪০ কোটি ২৭ লাখ ডলার। এডিবি ঋণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ১৪১ কোটি ৮০ লাখ ডলারের। ছাড় করেছে ৯৬ কোটি ৭৩ লাখ ডলার। জাপানের প্রতিশ্রুত ও ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ২০৩ কোটি ৫৯ লাখ ও ১৩৫ কোটি ৮০ লাখ ডলার। চীনের কাছ থেকে এ সময় কোনো ঋণ প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে জানতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এমএ মান্নানের সঙ্গে যোগাযোগ করে গতকাল তাৎক্ষণিকভাবে তার মন্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন, ‘আমরা আশা করি, সামনে শুধু ঋণ নয়; আয়ও বাড়বে। অর্থনীতি আরো প্রসারিত হচ্ছে, প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। আয়ের পরিমাণও বাড়বে। আমরা অবকাঠামো খাতে অনেক বিনিয়োগ করেছি এবং সেখান থেকে অনেক রিটার্ন আসবে বলে প্রত্যাশা করি, কিছু আসছেও। তবে একটি বিষয় হলো আমরা ঋণ করছি ডলারে, কিন্তু আয় করছি টাকায়। এখন আমাদের ডলারে আয় বাড়াতে হবে। তার মানে হচ্ছে রফতানির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার মাধ্যমে আয় আরো বাড়াতে হবে। পাশাপাশি রেমিট্যান্সের পরিমাণও আরো বাড়াতে হবে।’

বেড়েছে রেমিট্যান্স প্রবাহ, ১০ দিনে

ব্যাংকের মাধ্যমে ১৮ লাখ ৬০ হাজার ডলার, বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ৭১ কোটি ৫১ লাখ ৩০ হাজার ডলার ও বিদেশি খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ২৮ লাখ ৪০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স। বাংলাদেশ ব্যাংক আরও জানায়, ৪ থেকে ১০ মে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ৬৬ কোটি ৬৬ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। আর মে মাসের ১ থেকে ৩ তারিখ দেশে এসেছে ১৪ কোটি ৭১ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। এদিকে গত এপ্রিল মাসে দেশে এসেছে ২০৪ কোটি ৩০ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। আর গত মার্চে দেশে এসেছিল ১৯৯ কোটি ৬৮ লাখ ৫০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স। এছাড়া ফেব্রুয়ারিতে চলতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২১৬ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। আর গত জানুয়ারি মাসে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ২১০ কোটি ৯ লাখ ৫০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স।

দুর্নীতির সংস্কৃতি একদিনে তৈরি হয়নি

রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে ইউএন গ্লোবাল কমপ্যাক্ট নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ আয়োজিত ‘মেরিটাইম অ্যান্টি-করাপশন নেটওয়ার্ক (এমএসিএন) বাংলাদেশ রিপোর্ট প্রকাশ এবং মেরিটাইম ব্যবসা-বাণিজ্যে জালিয়াতি প্রতিরোধ’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় আমাদের গৌরব, আমাদের অহংকার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার মধ্য দিয়ে সবকিছু ম্লান হয়ে গিয়েছিল। এ হত্যাকাণ্ডকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করার মধ্য দিয়ে মূলত দুর্নীতিকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে এ হত্যাকাণ্ডকে এবং হত্যাকারীদেরকে যেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে; সমাজ, রাষ্ট্র সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। সেই জায়গা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ ছিল। সে জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা আমাদের চ্যালেঞ্জ ছিল। আমাদের চ্যালেঞ্জ ছিল, যারা ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ মা-বোনকে নির্যাতন করেছে, সেসব হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা। প্রতিমন্ত্রী বলেন, মেরিটাইম সেক্টরে দুর্নীতিকে ‘না’ বলার জন্য সম্মিলিত আওয়াজ তোলার লক্ষ্যে মেরিটাইম অ্যান্টি-করাপশন নেটওয়ার্ক (এমএসিএন) গত দুই বছর ধরে বাংলাদেশে কাজ করছে। বাংলাদেশে দুর্নীতি উদ্বেগজনক অবস্থায় নেই, তবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ব্যবসায়িকদের বৈশ্বিক মান অনুসরণ করার জন্য এই বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ। এমএসিএন সামুদ্রিক সেক্টরে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করেছে এবং মূল স্টেকহোল্ডারদের একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছে যাতে অখণ্ডতার একটি জোট গড়ে তোলা যায়।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ৯০% এর বেশি সমুদ্র পথে হয়ে থাকে। যার পরিমাণ ১১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রতিবছর চার হাজারের বেশি বাণিজ্য জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরগুলোতে আসছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় পতাকাবাহী জাহাজের সংখ্যা বাড়ছে। এগুলো সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ব্যবসাবান্ধব সরকারের কারণে। এ সরকারের আমলে বন্দরের গতিশীলতা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাশেকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প দিয়েছেন। এই রূপকল্পকে বাস্তবে রূপ দিতে আমরা সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের মেরিটাইম সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে পায়রা বন্দর স্থাপন করা হয়েছে। মোংলা বন্দরের আউটার বার ও ইনার বারে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করা হয়েছে। চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দরের আপগ্রেডেশন, গ্যান্ট্রি ক্রেন এবং অন্যান্য হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। বে-টার্মিনাল এবং মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ চলমান। মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর বাংলাদেশের জন্য বড় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও সুযোগ তৈরি করবে এবং এটিকে একটি আঞ্চলিক সামুদ্রিক কেন্দ্রে পরিণত করবে। তিনি বলেন, বৈশ্বিক সামুদ্রিক ব্যবসায় অনেক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও, এই বছর আমরা বাল্ক কার্গো পরিবহনে ০.৪৭% বৃদ্ধি বজায় রাখতে পেরেছি। ২০২৩ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ৩.০৫ মিলিয়ন টিইউইজ (২০ ফুট দৈর্ঘ্যে) কন্টেইনার হ্যান্ডেল করেছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা তিনগুণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০৪০ সাল নাগাদ এটি ৪৮.২ মিলিয়ন টিইউইজ-এ পৌঁছাবে। এই ধরনের বাণিজ্য পরিস্থিতিতে বন্দর এবং বাংলাদেশের অন্যান্য সকল মেরিটাইম স্টেকহোল্ডারদের সুবিধার উন্নতি করতে হবে এবং নিয়ন্ত্রক সম্মতি নিশ্চিত করতে হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইস্ট কোস্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজম জে চৌধুরী, এমএসিএন-এর দক্ষিণ এশিয়ার সিনিয়র নেতা জোনাস সোবার্গ আরল্যান্ডসেন, এমএসিএন বাংলাদেশ প্রকল্পের নেতা কমডোর (অব.) সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট মহিউদ্দিন আব্দুল কাদির, ইউএন গ্লোবাল কমপ্যাক্ট নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক শাহামিন জামান প্রমুখ।

এসএসসির ফল পুনঃনিরীক্ষণের

এক্ষেত্রে বিষয় কোড পর্যায়ক্রমে ‘কমা’ দিয়ে লিখতে হবে। ফিরতি এসএমএসে ফি বাবদ কত টাকা কেটে নেওয়া হবে তা জানিয়ে একটি পিন নম্বর (পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নম্বর) দেওয়া হবে। এতে সম্মত থাকলে RSC <স্পেস> YES <স্পেস> পিন নম্বর <স্পেস> যোগাযোগের জন্য একটি মোবাইল নম্বর লিখে (যে কোনো) ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে। প্রতিটি বিষয় ও প্রতি পত্রের জন্য ১২৫ টাকা হারে চার্জ কাটা হবে। যেসব বিষয়ের দুটি পত্র (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র) রয়েছে, সেসব বিষয়ের ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করলে মোট ২৫০ টাকা ফি কাটা হবে। চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় বিদেশের আট কেন্দ্রে ৩৪৭ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ২৯৮ জন। অনুত্তীর্ণের সংখ্যা ৪৯ জন। পাসের শতকরা হার ৮৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ।

বাইডেনের চিঠির ফলোআপ করতে

চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আওয়ামী লীগ সরকার যথেষ্ট উন্নত করেছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই কমিউনিটি সেবা জাতিসংঘ কর্তৃক শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে। আরেক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, শেখ হাসিনা নির্বাচনের আগেই বলেছেন, নির্বাচনের পর দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির পায়তারা চলছে। নেতাকর্মীদের তিনি এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। কাজেই আপনারাও জানেন যে, কথাটা সত্য নয়। শেখ হাসিনা কিন্তু বলেননি নির্বাচন হলেই সংকট কেটে যাবে। তিনি বলেছেন দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হতে পারে। সে চেষ্টা অনেকেই করছেন আন্তর্জাতিকভাবে ও দেশের অভ্যন্তরে। এসময় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দীন নাছিম, মাহবুব উল আলম হানিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, দফতর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. সেলিম মাহমুদ, সংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, উপ দফতর সম্পাদক সায়েম খান প্রমুখ।

আফগানিস্তানে বন্যায় নিহত বেড়ে

গৃহহীন হয়েছে পড়েছেন। ভেঙে পড়েছে যাতায়াত ব্যবস্থাও। তাছাড়া পানি সরবরাহ ব্যবস্থায়ও মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আফগানিস্তান অফিস জানিয়েছে, বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক। ঘটছে হতাহতের ঘটনাও। দেশটির প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান কর্মকর্তা হেদায়াতুল্লাহ হামদার্দ জানিয়েছেন, মৌসুমি ভারী বৃষ্টিপাতের কারণেই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতি হতে পারে এ বিষয়ে স্থানীয় লোকজন আগে থেকে প্রস্তুত ছিল না।

মুখস্ত শিক্ষার ওপর নির্ভরতা কমাতে

মহাপরিচালক প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজ নিজ বোর্ডের ফলাফলের পরিসংখ্যান হস্তান্তর করেন। প্রি-প্রাইমারী শিক্ষাও আওয়ামী লীগ সরকারই শুরু করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এসময় বাচ্চাদের হাতে খেলনার মাধ্যমেই অনেক কিছু তৈরী করা বা অনেক কিছু শেখার সুযোগ রয়েছে। তাদের জন্য ঐ সুযোগ তৈরী করে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তাদের কেবল বই দিয়ে বসিয়ে না রেখে খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া যেমন ফ্লোরে যদি একটি মানচিত্র থাকে যেখানে মহাদেশ ও মহাসগর থাকলো, সেখানে বাচ্চাদের শেখানো যে একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় তোমরা লাফ দিয়ে যাও। তাহলে খেলতে খেলতেই সে ঐ নামগুলোও জেনে যাবে। কাজেই খেলার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা যেন প্রাথমিক পর্যায়ে আসে সেটা করে দেয়া যায়। তা করলে আমার মনে হয় তাদের কতগুলো মহাদেশ আর মহাসাগর তা মুখস্ত করতে হবেনা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেখবে, খেলবে, বিভিন্ন রং দেয়া হবে এক একটায়, সেভাবেই তারা শিখে যাবে। এধরনের অনেক কিছু আমাদের করতে হবে বলে আমি মনে করি। শেখ হাসিনা বলেন, গত ১৫ বছরে ৫ হাজার ৯৭টি প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত করা হয়েছে এবং ‘জাতীয় শিক্ষাক্রম রুপরেখা-২০২১’ ও আমরা প্রণয়ন করেছি। সেই সাথে শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। শিক্ষকদের মর্যাদা ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ সবধরণের সুযোগ-সুবিধা আমরা সরকারে আসার পর দিয়েছি। ‘শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয় সেজন্য তাঁর সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়’ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই বলে গেছেন শিক্ষায় যে অর্থ ব্যয় হয় সেটা বিনিয়োগ। আমরা বিনিয়োগ করি। গতকাল রোববার এ বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ায় আনন্দ অনুভ'তি ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আমি মনে করি শিক্ষাক্ষেত্রে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ তৈরী করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে অভিভাবকদেরও একটা আগ্রহ থাকবে যে তাদের ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করে মানুষের মত মানুষ হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে সবসময় প্রচেষ্টা ছিল মানুষের মাঝে এই সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করা যেন তারা লেখাপড়ার দিকে মনযোগ দেয়। ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বাক্ষরতার হার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি পাঠ্যক্রমে অংশ নেয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপরও আমি বলবো যদি কেউ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব তাদের স্কুলে পাঠানো এবং পড়াশোনা করানো। তিনি বলেন, শুধু সাধারণ বিএ-এমএ পাশ করবে তা নয়, সাথে সাথে কারিগরি শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি, তথ্য প্রযুক্তিসহ সার্বিকভাবে শিক্ষিত হওয়ায় জন্য যা যা দরকার সে ব্যবস্থা নিতে হবে। অর্থাৎ বিশ্ব পরিমন্ডলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মত শিক্ষা ব্যবস্থাই আমরা প্রবর্তন করতে চাই। স্বাধীনতার পর পরই বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে জাতির পিতার শিক্ষা কমিশন গঠন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের উপযোগী একটি শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়নের প্রসংগ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ’৭৫ এর ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সে নীতিমালা আর আলোর মুখ দেখেনি। ’৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর পরই অতীতের সেই শিক্ষা নীতির আলোকে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছিল। কিন্তু ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসতে না পারায় তা আবার তিমিরেই হারিয়ে যায় এবং এরপর আর কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ২০০৮ সালে দ্বিতীয়বার সরকারে আসার পর আওয়ামী লীগ সরকার আবারো উদ্যোগ নিয়ে সে নীতিমালা প্রণয়ণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এটা সংশোধন ও পরিমার্জন করারও সুযোগ রয়েছে। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম শামসুন নাহার বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্টদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, অতীতে এমনও দেখা গেছে যে মাসের পর মাস ফল প্রকাশ হয়নি। কিন্তু আমরা এটাকে একটি নিয়মের মধ্যে নিয়ে এসেছি। এমনকি কোভিড-১৯ এর নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সময়মতো ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি বলেন, জাতির পিতা যুদ্ধ বিধবস্ত দেশ পুনর্গঠনকালে শূন্য হাতে শুরু করেও সে সময় সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণ করেন এবং শিক্ষকদের সরকারী চাকরীর মর্যাদা দেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় ’৭৫ এর পর যারা সরকারে এসেছিল তাদের সময় শিক্ষার সেই পরিবেশ আর ছিলনা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অস্ত্রের ঝনঝনানি, মেধাবী ছাত্রদের হাতে অস্ত্র ও অর্থ তুলে দিয়ে তাদেরকে বিপথে নিয়ে যাওয়া, তাদেরকে ক্যাডার হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরীর প্রচেষ্টা, প্রতিনিয়ত সেশনজট এবং স্বাক্ষরতার হারও আর বাড়তে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ’৯৬ সালে সরকারে এসে তিনি সাক্ষরতার হার পেয়েছিলেন মাত্র ৪৫ ভাগ। তাঁর সরকার সে সময় নিরক্ষরতা মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে জেলা ভিত্তিক সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং বয়স্ক শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশে স্বক্ষরতার হার উন্নীত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে এই প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়। ফলে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর তিনি দেখেন যে সাক্ষরতার হার কমে আবার ৪৪ শতাংশে নেমে এসেছে। পুনরায় উদ্যোগ নেয়ায় আজ সাক্ষরতার হার বেড়ে ৭৬ শতাংশে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, আমি মনে করি এটা ১৫ বছরে আমাদের বিরাট অর্জন, সেই সাথে শিক্ষার্থীর বিশেষ করে ছাত্রী সংখ্যাও বেড়েছে। এক সময় যেখনে ৫৪ শতাংশ ছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেত আজ তাদের প্রথমিক বিদ্যালয় গমনের হার ৯৮ শতাংশ। শেখ হাসিনা বলেন, আজ এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল পর্যালোচনাতেও দেখেছেন অধিকাংশ শিক্ষা বোর্ডেই ছাত্রীদের অংশগ্রহণের হার বেশি। এটা খুশির খবর। কারণ আমরা নারী শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। আর জাতির পিতাও স্বাধীরতার পর নারী শিক্ষা প্রাথমিক পর্যন্ত অবৈতনিক করে যান। সেটাকে এখন এসএসসি পর্যন্ত আমরা করতে পেরেছি। প্রধানমন্ত্রী এ সময় ছাত্র সংখ্যা কম কেন তার কারণ খুঁজে বের করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, এখন থেকে উদ্যোগ নিতে হবে যে কি কারণে আমাদের ছাত্র কমে যাচ্ছে। পাশের হারের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরাই অগ্রগামী। সেটা খুব ভাল কথা, তারপরও অমি বলবো এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তিনি বিবিএসকেও তাদের গণনার সময় এ বিষয়টি দেখতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি সাম্প্রতিক প্রবনতা ‘কিশোর গ্যাং’ এর উল্লেখ করে বলেন, কেন ছেলে-মেয়েরা এ পথে যাবে? এটাতো আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। যখন তাদের পড়াশোনা করা দরকার বা বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার লাইনে যেতে পারে সেক্ষেত্রে এই লাইনে কেন গেল সেটা আমাদের বের করা দরকার। এদেরকে এখান থেকে বিরত করা ও একটা সুস্থ পরিবেশে নিয়ে আসতে যা করা দরকার তা আমাদের করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী এ বছরের এসএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্যদের পাশাপাশি তাদের বাবা-মা, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও অভিনন্দন জানান। আর যারা কৃতকার্য হতে পারেনি তাদের মন খারাপ না করতে বলেন। তিনি বলেন,কারো জীবনে একবারের জন্য এমন ঘটনা আসতে পারে, কিন্তু তারা যদি উদ্যোগ নেয় এবং মনযোগী হয় তাহলে আগামীতে পাশ করতে পারবে। কাজেই সেই আস্থা নিয়েই তাদের চলতে হবে। ছেলে-মেয়ে ফেল করেছে বলেই তাদের গাল-মন্দ না করার এবং তাদের শান্তনা দিয়ে পড়াশোনায় মননিবেশ করানোর উদ্যোগ গ্রহণের জন্যও তিনি অভিভাবকদের পরামর্শ দেন। সারক্ষণ ‘পড়’ ‘পড়’ বলে চাপ না দিয়ে পড়াশোনার পরিবেশ তৈরী করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গ দেয়ার জন্যও তিনি তাদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, এখনকার ছেলে-মেয়ে ডিজিটাল যুগের। এমনিতেই তাদের মেধা অনেক বেশি। তাদের সেই মেধা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। আমরা যতই সুযোগ সৃষ্টি করবো ততই তাদের মেধা আরো বিকশিত হবে। জাতির পিতার পদাংক অনুসরণ করে তাঁর সরকারও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, ’৯৬ সালে সরকারে আসার তিনি দেখেন বিজ্ঞান শিক্ষায় দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব কম। সে সময় তাঁর সরকার বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টির জন্য সারাদেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি শিক্ষা ও ভোকেশনাল ট্রেনিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি যেন আগ্রহ সৃষ্টি হয় সে জন্য বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে। ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৪৬৪ কোটি ৭৪ লাখ ২৯ হাজার ৮৮৩ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে এবং এখন বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির যুগ। তাছাড়া শিল্প বিপ্লব প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রতি উপজেলায় একটা করে আন্তর্জাতিকমানের সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণে তাঁর সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতি জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন ভাষায় এ্যাপস তৈরী তথা ইন্টারনেটকে সহজ লভ্য করায় আজকে ফ্রি ল্যান্সিংএর মাধ্যমে অনেকে ঘরে বসেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষার চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষিত জাতি ছাড়া কোন জাতির দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয়। এটা আমি বিশ্বাস করি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আজকের ছেলে-মেয়েরাই আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সিটিজেন হবে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জল করবে এবং স্মার্ট বাংলাদেশের সৈনিক হিসেবে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের কল্যাণ এবং দেশের মানুষের জন্য কাজ করবে।

নারী বেকারত্বের হার কমেছে, বাড়ছে পুরুষের

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে বেকার পুরুষের সংখ্যা বাড়লেও বেকার নারীর সংখ্যা কমেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) বেকার পুরুষের সংখ্যা ছিল ১৭.৪০ লাখ। ২০২৩ সালের একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ১৭.১০ লাখ। এদিকে, ২০২৪ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ) বেকার নারীর সংখ্যা ছিল ৮.৫০ লাখ। ২০২৩ সালের একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ৮.৮০ লাখ। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, যদিও বাংলাদেশের বেশিরভাগ পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষ প্রধান, তবুও বিগত কয়েক বছর ধরে নারীদের নেতৃত্বে পরিবারের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। “বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস ২০২৩চ শিরোনামের বিবিএস জরিপের ভিত্তিতে এটি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশে ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ পরিবারের প্রধান হচ্ছেন নারী-রা। ২০২১ সালের হিসাবে এটি ছিল ১৬ শতাংশ, ২০২০ সালের প্রতিবেদনে ১৫ শতাংশ, ২০১৯ সালে ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে ছিল ১৪ দশমিক ২ শতাংশ। এভাবে প্রতিবছরই নারী প্রধান পরিবার বেড়েছে। তথ্য বলছে, যারা লেখাপড়া জানে না তারা যে কোনো কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে। শিক্ষিত বেকাররা মনমতো কাজ না পাওয়া পর্যন্ত নিজেদের বেকার দেখায়। দেখা যায় এরা অনলাইনে ব্যবসা করছে, কোচিংয়ে পড়ায়, কিংবা বন্ধুরা মিলে বার্গারের দোকান দিয়েছে। যেহেতু পছন্দমতো কাজ পায়নি তাই নিজেদের বেকার বলে পরিচয় দেয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অরণী ঢাকার অভিজাত একটি বিপণী বিতানে মোবাইল সেটের বিক্রয়-কর্মী হিসেবে কাজ করেন। তিনি জানান, বাবা মারা যাওয়ায় তার রোজগারেই নিজের লেখাপড়া এবং ময়মনসিংহে তার পরিবারের খরচ চলছে। এরকম আরও অসংখ্য নারী বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। কৃষিকাজ বা বেতনহীন পারিবারিক শ্রম দান থেকে নারীরা বেরিয়ে এসেছে। তার বদলে চাকরী, বিক্রয়-কাজ, ব্যবসা ইত্যাদিতে যুক্ত হয়েছে তারা। অন্যদিকে নতুন কাজে গত ২০ বছর ধরেই ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে যে পুরুষরা পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু এগিয়ে গেছেন নারীরাচ। অর্থনীতিতে নারীদের ক্রমবর্ধমান অবদানের কথা উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞরা নারী বেকারত্বের হ্রাসকে ইতিবাচক খবর হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা নারীর দক্ষতার গুরুত্ব এবং পরিবারের প্রধান হিসেবে তাদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা ক্রমবর্ধমান পুরুষ বেকারত্বের হার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে অনেক পুরুষ গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক দায়িত্ব বহন করে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ডাঃ ফাহমিদা খাতুন বলেন, নারীদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে নারী বেকারত্ব হ্রাস উৎসাহজনক। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীর দক্ষতার উচ্চ চাহিদা রয়েছে এবং অধীক সংখ্যক নারী পরিবারের মধ্যে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করছে। নারীদের অবদান সর্বাধিক করার জন্য, আমাদের আনুষ্ঠানিক সেক্টরে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে এবং সুযোগগুলিতে তাদের যোগদান বাড়াতে হবে। সব ধরনের বেকারত্ব মোকাবেলায় সরকারকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে, তিনি যোগ করেছেন। ২০২৪ সালে, মোট বেকার ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫.৯০ লাখ। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের (আইএলও) মাপকাঠি অনুযায়ী, যারা সক্রিয়ভাবে অন্তত এক মাসের জন্য কাজ খুঁজছেন এবং গত সাত দিনে অন্তত এক ঘণ্টার জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে অক্ষম তারা বেকারত্বকে সংজ্ঞায়িত করে। বিবিএসের শ্রম সমীক্ষা বলছে ৪.৮২ কোটি মানুষ সম্পূর্ণরূপে কর্মশক্তির বাইরে। ব্যক্তিদের মধ্যে ছাত্র, দুর্বল, বয়স্ক এবং অন্যান্য অ-কর্মরত জনসংখ্যা অন্তর্ভুক্ত।

দেশে রাজনৈতিক মামলা হয় নাঃ অ্যাটর্নি জেনারেল

স্টাফ রিপোর্টার : অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বলেছেন, আমার জানামতে পুলিশ কোনো রাজনৈতিক মামলা করে না। দেশে কোনো রাজনৈতিক মামলাও হয় না। কোনো ঘটনা ঘটলে একজন ইনফরমেটিভ হন, পরে রাষ্ট্র মামলা পরিচালনা করে। গতকাল রোববার সকালে রাজশাহীর বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে মুট কোর্ট ক্লাবের উদ্বোধন করতে গিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন মন্তব্য করেন। রাষ্ট্রের প্রধান এই আইন কর্মকর্তা বলেন, উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ মামলা বিচারের আগেই নিষ্পত্তি হয় আপস-মীমাংসায়। এতে আদালতে মামলাজট থাকে না। এই কারণে বাইরের দেশগুলোতে বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা কমে যায়। আর আমাদের দেশে প্রায় সব মামলাই বিচারের জন্য আদালতে যায়। আর প্রতিটি মামলাতেই সাক্ষ্য হয়, প্রমাণ হয়। এসব আইনি প্রক্রিয়া শেষ করতে সময় লেগে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন বিচারকের কাছে ২০, ২৫, ৫০ কিংবা ১০০টা মামলাও জমে থাকে। তখন এসব মামলার বিচার ও নিষ্পত্তিতে অধিক সময় লেগে যায়। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের প্রসঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এখন পর্যন্ত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে কি না, তা আমার জানা নেই। তবে সম্ভবত মামলা হয়নি। এই আইনটা সতর্কভাবে প্রয়োগ করার কথা বলা আছে এবং এই মামলাগুলো যিনি করবেন, তাকে কিন্তু অনেক কিছু প্রমাণ করতে হবে। তাই এই আইনে মামলা করাও সহজ কাজ নয়। আর এই আইনে কারও যেন হয়রানি না হয়, সেজন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা রাখা হয়েছে। গতকাল রোববার সকালে অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন রাজশাহীর বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে মুট কোর্ট ক্লাবের উদ্বোধন করেন। এ সময় সাবেক এমপি সাইফুজ্জামান শিখর, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ড. আনন্দ কুমার সাহা ছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে মুট কোর্টে প্রতীকী বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা হয়।

অবিলম্বে গাজা যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান

সাহায্যেরও আহ্বান জানান। গুতেরেস বলেন, আমি আমার আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করছি, অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতি, সমস্ত জিম্মিদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং মানবিক সহায়তায় অবিলম্বে বৃদ্ধির জন্য বিশ্বের প্রতি আহ্বান। কুয়েতে একটি আন্তর্জাতিক দাতা সম্মেলনের ভিডিও ভাষণে গুতেরেস এসব কথা বলেন। রোববারও গাজায় ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত ছিল। গুতেরেস বলেন, গাজার যুদ্ধ ভয়ংকর মানবিক দুর্ভোগ, ধ্বংসাত্মক জীবন, পরিবারগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষকে গৃহহীন, ক্ষুধার্ত করে তুলেছে। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন (আইআইসিও) এবং জাতিসংঘের মানবিক সমন্বয় সংস্থা ওসিএইচএ আয়োজিত কুয়েতে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিব এসব কথা বলেন। এদিকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনের পূর্ণ সদস্য পদের প্রস্তাব ব্যাপক সমর্থন নিয়ে পাস হয়েছে। ১৪৩টি দেশ প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দিয়েছে। আর্জেন্টিনাসহ নয়টি দেশ বিপক্ষে ভোট প্রদান করেন। ২৫টি দেশ ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিল। শুক্রবার (১০ মে) এ ভোটাভুটি হয়। জাতিসংঘের এ প্রস্তাব ফিলিস্তিনকে বিশ্বসংস্থাটিতে বাড়তি কিছু অধিকার দেবে। দেশটি বর্তমানে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক সদস্য হিসেবে রয়েছে। ভোটের আগে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছিল, তাদের প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবের ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। ভোটের আগে, জাতিসংঘে মার্কিন মিশনের মুখপাত্র নেট ইভানস বলেছিলেন, ফিলিস্তিনের সদস্য পদের প্রস্তাবে ওয়াশিংটন 'না' ভোট দেবে। অন্যান্য দেশগুলোকেও একই সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করবে। গত ১৮ এপ্রিল ফিলিস্তিনকে পূর্ণ সদস্য করার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র।

রাজধানীতে এবার চালু হলো বাসের

পর্যন্ত যত্রতত্র যাত্রী উঠায়। এর ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। সম্প্রতি আমরা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার, ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমান ও গুলশান ডিভিশনের ট্রাফিকের উপ-কমিশনার আব্দুল মোমেনসহ শ্রমিক ফেডারেশনের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিই যে মহাখালী থেকে ছেড়ে যাওয়া কোনো গাড়ি বনানী পর্যন্ত কোনো যাত্রী উঠাবে না। এর মাধ্যমে এই এলাকায় যানজট নিরসন হবে। মহাখালী থেকে ছেড়ে যাওয়া গাড়িগুলোতে যাত্রীদের তালিকা, ড্রাইভারের নাম ও গাড়ির নম্বরসহ একটি 'প্রস্থান পত্র' দেওয়া হবে। পরে বনানীতে আমাদের সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্তরা দেখবেন যে যাত্রীর সংখ্যা সঠিক আছে কি না।'ট্রাফিকের গুলশান বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) আব্দুল মোমেন বলেন, 'পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ প্রতিনিয়ত গেটলক সিস্টেম তদারকি করবে। কোনো পরিবহন এ নিয়ম অমান্য করে যত্রতত্র বাস থামিয়ে যাত্রী ওঠানামা করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

লোক 'বুঝে' ডলারের দাম বলছে

রোববার (১২ মে) ডলারের দর ১১৯ টাকা ৪০ পয়সা, আরেকটিতে জানানো হয় ১১৯ টাকা ৫০ পয়সায় বিক্রি করা যাবে। দিলকুশার এক এক্সচেঞ্জ জানালো, ১১৯ টাকা ৫০ পয়সা। একেক দোকানে একেক দাম হওয়ার কারণে জিজ্ঞেস করা হলে পুরানা পল্টনের একটি এক্সচেঞ্জ হাউস থেকে জানানো হয়, আমরা আগের দিনের নির্ধারণ করা দাম ১১৯ টাকা ৩০ পয়সায় বিক্রি করছি। অন্য একটি হাউসে দেখা যায় ১১৯ টাকা ৫০ টাকা দামে বিক্রি করা হচ্ছে। জানতে চাইলে মেক্সিকো মানি এক্সচেঞ্জ হাউস থেকে জানানো হয়, গতকালের দামে বিক্রি করছি। আজকে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এখনো দাম আসেনি। এলে নতুন দামে বিক্রি হবে। একাধিক দোকান থেকে জানানো হয়, মানি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোতে প্রশাসনের লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। এ অবস্থায় কথা বলাও তো কঠিন। তবে তারা আমাদের কি করবে, আমরা তো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্ধারিত দামে বিক্রি করা হচ্ছে। অন্যান্য একাধিক মানি এক্সচেঞ্জে কোনো গ্রাহক প্রবেশ করলে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে প্রশাসনের লোক কি না। দেখছে তারপর কথা বলছেন। উল্লেখ্য, গত ৮ মে ডলারের দাম ১১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১৭ টাকা করা নির্ধারণ করা হয়। এর পর হঠাৎ করে খোলা বাজারে ১১৯ টাকা ৫০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১২১ টাকা ৫০ পয়সা করা হয়। এরপর গত সপ্তাহের শেষের দিকে আবার কমে আসে।

এপ্রিলে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই হাজার

হয়েছে। দুর্ঘটনার ধরন দুর্ঘটনাসমূহের ১৭৪টি (২৫.৮৯ শতাংশ) মুখোমুখি সংঘর্ষ, ২৬২টি (৩৯ শতাংশ) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, ১২০টি (১৭.৮৫ শতাংশ) পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেওয়া, ৯৭টি (১৪.৪৩ শতাংশ) যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং ১৯টি (২.৮২ শতাংশ) অন্যান্য কারণে ঘটেছে। দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহন দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের মধ্যে- ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-ট্রাক্টর-ট্রলি-লরি-ডাম্প ট্রাক-তেলবাহী ট্যাঙ্কার-সিটি করপোরেশনের ময়লাবাহী ট্রাক-বুলডোজার-রেডিমিক্স গাড়ি ২৪.৩৪ শতাংশ, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-অ্যাম্বুলেন্স-পাজেরো জিপ ৫.৮১ শতাংশ, যাত্রীবাহী বাস ১০.৮৬ শতাংশ, মোটরসাইকেল ২৯.৮২ শতাংশ, থ্রি-হুইলার (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-মিশুক-লেগুনা-টেম্পু) ১৯.৪৬ শতাংশ, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন (নসিমন-ভটভটি-আলমসাধু-টমটম-মাহিন্দ্র-চান্দের গাড়ি-পাওয়ারটিলার-ধানকাটা মেশিন গাড়ি) ৫.৩৯ শতাংশ, বাইসাইকেল-রিকশা ২.৩৫ শতাংশ এবং অজ্ঞাত যানবাহন ১.৯৩ শতাংশ। দুর্ঘটনার সময় বিশ্লেষণ সময় বিশ্লেষণে দেখা যায় দুর্ঘটনাসমূহ ঘটেছে ভোরে ৫.৩৫ শতাংশ, সকালে ২৪.৮৫ শতাংশ, দুপুরে ২০.৫৩ শতাংশ, বিকালে ১৫ শতাংশ, সন্ধ্যায় ১০.২৬ শতাংশ এবং রাতে ২৩.৯৫ শতাংশ।

মানুষ অনুভব করছে তাদের মা বন্দি

অধিকারের জন্য, গণতন্ত্র ফেরানো জন্য, যারা দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করছেন, অনাহারে-অর্ধাহারে জীবনযাপন করছেন, তাদের জন্য তিনি সোচ্চার হতেন, সংগ্রাম করতেন। এরশাদের বিরুদ্ধে ৯ বছর আন্দোলন করেছেন খালেদা জিয়া। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করতে যাচ্ছেন। আর এ জন্য তার ওপর নির্মম নির্যাতন চলছে। বিশ্ব মা দিবসে তার আশু সুস্থতা এবং সুচিকিৎসার দাবি জানাচ্ছি।' এ সময় আরও ছিলেন জাতীয়তাবাদী মহিলা দলে সভাপতি আফরোজা আব্বাস, মহিলা দল ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি রুমা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মহিলা দল ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাহিনুর নার্গিস, সিনিয়র সহ-সভাপতি দক্ষিণ সুরাইয়া বেগম, সহ-সভাপতি রেহানা ইয়াসমিন ডলি, হাসিনা আলম হাসি, খালেদা আলম প্রমুখ।

১৫ মে থেকে বাজারে আসবে

সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় আম পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও সংগ্রহের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়। সেখানেই এই 'ম্যাংগো ক্যালেন্ডার' চূড়ান্ত করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিসি শামীম আহমেদ। এ সভায় জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদ বলেন, রাজশাহী আমের রাজ্য হিসেবে পরিচিত। এর সুখ্যাতি রয়েছে বিশ্বজুড়েই। তবে মৌসুমের নির্দিষ্ট সময়ের আগে বাজারে যেন কোনোভাবেই কেউ অপরিপক্ব এবং কেমিক্যাল মিশ্রিত কোনো আম নামিয়ে বিক্রি করতে না পারে। আর সেজন্যই কৃষি বিভাগের সমন্বয়ে এ ফল পাড়া, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে সভার আহ্বান করা হয়েছে। সভায় ঘোষিত তারিখ অনুযায়ী গাছে সব ধরনের গুটি জাতীয় আম ১৫ মে থেকে নামানো যাবে। এর আগে আম বাজারজাত করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন রাজশাহী জেলা প্রশাসক। সভায় রাজশাহী জেলা প্রশাসক আরও জানান, স্থানীয় গুটি জাতের আঁটি আম আগামী ১৫ মে থেকে পাড়া যাবে। এছাড়া ২৫ মে থেকে সুস্বাদু রসাল আম গোপালভোগ, রানিপছন্দ ও লক্ষণভোগ, হিমসাগর ৩০ মে, ল্যাংড়া ১০ জুন, আম্রপালি ১৫ জুন, ফজলি ১৫ জুন, আশ্বিনা ১০ জুলাই, বারি-৪ জাতের আম ৫ জুলাই, গৌড়মতি জাতের আম ১৫ জুলাই, ইলামতি ২০ আগস্ট থেকে পাড়া ও বাজারজাতকরণ করতে পারবেন। রাজশাহী জেলার সব আমচাষি, বাগান মালিক, আড়ত মালিক এবং ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রেই একই ম্যাংগো ক্যালেন্ডার কার্যকর থাকবে। এছাড়াও বহুল পরিচিত কাটিমন ও বারি আম-১১ সারা বছরই সংগ্রহ করা যাবে বলে জানান। সভায় রাজশাহীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কল্যাণ চৌধুরীর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) সাবিনা ইয়াসমিন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মোছা. উম্মে ছালমা, পুঠিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) একেএম নূর হোসেন নির্ঝর, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অভিজিত সরকার, রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ড. তসিকুল ইসলাম রাজা। এছাড়া রাজশাহী থেকে প্রকাশিত দৈনিক সোনার দেশ পত্রিকার সম্পাদক আকবারুল হাসান মিল্লাতসহ স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী, আমচাষি, বাগান মালিক, কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ীরা এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুরে হাসপাতালের লিফটে

পরীক্ষার পর চিকিৎসক জানান তার মায়ের হার্টে সমস্যা। পরে ১১ তলা থেকে লিফটে ৪ তলার হৃদরোগ বিভাগে নেওয়ার কথা বলেন। তাদের কথামতো লিফটে উঠলে ৯ তলার মাঝামাঝি হঠাৎ লিফট বন্ধ হয়ে যায়। শারমিন আর বলেন, এ সময় আমি, আমার মামা, ভাইসহ কয়েকজন মাকে নিয়ে ভেতরে ছিলাম। আমাদের দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমরা লিফটে থাকা তিন জন লিফটম্যানকে কল দেই। কিন্তু তারা গাফিলতি করে। ফোনে আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। এক পর্যায়ে ৪৫ মিনিট আমরা লিফটের ভেতরে আটকে থাকি। উপায় না পেয়ে ৯৯৯ নম্বরে কল দেই। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আমাদের উদ্ধার করে। লিফটম্যানদের গাফিলতির কারণে আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, সকালে মমতাজ বেগমকে বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে মেডিসিন বিভাগ থেকে ৪ তলায় নেওয়ার জন্য লিফটে তোলা হয়। এ সময় লিফটে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। এতে দীর্ঘ সময় লিফটে আটকে থাকেন। পরে লিফটম্যান ও ফায়ার সার্ভিসের লোক এসে উদ্ধার করেন। লিফটে আটকা সবাই সুস্থ ছিলেন কিন্তু তিনি অসুস্থ থাকায় মারা গেছেন।

পুঁজিবাজারে লেনদেন হাজার

সিএএসপিআই এদিন ৯৭ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১৬ হাজার ৩২৯ পয়েন্টে। এদিন সিএসইতে হাত বদল হওয়া ২৩২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শেয়ার দর বেড়েছে ৯৮টির, কমেছে ১০১টি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩৩টির কোম্পানির শেয়ারদর। গতকাল রোববার সিএসইতে ১৬ কোটি ৩৯ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। যা আগের দিনের চেয়ে ৪১ কোটি টাকার লেনদেন কমেছে। আগের দিন সিএসইতে লেনদেন হয়েছিল ৫৭ কোটি ৯১ লাখ টাকা।

ইসরাইলকে কড়া হুঁশিয়ারি ইরানের

হন। এ ঘটনায় ইসরাইলের ভূখণ্ডে পাল্টা হামলা চালায় ইরান। এরপর থেকে দুদেশের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমে বেড়েই চলছে। চলমান এই উত্তেজনার মধ্যেই ইসরাইলকে এ হুঁশিয়ারি দিল ইরান।

সাবেক এমপি গিয়াস উদ্দিন

তিনি আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। দুদক সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর দুদক উপ-পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম মামলাটি করেন। মামলায় ১ কোটি ৪১ লাখ ৮৬ হাজার ৯৩১ টাকার অবৈধ সম্পদের অভিযোগ আনা হয়। মামলার এজাহারে বলা হয়, ২০২০ সালের ২ নভেম্বর মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনকে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ দেওয়া হয়। পরে ওই বছরের ২৩ ডিসেম্বর দুদকে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেন তিনি। অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ও দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী যাচাই করে গিয়াস উদ্দিনের নামে ১৫ কোটি ৭ লাখ ১৫ হাজার ৭৭৯ টাকার স্থাবর সম্পদ ও ৫ কোটি ৮৮ লাখ ৭০ হাজার ৩১৮ টাকা অস্থাবর সম্পদসহ মোট ২০ কোটি ৯৫ লাখ ৮৬ হাজার ৯৭ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। চলতি বছর এ মামলায় অভিযোগপত্র দাখিল করে দুদক। গিয়াস উদ্দিন অষ্টম জাতীয় সংসদে বিএনপি দলীয় এমপি ছিলেন।

ইএফডিতে নজর দিয়ে হিরো হতে

কোষাগারে বেশিরভাগ ভ্যাট আসে মোবাইল ফোন, সিগারেট, কোমল পানীয়, গ্যাস ইত্যাদি খাত থেকে। এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) দেশে বিভিন্ন খাত থেকে মোট ভ্যাট আদায় হয়েছে ১ লাখ ২৫ হাজার ৪২৪ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯২ শতাংশ। আর চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে ভ্যাট আদায় হয়েছে (জুলাই -মার্চ পর্যন্ত) মাত্র ১ লাখ ৭০২ কোটি টাকা। তবে এই খাত থেকে আরও বেশি ভ্যাট আদায়ের সুযোগ রয়েছে বলে অর্থনীতিবিদ ও রাজস্ব কর্মকর্তারা মনে করেন। এনবিআরের এক সমীক্ষায় বলা হয়, খুচরা ও পাইকারি ব্যবসা খাত থেকে যে পরিমাণ লেনদেন হয়, তা মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির ১৩ শতাংশ। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, খুচরা ও পাইকারি ব্যবসা থেকে নামমাত্র ভ্যাট আহরণ হয়। বর্তমানে বছরে ৫ হাজার কোটি টাকা আসে খুচরা-পাইকারি খাত থেকে। রাজস্ব বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইএফডি স্থাপনের পাশাপাশি ঠিকমতো আদায় করতে পারলে এখান থেকে বছরে বর্তমানের চেয়ে ১০ গুণ ভ্যাট আদায় করা সম্ভব। তারা বলছেন, ভ্যাট আদায় বাড়াতে হলে এখনই ইএফডি মেশিন স্থাপনে জোর দিতে হবে। তারা আরও বলছেন, এনবিআরের এই মুহূর্তে উচিত ইএফডি মেশিন স্থাপনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এমনকি দোকান ব্যবসায়ীরাও বলছেন দেশের সব দোকানে ইএফডি মেশিন স্থাপন করা হলে অন্তত ১০ গুণ বেশি ভ্যাট পাবে সরকার। বর্তমানে খুচরা পর্যায়ের ব্যবসা থেকে সরকার ভ্যাট পাচ্ছে মাত্র ৫ হাজার কোটি টাকার মতো। দোকান মালিক সমিতির হিসাবে ইএফডি মেশিন স্থাপনে জোর দেওয়া হলে এই খাত থেকেই বছরে ৫০ হাজার কোটি টাকা ভ্যাট পাওয়া সম্ভব। তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ইএফডি স্থাপনের পাশাপাশি ভ্যাট ফাঁকি বন্ধ করা গেলে শুধু দোকান থেকেই প্রতিবছর অন্তত পৌনে দুই লাখ কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হেলাল উদ্দিন বলেন, 'যে পরিমাণ ইএফডি মেশিন আমাদের প্রয়োজন এনবিআর তা দিতে পারছে না।' তিনি মনে করেন, ভ্যাট আদায়ে দোকানগুলোতে যুক্ত করে দেশের সব দোকানে ইএফডি দেওয়া সম্ভব হলে অন্তত ১০ গুণ বেশি রাজস্ব পাবে সরকার। হেলাল উদ্দিন বলেন, 'গত পাঁচ বছরে সব মিলিয়ে ২০ হাজারেরও কম মেশিন বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে বসেছে, যেখানে সারা দেশে দোকানের সংখ্যা ৬৫ লাখের বেশি। ইএফডি স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে ৫ বছর আগে, অথচ ইএফডি বসেছে এক শতাংশেরও কম।' এই এক শতাংশ বসানো নিয়েও কিছুটা বিশৃঙ্খলা আছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, 'একই মার্কেটে কিছু দোকানে ইএফডি মেশিন আছে, আবার কিছু দোকানে নেই। যার দোকানে মেশিন আছে, সেখানে ভ্যাট নেওয়া হলেও সেই দোকানে কাস্টমার যাচ্ছে না। এজন্য পুরো মার্কেটে ইএফডি থাকা জরুরি।' দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আরও বলেন, 'শুরুতে খুচরা পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের কাছে বিনামূল্যে ইএফডি মেশিন পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছিল এনবিআর। পরে তা হয়নি। পরে প্রতিটি ইএফডির দাম ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। এনবিআরের অনুরোধে পরে সিদ্ধান্ত নিলামও আমরাই মেশিনটা কিনে নেবো। এখন এই মেশিন কিনতে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা লাগে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে পরিমাণ মেশিন আমাদের প্রয়োজন এনবিআর তা দিতে পারছে না।' তিনি উল্লেখ করেন, ব্যবসায়ীরা ইএফডি চায়। ব্যবসায়ীরা সরকারের নিয়ম মেনে শান্তিতে ব্যবসা করতে চায়। কিছু কিছু মানুষের লোভ-লালসার কারণে সেটি সম্ভব হচ্ছে না। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের প্রধান উৎস ভ্যাটের বড় একটি খাত হচ্ছে খুচরা ও পাইকারি পর্যায়ের ব্যবসা। কিন্তু এ খাত থেকে বিপুল পরিমাণ ভ্যাট ফাঁকি হয়। মোট ভ্যাট আদায়ের মাত্র তিন শতাংশ এখান থেকে আসে। একাধিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায় আদায়যোগ্য ভ্যাটের ৯০ শতাংশই ফাঁকি হয়। বর্তমানে খুচরা ব্যবসায় ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ। ঢাকা মহানগরসহ সারা দেশে দোকান মালিক আছেন ৭৫ লাখের বেশি। তারা যদি মাসে গড়ে ২০ হাজার টাকা ভ্যাট দেন, তাহলে বছরে এক লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব পায় সরকার। এর সঙ্গে অন্যান্য খাতের বড় বড় দোকানির ভ্যাট যোগ হলে পরিমাণটি দ্বিগুণ হতে পারে। ২০২১ সালে ভ্যাট গোয়েন্দারা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও সাভারের আটটি মার্কেটে একটি জরিপ পরিচালনা করেছিল। সেখানে মোট ১০২৪টি দোকানের ওপর অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, এর মধ্যে ভ্যাট নিবন্ধিত দোকানের সংখ্যা মাত্র ১২০টি। সেখানে ভ্যাট দেয় না ৯০৪টি প্রতিষ্ঠান। এমনকি বড় বড় শহরগুলোতেও অসংখ্য খাবার, কাপড় বা সেবা প্রতিষ্ঠান ভ্যাটের তালিকাভুক্ত নয়। দেশের মোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর বড় অংশটিকেই পুরোপুরি ভ্যাটের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। ঢাকার বাইরের এলাকাগুলোতে এই ভ্যাট না দেওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। যদিও ভ্যাট আইন অনুযায়ী, যেকোনো ভ্যাটযোগ্য ব্যবসা শুরু করার আগেই নিবন্ধন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। রাজধানীর মানিক নগর বিশ্বরোড এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করছে রয়েল ভিলেজ নামে একটি রেস্টুরেন্ট। সরেজমিনে দেখা গেছে, ইএফডি মেশিন থাকা সত্ত্বেও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই রেস্টুরেন্ট ভোক্তাদের থেকে ভ্যাটের চালান দেয় না। ভোক্তা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভ্যাটের রশিদ চাইলে তখন অতিরিক্ত টাকা আদায় করে রেস্টুরেন্টটি। ভ্যাট ফাঁকির তালিকায় শুধু রয়েল ভিলেজ নয়, রাজধানীর শত শত রেস্টুরেন্ট একইভাবে সরকারকে রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে। গত ২ এপ্রিল বিশ্বব্যাংক বলেছে, এক অর্থবছরেই প্রায় দুই লাখ কোটি টাকার ভ্যাট থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বাংলাদেশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকার মাত্র ৯৫ হাজার কোটি টাকা ভ্যাট সংগ্রহ করতে পেরেছিল। অর্থাৎ সে বছর আদায়যোগ্য ভ্যাটের চেয়ে দুইগুণেরও কম ভ্যাট আদায় হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'ইএফডি মেশিন ভ্যাট আদায়ে সহায়ক একটি পদ্ধতি। সারা দেশে এই মেশিন স্থাপন করে যথার্থভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হলে ভ্যাট আদায় কয়েকগুণ বাড়বে। কিন্তু সমস্যা হলো এনবিআরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারাই এ উদ্যোগ সফল করতে চান না।' তিনি মনে করেন, ভ্যাট আদায়ে এনবিআরের দক্ষতা, লোকবলের যেমন অভাব রয়েছে, তেমনই তাদের সদিচ্ছারও ঘাটতি রয়েছে। তারা পেপারবেইজড সিস্টেম থেকে পুরোপুরি বের হতে পারছে না। এখনকার সিস্টেমে তারা খুব কমফোর্টেবল। বর্তমান সিস্টেমে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু কর্মকর্তারা লাভবান হচ্ছেন। ব্যবসায়ীরাও এটার সঙ্গে সংযুক্ত। তিনি বলেন, 'এই মেশিনের সুফল পেতে হলে নজরদারি বাড়াতে হবে।' এ প্রসঙ্গে এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বলেন, 'ইএফডি জনপ্রিয় হলে ভ্যাট আদায় বাড়বে। তবে এখনও ব্যবসায়ীরা এই ডিভাইস ব্যবহার করতে আগ্রহী নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই গ্রাহকদের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করেন। অসাধু ব্যবসায়ীরা ইএফডি থাকার পরও ভ্যাট ফাঁকি দিচ্ছে।' এ প্রসঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, 'এখনও ব্যবসায়ীরা ভ্যাটকে বোঝা হিসেবে দেখেন। এ কারণে ভ্যাট আদায় পদ্ধতি সহজ করতে হবে। কার্যকর রিফান্ড বা ক্রেডিট ব্যবস্থা চালু থাকতে হবে।' তিনি মনে করেন, ব্যবসায়ীরা ইএফডি ব্যবহার না করে সুবিধা পাচ্ছেন। অসাধু কর্মকর্তাও এ সুবিধার একটি অংশ ভোগ করছেন। ইএফডি মেশিন ব্যবহার করে ভ্যাট পরিশোধের জন্য লটারিতে পুরস্কার ঘোষণাসহ এনবিআরের পক্ষ থেকে নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও কার্যত ফল আসছে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে ইএফডি ছাড়াই ভ্যাট দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তদারকি ও সচেতনতার অভাব রয়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্ট্রার (ইসিআর) চালু করে খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায় ভ্যাট আদায় বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ২০০৯ সালে। কিন্তু ওই ব্যবস্থা নানা ধরনের ত্রুটি ও অনিয়মের কারণে ব্যর্থ হয়। ৯ বছর পর ২০১৮ সালে ইসিআরের উন্নত সংস্করণ ইএফডি চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন এক বছরের মধ্যে সারা দেশে ইএফডি বসানোর কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও বাস্তবায়নের চিত্র হতাশাজনক। অবশ্য এনবিআরের কর্মকর্তাদের ভাষ্যে কারিগরি ত্রুটির কারণে ইএফডি মেশিন স্থাপন ফলপ্রসূ হচ্ছে না। গত বছরের ৬ ডিসেম্বর ভ্যাট দিবসে এনবিআরের চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম জানিয়েছিলেন, এনবিআর সামনের প্রত্যেক বছর ৬০ হাজার করে এই মেশিন স্থাপন করবে। এনবিআর চেয়ারম্যান মনে করেন, তিন লাখ ইএফডি মেশিন স্থাপন করতে পারলে অতিরিক্ত ২০ হাজার কোটি টাকা ভ্যাট আদায় হবে। তিনি জানিয়েছিলেন, গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইএফডি মেশিন স্থাপন করা হয়েছে সাড়ে ১৮ হাজার। এর আগে ভ্যাট আহরণে স্বচ্ছতা আনতে ইলেক্ট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ইএফডিএমএস) চালু করে এনবিআর। মেশিন স্থাপন কাজে গতি ফেরাতে দুই বছর পর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডিভাইস বসানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় জেনেক্স ইনফোসিস লিমিটেডকে। ২০২০ সালের ২৫ আগস্ট ইএফডি বসানোর উদ্বোধনের পরে এনবিআর কিংবা জেনেক্স সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ১৮ হাজার ৫০৫টি প্রতিষ্ঠানে ডিভাইস বাসাতে পেরেছে। এর মধ্যে ১৮ হাজার ৫টি ইএফডি ও ৫০০ এসডিসি। এদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত পূরণে আগামী অর্থবছরে এক লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা ভ্যাট আদায় করতে চায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এই লক্ষ্য অর্জনে ইলেক্ট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইসে জোর দেওয়ার কথা ভাবছে সরকারি এই সংস্থাটি। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খানও বলেছেন, ইএফডি মেশিন আরও দ্রুততার সঙ্গে স্থাপন করা দরকার। এই খাতে বরাদ্দের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে সুপারিশ করবো।

এমপি-মন্ত্রীর স্বজনরা নির্বাচনে অংশ

স্বজনরা নির্বাচনে অংশ নেবেন না। সাংবাদিকদের এমন আর এক প্রশ্নের উত্তরে নানক বলেন, দেখেন এমপি-মন্ত্রীর স্বজনরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না এমন কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। এখানে কিছুটা ভুল ধারণা কাজ করছে। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই এমপি-মন্ত্রীর স্বজনরা নির্বাচন করতে পারবে না এ ধরণের কোনো সিদ্ধান্ত রাজনীতিতে হওয়ার নয়।

তিনি বলেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন কোনো নেতার সন্তান বা কোনো স্বজন, তার যদি রাজনীতির মধ্য দিয়ে উত্থান হয় এবং তার যোগ্যতা ও অবস্থান সৃষ্টি করতে পারে তাহলে তো সে অবশ্যই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গনে কোনো অবদান নেই বা অবস্থান ছিল না, উপস্থিতি ছিল না, হঠাৎ করে উড়ে এসে জুড়ে বসানো এ সম্পর্কে সতর্কবার্তা ছিল। এভাবে যেন উড়ে এসে জুড়ে বসানো না হয়। এবারের প্রথম ধাপের উপজেলা নির্বাচনে ১০ বছরের মধ্যে সব থেকে কম ভোটার উপস্থিতি হয়েছে। ভোটের প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা সৃষ্টির কারণে কি এমনটি হয়েছে? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে নানক বলেন, উপজেলা নির্বাচন একটি স্থানীয় সরকার নির্বাচন। এ স্থানীয় সরকার নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটের যে উপস্থিত, আমরা কিন্তু এ ভোটের উপস্থিতিতে আশাহত নই। কারণ সার্বিক অবস্থার কারণে যে পরিমাণ ভোটার ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছেন, সেটি একটি নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট। তবে আমি বিশ্বাস করি আরও ভোটার উপস্থিতি সহজ হতো যদি দলগতভাবে নির্বাচনটি হতো। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর এ সদস্য বলেন, এবারের নির্বাচনের একটি বিশেষ দিক হলো- এবারের নির্বাচনে দলীয় কোনো প্রতীক দিয়ে নির্বাচন হয়নি। যদিও বিএনপির অনেক প্রার্থীরা এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন বেনামে। অন্যান্য দলের প্রার্থীরাও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। সব মিলিয়ে দুই একটি ঘটনা ছাড়া প্রথম ধাপের নির্বাচন অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের বিনিয়োগকারীরা কিভাবে আরও বিনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ হন সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তারা আমাদেরকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার কথা বলেছেন। এর মধ্যে কিছু সমস্যা তারা চিহ্নিত করেছেন। পাসপোর্ট, ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা। কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স সমস্যা। এনবিআর'র কিছু সমস্যার কথা তারা বলেছেন। তিনি বলেন, আমরা বলেছি এ সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আমরা এ বিষয়টির সমাধান করার চেষ্টা করবো। জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, কোরিয়া পাট, বস্ত্র খাতে বিনিয়োগ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমরা আশা করি কোরিয়া বিভিন্ন খাতে যে বিনিয়োগ করেছে, বস্ত্র ও পাট খাতেও বিনিয়োগ করবে।

এক ঢাকা রক্ষায় মিলে যাচ্ছে দুই

ফজলে নূর তাপস, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র ও সি৪০ সিটিস এর স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য মো. আতিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এ.এস. এম. মাকসুদ কামাল, সি৪০ সিটিসের নির্বাহী পরিচালক মার্ক ওয়াটস। অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বক্তব্য দেন সি৪০ বোর্ডের সভাপতি ও নিউইয়র্ক সিটির মেয়র সাদিক খান। অনুষ্ঠানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। আমাদের গতিশীল শহরের জন্য এটি বড় চ্যালেঞ্জ। দ্রুত নগরায়ন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং জলবায়ুজনিত চ্যালেঞ্জ পরিবেশ ও জীবনমানের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। এই সমস্যাগুলো সংস্কারের জন্য ঢাকা দক্ষিণ এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশন যৌথভাবে কাজ করবে। তিনি বলেন, ডিএসসিসি শহরে পরিবেশবান্ধব বৈদ্যুতিক যানবাহন চালু করতে চায়। যদিও ঢাকা দক্ষিণ সিটির মাথাপিছু কার্বন নির্গমন বিশ্বের তুলনায় অনেক কম। সামনের দিনে ঢাকা শহরকে আরও বাসযোগ্য, জলবায়ু সহনশীল এবং পরিবেশবান্ধব করে গড়ে তোলা হবে। মেয়র তাপস আরও বলেন, শুধু কথা নয় বরং আমরা কাজ বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। যে ক্লাইমেট অ্যাকশন প্ল্যান নেওয়া হয়েছে সেটি ঢাকা দক্ষিণ এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশন একসাথে বাস্তবায়ন করবে। সেজন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে প্রতিবছর এই খাতে নিজস্ব অর্থ থেকে বাজেটে একটি পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ রাখা শুরু হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে কম কার্বন নিঃসরণ করে। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দক্ষিণ অঞ্চলে লবণাক্ত পানি, খরা, বন্যার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এগুলো সব উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর জন্য হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে ফান্ডিংয়ের জন্য তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু উন্নত দেশগুলো শুধু কথাই বলে যায় তারা আজ পর্যন্ত আমাদের তেমন কোন ফান্ড দেয়নি। সুতরাং যে দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী তাদেরকে এই ক্লাইমেট ফান্ড দিতে হবে। বিষয়টি নিয়ে আরো সম্প্রসারিতভাবে একত্রিত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী। তিনি বলেন, এসব বিষয়ে মানুষকে আরো বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে। একটি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরাট প্রভাব মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। সেজন্য আমরা ঢাকা থেকে যেহেতু এই কার্যক্রম শুরু করেছি ভবিষ্যতে তা সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। মানুষকে যদি সম্পৃক্ত করা সম্ভব না হয় তাহলে আমরা যত ভালো পরিকল্পনাই গ্রহণ করি না কেন সেটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

আরো কঠিন হয়ে পড়ছে

শিক্ষাবিদরা মনে করছেন, ডলারের বিনিময় হার বাড়ায় মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোই বেশি চাপে পড়বে। ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিকসের চেয়ারম্যান ও এডুকেশন ওয়াচের চেয়ারপারসন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, 'ডলারের দর বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বেড়ে যাবে। ফলে শিক্ষার্থীদের ব্যয়ও বেড়ে যাবে। ফলে মধ্যবিত্ত যেসব পরিবারের সন্তান বিদেশে লেখাপড়া করছে তাদের ওপর বেশি চাপ তৈরি হবে। তবে শুধু বিদেশে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেই নয়, ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি বেড়ে গিয়ে দেশেও শিক্ষায় খরচ বেড়ে যেতে পারে।' উচ্চ শিক্ষার জন্য বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা যেসব দেশ বেছে নিচ্ছেন তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম। যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান 'ওপেন ডোরস রিপোর্ট ২০২২-২৩'-এর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থী পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম। দেশটিতে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩ হাজার ৫৬৩। এর আগে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন ১০ হাজার ৫৯৭ জন।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন আতিকুর রহমান নামের এক শিক্ষার্থী। তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগে আমেরিকান একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অফার লেটার পেয়েছি। ওই সময়ের হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফি, টিউশন ফিসহ সব মিলিয়ে যে টাকা ছিল এখন সে তুলনায় প্রায় দেড় লাখ টাকা বেশি প্রয়োজন হবে।' তিনি আরো বলেন, '?আমাদের দেশে বেশির ভাগ পরিবার মধ্যবিত্ত এবং এখন অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারও সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কষ্ট করে হলেও বিদেশে পড়ালেখা করতে পাঠাচ্ছে। ডলারের এ মূল্যবৃদ্ধির জন্য এমন পরিবারগুলো সমস্যায় পড়বে।'যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। চলতি বছরের জানুয়ারির তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় অধ্যয়নরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯ হাজার ৬৮৩, যা ২০২৩ সালের জানুয়ারির তুলনায় ৭৪ শতাংশ বেশি। এছাড়া ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেশটিতে শিক্ষার্থী পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে 'রাইজিং স্টার' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। 'দ্য আউটলুক ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট মবিলিটি: অ্যামিড আ চেঞ্জিং ম্যাক্রোইকোনমিক ল্যান্ডস্কেপ' শিরোনামের ওই প্রতিবেদনে জিডিপি বৃদ্ধির সঙ্গে বিদেশগামী শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্কও তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে ভর্তি ফি, টিউশন ফিসহ অর্থনৈতিক বিষয়গুলো জড়িত থাকায় যেসব দেশে জিডিপি বৃদ্ধির হার এবং অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলক ভালো সেসব দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতাও বেশি। প্রতিবেদনটিতে বিদেশে শিক্ষার্থী প্রেরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সার্বিক ব্যয় বেড়ে গেছে বলে জানান অস্ট্রেলিয়াগামী শিক্ষার্থী ফাহিম উল্লাস। তিনি বলেন, '?আমি মাত্র এক সপ্তাহ আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি প্রদান করেছি, নয়তো অতিরিক্ত ৯০ হাজার টাকা দিতে হতো। তবে ফি জমা দিলেও ডলারের মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় দেশ ত্যাগের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক খরচ বেশ বেড়ে যাবে। এছাড়া যদি ডলারের বিনিময় হার না কমে তাহলে ডিগ্রি অর্জন পর্যন্ত ব্যয়ও কয়েক লাখ টাকা বেড়ে যাবে। সব মিলিয়ে ডলারের মূল্যবৃদ্ধি আমাদের মতো বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের প্রতি বেশ নেতিবাচক একটি প্রভাব ফেলতে যাচ্ছে।' ডলারের বিনিময় হার বেড়ে যাওয়ায় বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ বাড়বে বলে মনে করেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের (এমটিবি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমানও। তিনি বলেন, '?ডলার সংকটের কারণে বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে সমস্যা হচ্ছিল। অনেকে কার্ব মার্কেট থেকে ডলার কিনে কিংবা অন্য মাধ্যমে ডলার সংগ্রহ করে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এমন অবস্থায় ডলারের মূল্যবৃদ্ধি শিক্ষার্থীদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করবে।' তিনি বলেন, '?এতদিন ডলারের ঘোষিত মূল্য ১১০ টাকা থাকলেও শিক্ষার্থীদের ১১৫-১৭ টাকায়ই ডলার কিনতে হতো। ব্যাংক যদি এখন এটা নিশ্চিত করতে পারে যে শিক্ষার্থীরা ১১৭ টাকায়ই ডলার কিনেতে পারবে, তাহলে হয়তো চাপটা তুলনামূলক কম বাড়বে। তবে ডলারের বাজার যদি অস্থিতিশীলই থাকে তাহলে সংকট আরো তীব্র হয়ে উঠবে। আগামী এক-দুই সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতি স্পষ্ট হবে।' বিদেশে উচ্চ শিক্ষা কঠিন হওয়া প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক সদস্য এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আবু তাহের বলেন, '?ডলারের মূল্যবৃদ্ধিতে বিদেশে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যয় বাড়বে। বিষয়টি শিক্ষার্থীর ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে সেটি নির্ভর করবে তার বা তার পরিবারের আর্থিক অবস্থার ওপর। তবে আমাদের এখন উচিত দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে উৎসাহিত করা। দেশে অনেক সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বেশ সুনামও কুড়িয়েছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের আরো সচেষ্ট হতে হবে।

বরিশাল বোর্ডে টানা চারবারের মতো মেয়েরা এগিয়ে

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এবার এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৮৯ দশমিক ১৩ শতাংশ। বিগত বছরগুলোর মতো গড় পাসের হারে, জিপিএ-৫ পাওয়ার ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে। গতকাল রোববার ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, গত বছরের চেয়ে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তিন হাজার ১২১ কম। সেইসঙ্গে কিছুটা কমেছে পাসের হার। বরিশাল বোর্ডে এসএসসিতে মেয়ে শিক্ষার্থীদের পাসের হার ৯১ দশমিক ৮৬ শতাংশ এবং ছেলে শিক্ষার্থীদের পাসের হার ৮৬ দশমিক ০২ শতাংশ। চার বছরের মতো সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখল মেয়েরা। বিষয়ভিত্তিক পাসের হারেও এগিয়ে রয়েছে মেয়েরা। বিজ্ঞান বিভাগে মেয়েদের পাসের হার ৯৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ এবং ছেলেদের পাসের হার ৯৪ দশমিক ৬৪ শতাংশ। মানবিক বিভাগে মেয়েদের পাসের হার ৮৯ দশমিক ৫০ শতাংশ এবং ছেলেদের পাসের হার ৮০ দশমিক ৮৯ শতাংশ। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে মেয়েদের পাশের হার ৯৪ দশমিক ৭৮ শতাংশ এবং ছেলেদের পাসের হার ৮৭ দশমিক ৬৭ শতাংশ। মোট তিন হাজার ৫১৫ ছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। আর ছেলেদের জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা ২ হাজার ৬৩০টি। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এবার বিভাগের ছয় জেলার এক হাজার ৪৮৯টি স্কুল থেকে ৮৮ হাজার ৮৪৫ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। মধ্যে ১৯৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৮৭ হাজার ৭৩৪ জন। পাস করেছে ৭৮ হাজার ১৯৭ জন। পরীক্ষায় ৫১ জনকে বহিষ্কৃত করা হয়। এর মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা মেয়েদের দ্বিগুণেরও বেশি। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অরুন কুমার গাইন বলেন, গত বছরের চেয়ে পাসের হার ও জিপিএ-৫ তেমন কমেনি। তবে এবার ফলের গুণগত মানের উন্নতি ঘটেছে। তিনি বলেন, এবার বোর্ডের অধীনে বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে তিনজন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। যতদূর জেনেছি, তারাও পাস করেছে।

পাসের হারে এগিয়ে যশোর পিছিয়ে সিলেট

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৪ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাসের হার যশোর বোর্ডে। ৯২ দশমিক ৩৩ শতাংশ পাসের হার নিয়ে অন্যান্য বোর্ডের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে এই বোর্ডটি। অন্যদিকে ৭৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ পাসের হার নিয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে সিলেট বোর্ড। এবার সিলেট বোর্ডে পাসের হার ৭৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ। আর জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ হাজার ৪৭১ জন। গত বছরের তুলনায় এবার পাসের হার কমেছে ২ দশমিক ৭১ শতাংশ। গতবছর পাসের হার ছিল ৭৬ দশমিক ০৬ শতাংশ। আর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৫ হাজার ৪৫২ জন। এর আগের বছর ২০২২ সালে পাসের হার ছিল ৭৮ দশমিক ৮২ শতাংশ। গতকাল রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সিলেট শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অরুণ চন্দ্র পাল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ হাজার ৪৭১ জন। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৫ হাজার ৪৫২ জন। সে হিসেবে এবার জিপিএ-৫ বেড়েছে মাত্র ১৯টি। এ বছর বিজ্ঞানে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ হাজার ১৩৫ জন। এরমধ্যে ছাত্র ২ হাজার ৫২৮ জন এবং ছাত্রী ২ হাজার ৬০৬ জন। মানবিকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৪৪ জন। এ মধ্যে ছাত্র ৫৪ ও ছাত্রী ১৯০ জন। ব্যবসা শিক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৩ জন। এর মধ্যে ৩৪ জন ছাত্র ও ৫৯ ছাত্রী রয়েছে। এসএসসিতে এ বছর এক লাখ ৯ হাজার ৫৮০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অংশগ্রহণ করে এক লাখ ৯৭৩ জন। এদের মধ্যে কৃতকার্য হয় ৮০ হাজার ৬ জন। বিজ্ঞান বিভাগে ২৪ হাজার ২২৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৪ হাজার ১৫৩ জন অংশ নিয়ে পাস করেছে ২১ হাজার ২৮৯ জন। এর মধ্যে ১০ হাজার ৫১০ জন ছাত্রের মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ১০ হাজার ৪৭৯ জন। এর মধ্যে পাস করে ৯ হাজার ৫৬৬ জন। আর ১৩ হাজার ৭১৬ জন ছাত্রীর মধ্যে পরীক্ষায় ১৩ হাজার ৬৭৪ জন অংশ নিয়ে পাস করেছেন ১১ হাজার ৭২৩ জন। বিজ্ঞান বিভাগে মোট পাসের হার ৮৮ দশমিক ১৪ শতাংশ। আর মানবিকে পাসের হার ৬৮ দশমিক ৫০ শতাংশ। সিলেট বোর্ডের অধীন ৭৭ হাজার ৯৫৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭৭ হাজার ৫৪৭ জন অংশ নিয়ে পাস করে ৫৩ হাজার ১১৬ জন। এদের মধ্যে ছাত্র ৩০ হাজার ৮৭২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩০ হাজার ৭৩৪ জন অংশ নিয়ে পাস করে ২০ হাজার ৯৭৯ জন। আর ছাত্রী ৪৭ হাজার ৮২ জন পরীক্ষার্থী থাকলেও অংশ নিয়েছে ৪৬ হাজার ৮১৩ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৩২ হাজার ১৩৭ জন। ব্যবসা শিক্ষায় বোর্ডে মোট ৭ হাজার ৪০০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭ হাজার ৩৭৩ জন অংশ নিয়ে পাস করেছে ৫ হাজার ৬০১ জন। পাসের হার ৭৫ দশমিক ৯৭ শতাংশ। এর মধ্যে ছাত্র ৩ হাজার ৭২২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ হাজার ৭১৩ জন পরীক্ষা দিয়ে পাস করে ২ হাজার ৮৬১ জন। ছাত্রীদের মধ্যে ৩ হাজার ৬৭৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ হাজার ৬৬০ জন অংশ নিয়ে পাস করে ২ হাজার ৭৪০ জন। সিলেট বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫০৭ জন ফেল করেছে। এছাড়া বোর্ডে মোট ফেল করেছে ২৯ হাজার ৬৭ জন শিক্ষার্থী। বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষায় অংশ নেননি ৭৩ জন এবং ফেল করেছে ২ হাজার ৮৬৪ জন শিক্ষার্থী। মানবিকে বিভাগে পরীক্ষায় অংশ নেয়নি ৪০৭ জন। আর ফেল করেছে ২৪ হাজার ৪৩১ জন। ব্যবসা শিক্ষায় পরীক্ষায় অংশ নেয়নি ২৭ জন এবং ফেল করেছে ১ হাজার ৭৭২ জন। প্রতি বছরের ন্যায় এবারো ফলাফল বিপর্যয়ের পেছনে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক অরুণ চন্দ্র পাল হাওরাঞ্চল সুনামগঞ্জকে দায়ী করলেও পাসের হারের দিকে সুনামগঞ্জ জেলা বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে। ফলাফলের পাসের হারে সিলেট ৭২ দশমিক ৫৬ শতাংশ। সেখানে সুনামগঞ্জ ৭৪ দশমিক ৭২ শতাংশ। এছাড়া পাসের হারে মৌলভীবাজার ৭১ দশমিক ৭৭ শতাংশ এবং সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা হবিগঞ্জের পাসের হার ৭১ দশমিক ৫৪ শতাংশ। এ বছর শতভাগ পাসের হারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে। গত বছর ২৩টি প্রতিষ্ঠানে শতভাগ পাস করলেও এবার ৩১টি প্রতিষ্ঠান শতভাগ পাসের তালিকায় রয়েছে। এছাড়া ফলাফল বিপর্যয়ে করোনা পরিস্থিতিকে এখনো দায়ী করছেন বোর্ডের এ কর্মকর্তা। তিনি বলেন, করোনাকালের ধাক্কা আমরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। গত দুই বছর ধরে ফলাফল বিপর্যয় কাটিয়ে না উঠতে পারা এবং একই যুক্তি বার বার তুলে ধরার বিষয়ে তিনি যুক্তি পাল্টিয়ে দক্ষ শিক্ষকের অভাব ও মানবিকে বেশি শিক্ষার্থী ফেল করার বিষয়টি ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে দাবি করেন। তবে তা কাটিয়ে উঠতে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের পরামর্শ দিয়ে আসছেন বলেও জানান তিনি। গতকাল রোববার প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, চলতি বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার গড় পাসের হার ৮৩ দশমিক ০৪ শতাংশ। এর মধ্যে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ, মাদ্রাসা বোর্ডে পাসের হার ৭৯ দশমিক ৬৬ শতাংশ ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮১ দশমিক ৩৮ শতাংশ। সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৮৩ দশমিক ৯২ শতাংশ, রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ৮৯ দশমিক ২৬ শতাংশ, কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার ৭৯ দশমিক ২৩ শতাংশ, যশোর বোর্ডে পাসের হার ৯২ দশমিক ৩৩ শতাংশ, চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার ৮২ দশমিক ৮০ শতাংশ, বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ৮৯ দশমিক ১৩ শতাংশ, সিলেট বোর্ডে পাসের হার ৭৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ, দিনাজপুর বোর্ডে পাসের হার ৭৮ দশমিক ৪৩ শতাংশ, ময়মনসিংহ বোর্ডে পাসের হার ৮৫ শতাংশ।

যশোরে ছুরিকাঘাতে কলেজছাত্র খুন

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরে নূর হোসেন (২৫) নামে এক কলেজছাত্রকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। গত শনিবার রাত ১০টার দিকে শহরের শংকরপুর আকবরের মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত নূর হোসেন ওই এলাকার নজরুল মোল্লার ছেলে ও আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজের ছাত্র। স্থানীয়রা জানান, এলাকায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে এ ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছে। নিহতের স্বজনেরা জানান, শুক্রবার শংকরপুরে ফুটবল টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। স্থানীয়রা এ ঘটনার মীমাংসার চেষ্টা করে কিন্তু রেশ থেকে যায়। পরে গত শনিবার রাতে শংকরপুর চোপদারপাড়া এলাকার পচা, কানা রনি, রিয়াদ, মনিরসহ আরও কয়েকজন যুবক এসে নূরুকে ছুরিকাঘাত করে একটি ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। এ সময় আশপাশের লোকজন এসে নূরুকে উদ্ধার করে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসাপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকদের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনায় নিয়ে যাওয়ার পথে নূরের মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় জড়িতদের আটকে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।

সম্পাদকীয়

উন্নয়নের জন্য গাছ কাটা নিয়মে পরিণত হতে পারে না

তীব্র তাপপ্রবাহে পুড়ছে সারা দেশ। দিন দিন তাপমাত্রার পারদ ওপরের দিকে উঠছে। গরম ও অস্বস্তিতে হাঁসফাঁস অবস্থা মানুষের। চারদিকে বৃষ্টির দেখা নেই। নদী-খাল-জলাশয় শুকিয়ে মাঠে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে; গাছপালা, উদ্ভিদ ও তৃণলতা জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এই গরমে স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনা করে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। গরমের তীব্রতা থেকে বাঁচতে দেশব্যাপী বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি উদ্যোগে চলছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। গরম থেকে বাঁচতে যখন বৃক্ষ রোপণ, ঠিক এমন সময় ভবন নির্মাণের জন্য প্রায় ৪০০ গাছ কাটার প্রস্তুতি নিয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) প্রশাসন। সারা বিশ্বে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের অংশ হিসেবে বাদ নেই আমরাও। বাংলাদেশে মনুষ্যসৃষ্ট কারণ যেমন: গাছপালা কেটে ফেলা, বন উজাড় করা, গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাওয়া, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও জলাশয় ভরাটের কারণে দিন দিন তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। কিন্তু এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের এমন সিদ্ধান্ত অবাক করার মতো। সরেজমিনে দেখা যায়, চারুকলা অনুষদের ভবন, গাণিতিক ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ক অনুষদের সম্প্রসারিত ভবন ও জীববিজ্ঞান অনুষদের সম্প্রসারিত ভবন নির্মাণের জন্য টিনের ঘেরাও দিয়েছে প্রশাসন। চারুকলা অনুষদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-বেরুনী হলের বর্ধিতাংশের জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই জায়গাগুলোতে ভবন নির্মাণের জন্য প্রায় ৪০০ গাছ কাটার বন্দোবস্ত করেছে। পাশাপাশি চারুকলা ভবনের জন্য বরাদ্দ করা জায়গা অতিথি পাখির 'ফ্লাইং জোন' হিসেবে পরিচিত। দেশের গরমের এই পরিস্থিতিতে কোনো ধরনের মহাপরিকল্পনা ছাড়া এতগুলো গাছ কাটার সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশীজনেরা। এভাবে গাছপালা কমতে থাকলে জীববৈচিত্র্যের পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাপদাহে ভবিষ্যতে আরো খারাপ পরিস্থিতি স্বীকার হওয়ার আগেই সরকারকে সচেতন হতে হবে। বৃক্ষনিধনের মত জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে গাছের প্রতি যত্ন নিন।

আবারও দেশে ভূমিকম্প, মারাত্মক ঝুঁকিতে রাজধানী

আবারও ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কাঁপলও দেশ, রাজশাহীসহ দেশের বেশ কয়েকটি জেলায় এ ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৪। ২৮ এপ্রিল রাত ৮টা ৫ মিনিটে এই ভূমিকম্প হয়। রাজশাহী ছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া ও পাবনা জেলায় ভূকম্পন অনুভূত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে মৃদু ভূমিকম্প হওয়ায় এর কম্পন অনুভূত হয়নি অনেকের। কিন্তু এই মৃদু ভূমিকম্পই বড়ো ভূমিকম্পের আভাস দেয়। ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ ২০টি শহরের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ঢাকার নাম। ভূ-স্তরে ইউরেশিয়ান প্লেটের অবস্থান বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র ৬০ কিলোমিটার দূরে। এই প্লেটের পাশেই ভারত-বার্মা প্লেট। সাম্প্রতিক সময়ে প্লেট দুটি অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠায় কয়েকদিন পর পরই হচ্ছে মৃদু ভূমিকম্প। সাম্প্রতিক ভূকম্পনগুলো মৃদু মাত্রার হলেও এগুলো বড় বিপর্যয়ের পূর্বাভাস। দেশে ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঢাকা। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই ভবন তৈরির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠে থাকে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের এক গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশে ভবন তৈরির ক্ষেত্রে জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুসরণ না করা, ভবনের নকশা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন বা অঞ্চল পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ না নেয়ার মত নানা অনিয়মের কারণে বেশীরভাগ ভবনই খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ভূমিকম্পে ঢাকা মেট্রোপলিটনের এক শতাংশ ভবনও যদি ধ্বংস হয় তাহলে ৬,০০০ ভবন বিধ্বস্ত হবে। যার ফলে অন্তত তিন লাখ মানুষ সরাসরি হতাহত হবে। মূলত ভূমিকম্পে ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনায় দেশকে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ, রংপুর থেকে শুরু করে সিলেটের এ জোনটি উচ্চঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ঢাকা, রাজশাহী থেকে শুরু করে কুমিল্লা, নোয়াখালী অঞ্চল মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ। আর দক্ষিণ-পূর্ব দিকটা নিম্নঝুঁকিপূর্ণ বলা হয়ে থাকে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যে ১৯৮৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১২টি মাঝারি মানের ভূমিকম্প বাংলাদেশে ও এর আশপাশ অঞ্চলে হয়েছে, যার অধিকাংশেরই উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতে; বিশেষ করে ত্রিপুরা, আসাম ও মিজোরাম অঞ্চলে। ১৯৮৮ সালে ৫.৮ মাত্রার ভূমিকম্প সিলেট অঞ্চল বেশ জোরেশোরে কেঁপে উঠে, যার স্থায়িত্ব ছিল ৫০ সেকেন্ডের বেশি। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এলাকাগুলোতে ৫.৩ মাত্রার ভূকম্পন সংঘটিত হয়। ২০০৩ সালে পার্বত্য অঞ্চলে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল, যার স্থায়িত্ব ছিল প্রায় ৪০ সেকেন্ডের মতো। ২০২১ সালে ২ ফেব্রুয়ারির সকাল ৬টায়, ৭ জুলাই বিকাল ৩টা ও অক্টোবর মাসের ২৪ তারিখে মোট তিনটি ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে, যার স্থায়িত্ব ছিল ৩০ থেকে ৫০ সেকেন্ডের মতো। ২০২২ সালে ৩০ অক্টোবর ৪.৩ মাত্রার একটি ৪০ সেকেন্ড স্থায়িত্বের ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালে ঢাকাসহ সারা দেশে ৫ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। ভূমিকম্প এমন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যাকে প্রতিরোধ করার কোনো উপায় মানুষের আয়ত্তে নেই। এমনকি এর পূর্বাভাস দেয়াও সম্ভব হয় না। তাই ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে রাখার পূর্বপ্রস্তুতি আসল। তাই জনগণকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সীমিত সম্পদ ও ক্ষমতার আওতার মধ্যেই এ দুর্যোগ মোকাবিলার ত্বরিত প্রস্তুতি নেয়া ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের এক গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশে ভবন তৈরির ক্ষেত্রে জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুসরণ না করা, ভবনের নকশা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন বা অঞ্চল পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে উদাসীনতা দূর করতে হবে

ভুল সংকেতে নিয়মিত ঘটছে দুর্ঘটনা। প্রায় পৌনে ১২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন চট্টগ্রামের দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথে গত এক মাসে তিনবার ভুল সংকেতের ঘটনা ঘটেছে। শুক্র ও শনিবারের ঘটনা ঘটেছে উন্নয়ন প্রকল্প চলমান এলাকায়। এক দশক ধরে ঢাকা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ রেললাইন নির্মাণের কাজ চলছে। এক যুগে প্রায় সম্পন্নের পথে কক্সবাজার রেলপথ। রেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঢাকাসংলগ্ন টঙ্গী জংশনও চলছে সনাতন সংকেত পদ্ধতিতে। ভারতীয় ঋণের প্রকল্পে অর্থছাড়ে ধীরগতি এবং অন্যান্য জটিলতায় ঠিকাদাররা সময়মতো বিল পাচ্ছেন না। এতে কাজ এগোচ্ছে না। প্রকল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত সিবিআইএস চালু করা সম্ভব নয়। বছরের পর বছর এসব প্রকল্প চলায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় কম্পিউটারভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় সংকেত ব্যবস্থা তথা কম্পিউটারবেইজড ইন্টারলিঙ্ক সিস্টেম (সিবিআইএস) নেই। সনাতন পদ্ধতির নন-ইন্টারলিঙ্ক ব্যবস্থায় মানুষ সংকেত দেন। মানুষ কাজ করলে ভুল হবেই। রেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেছেন, পুরোনো সংকেত (ম্যানুয়াল) পদ্ধতিতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেননি নতুন নিয়োগ পাওয়া জনবল। আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ঠিকাদারের সরবরাহ করা পয়েন্টসম্যান রেলের বিশেষায়িত কাজ জানেন না। এসব কারণে ভুল হচ্ছে। রেল দুর্ঘটনায় পড়ার অন্যতম কারণ সিগন্যাল অমান্য করা বা সিগন্যালিং ত্রুটি। কোনো কারণে যদি সিগন্যালে ত্রুটি দেখা দেয় কিংবা চালক অমান্য করেন তাহলে অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে। রেলপথের ওপরে ক্রসিং থাকা ঝুঁকিপূর্ণ হলেও যোগাযোগের প্রয়োজনেই অনেক সময় তা করতে হয়। তবে কোনো স্থানে নতুন রেলপথ নির্মাণ করলে প্রয়োজনে লেভেল ক্রসিং নির্মাণ করে সেখানে গেটকিপার নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু দেশে এখনো ২ হাজার ৩১টি ঝুঁকিপূর্ণ রেলক্রসিং রয়েছে। সেসব স্থানে কোনো গেটকিপার নেই। নিরাপদ ট্রেন পরিচালনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেলপথে পাথরের অপর্যাপ্ততা। পর্যাপ্ত পাথর থাকলে গতিবেগ বাড়লেও ট্রেনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি কম থাকে। দুর্ঘটনা রোধে রেল কর্তৃপক্ষ রেলের গতি কমানো ও উদ্ধার কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রেনকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এ ধরনের চিন্তা থেকে রেলকে বেরিয়ে আসতে হবে।' রেলওয়ে পুলিশ বা আনসার বাহিনীকে প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা, রেলওয়ে হাসপাতাল এবং ডাক্তারদের এ ধরনের দুর্ঘটনা মোকাবিলায় সক্রিয় করা উচিত। মেরামতের পেছনে কম টাকা খরচ হয় বলে রেল সব সময় বাহির থেকে লোকোমোটিভ ও কোচ কেনায় আগ্রহী। তাই নতুন রেললাইনের পাশাপাশি পুরোনো রেললাইনগুলো মেরামত করতে হবে। যেহেতু দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে রেলের করুন দশা কাটছে না, সেহেতু এ সংস্থার সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষকে গুরুত্ব বাড়াতে হবে।

পার্বত্য অঞ্চলে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা

এ কে এম কায়েস

যেখানেই সীমান্ত তোমার, সেখানেই বসন্ত আমার- কুমার বিশ্বজিতের জনপ্রিয় এই গানে সীমান্ত নিয়ে যতটা রোমান্টিকতা রয়েছে, সীমান্তের বাস্তবতা ততটাই কণ্টকাকীর্ণ। বাংলাদেশের ৪,৪২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তের কোথাও নদীনালা, কোথাও বা জলাভূমি অথবা বিস্তীর্ণ চর, কৃষিজমি, বসতভিটা, ঘন জঙ্গল, কোথাও বা দুর্গম পার্বত্যাঞ্চল। বৈচিত্র্যময় এই সীমান্তরেখা ঘিরে যেমন সম্ভাবনা আছে অবারিত, তেমনি আবার নানা সংকট আবর্তিত হয় সীমান্ত ঘিরেই। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমান ও ভাগ্য উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে বদলে যেতে শুরু করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা। ২০১৫ সালে দীর্ঘ সাত দশকের টানাপোড়েনের ইতি ঘটিয়ে ছিটমহল বিনিময় করে বাংলাদেশ ও ভারত। কয়েক বছরের নিরন্তর কূটনৈতিক তৎপরতার সাফল্য ছিল ১৬২টি ছিটমহল বিনিময়। ফলশ্রুতিতে, বেহাত ভূখ-ের নিয়ন্ত্রণসহ সীমান্তের কয়েক দশকের দুঃখ ঘোচে। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর সীমান্ত পিলার থেকে মুছে ফেলা হয় পাকিস্তানের নাম। ২০১৫ সাল পর্যন্তও দেশের ৬৫টি মেইন পিলার, ৪৫৫টি সাব পিলার ও ৫ হাজারের বেশি টি-পিলারের একপাশে ভারত ও অন্যপাশে পাকিস্তান লেখা ছিল। ২০১৯ সাল নাগাদ তা সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের নামাঙ্কিত হয়। বর্তমান সরকারের দৃঢ় নেতৃত্বে যখন গতিশীল হয় জাতীয় অর্থনীতির চাকা, যখন সমৃদ্ধির পথে গতিশীল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ, তখন সীমান্ত নিয়ে আরও এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন প্রধানমন্ত্রী। দুর্গম পার্বত্য এলাকার প্রত্যন্ত সীমান্তে বইতে শুরু করে জাতীয় সমৃদ্ধির সুবাতাস। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকশ' কিলোমিটার সীমান্ত ছিল অরক্ষিত, যা আমাদের সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি এবং বান্দরবানকে যুক্ত করে চলমান এই সীমান্ত সড়ক অনেক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিচ্ছে। উঁচু পাহাড়, গভীর খাত, আঞ্চলিক সশস্ত্র সংগঠনের অপতৎপরতা, পরিবহন এবং যোগাযোগ চ্যালেঞ্জ ইত্যাদিকে পিছনে ফেলে সীমান্ত সড়ক এখন দেখছে আলোর মুখ। সীমান্ত সড়ক কী এবং কেন

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গমতাকে সহজে বোঝানো সম্ভব নয়। এখানে দূরত্ব কিলোমিটারে মাপা হয় না, মাপা হয় সময় দিয়ে। বলা হয়ে থাকে, অমুক জায়গা থেকে অমুক জায়গায় যেতে ২ দিন হাঁটতে হবে। হয়তো ৩ কিলোমিটার খাড়া পাহাড়ি পথ পাড়ি দিতে লেগে যায় আধাবেলা। পিচ্ছিল ঝিরি বেয়ে এক কিলোমিটার পাড়ি দিতে লেগে যাবে কয়েক ঘণ্টা। কখনও হাঁটা পথ, কখনও স্রোতের প্রতিকূলে পাহাড়ে উঠতে ইঞ্জিননৌকা। আর তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সীমান্ত সুরক্ষার লক্ষ্যে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু হয় সীমান্ত সড়ক নির্মাণের কাজ। শুরু হয় এই অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের মহাযজ্ঞ। এই সীমান্ত সড়ক প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য কেবল একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এটি স্থানীয় অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পর্যটন ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। স্থানীয় পাহাড়ি এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা সামাজিক সামঞ্জস্য এবং একতার বন্ধন আরও দৃঢ় করবে। কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ সহজ হবে, যা কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির উন্নতি ঘটাবে। সীমান্ত সড়ক প্রকল্পের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলে এক বৃহৎ পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অনেক নতুন শিল্প এবং কারখানা গড়ে উঠতে পারে, যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক গতিপথ পরিবর্তন করবে। বিশেষ করে, কৃষি সম্ভাবনার কারণে এখানে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তা স্থানীয় উৎপাদন এবং রপ্তানির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে। সীমান্ত সড়কের এই প্রকল্প অঞ্চলটির জন্য নতুন এক যুগের সূচনা করবে নিঃসন্দেহে। এই সড়ক হয়ে উঠবে পার্বত্য এলাকার জীবনরেখা, যা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য করবে এক নতুন দিগন্তের রচনা। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে এ সড়ক। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থলপথে যোগাযোগ বাড়বে। রামগড় বন্দর চালু হলে তাতে অবদান রাখবে সীমান্ত সড়ক। ফলে, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পর্যটন শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে। পিছিয়ে পড়া এ অঞ্চলটি সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। একটা সময় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর যাতায়াত ছিল কষ্টের। বিশেষ করে উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজনে সদরে যেতে গেলে গলদঘর্ম অবস্থা হতো। যতটুকু সীমান্ত সড়ক হয়েছে, তাতেই সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে স্থানীয়রা। হাসপাতালে যেতে পারছে সহজেই। পুরো সড়ক শেষ হলে নিশ্চিত হবে পাহাড়ি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবাও। লোকালয়ে এসে অপরাধ করে গহীন অরণ্যে অনায়াসেই সটকে পড়ছে দুষ্কৃতকারীরা। যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বল দশার কারণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকেও বেগ পেতে হয়। সেই পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাবে এই সড়ক। সীমান্তরক্ষীরা দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় সীমান্ত সড়ক ধরে কম সময়ের মধ্যেই অনেকটা জায়গাজুড়ে টহল দিতে পারবে। একই সঙ্গে পুরো সীমানা থাকবে নখদর্পণে। অন্যান্য দেশের সীমান্ত সড়কের দিকে তাকালেই এই সড়কের গুরুত্ব খুব সহজেই বোধগম্য হবে। সীমান্তরেখার সমান্তরালে সেই রাস্তা ধরে সহজে এবং দ্রুততার সঙ্গে সীমান্ত পাহারা দেয় পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বাংলাদেশের সীমান্ত সড়কের কাজ শেষ হলে বিজিবি হবে আরও গতিশীল ও দায়িত্বপূর্ণ। বর্তমানে সীমান্তরেখা বরাবরে চলমান মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধকেন্দ্রিক উদ্বিগ্নতা বা বান্দরবানের সশস্ত্র সংগঠন কেএনএফ এবং অন্যান্য সশস্ত্রগোষ্ঠী এই অঞ্চলের দুর্গমতার সুযোগ নিয়ে অপরাধমূলক কাজ করে সীমান্ত অতিক্রম করে পালিয়ে যায়। তা অবসান করার ক্ষেত্রে সীমান্ত সড়ক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে প্রতীয়মান। ১০৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত সড়ক সীমান্ত সড়ক প্রকল্পের মাধ্যমে খাগড়াছড়ি থেকে শুরু হয়ে বান্দরবানের সীমান্তবর্তী এলাকা পর্যন্ত মোট ১,০৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ৩ পার্বত্য জেলার ১২টি উপজেলা এক অভিন্ন যোগাযোগ সূত্রে গাঁথা হবে। যা স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নতিতে বিশেষভাবে অবদান রাখবে। প্রথম পর্যায়ে, প্রাথমিকভাবে ৩১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কের কাজ হাতে নেওয়া হয়। যার মধ্যে ৯৭ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংযোগ সড়কগুলো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে অবদান রাখছে। ভারত এবং মিয়ানমার সীমান্তে নির্মিত সড়কের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১২৪ ও ৯৬ কিলোমিটার। প্রথম পর্যায়ের ৮৫% কাজ অর্থাৎ প্রায় ২৭০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পের আরও ৩৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কের নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। যার মধ্যে ১০৪ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক রয়েছে। এ পর্যায়ে ভারত সীমান্তে আরও ২০১ কিলোমিটার এবং মিয়ানমার সীমান্তে ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কের নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রায় ৩০৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক নির্মাণের সম্ভাবনা রয়েছে। যার মধ্যে মিয়ানমার সীমান্তে ৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়টি আরও সম্প্রসারণ এবং সীমান্ত অঞ্চলের উন্নতি সাধনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের প্রাক্কলিত বাজেট ৩,৮৬০.৮২ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে। সীমান্ত সড়কের গুরুত্ব যোগাযোগের উন্নতি- সীমান্ত সড়ক পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এবং প্রত্যন্ত এলাকায় যোগাযোগের সুবিধা ব্যাপকভাবে উন্নত করবে। এর ফলে এলাকাগুলো আর বিচ্ছিন্ন থাকবে না। বরং জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উঠবে। যোগাযোগের এই উন্নতি স্থানীয় জনগণের জীবনমান এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন- সীমান্ত সড়কের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষি ও কুটির শিল্প উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। সীমান্ত এলাকায় উৎপাদিত পণ্যগুলো বৃহত্তর বাজারে সহজে পৌঁছাতে পারবে সহজেই। যা উৎপাদনের পরিমাণ এবং মান উন্নয়নকে উৎসাহিত করবে। এর ফলে, স্থানীয় অর্থনীতি গতিশীল হবে এবং জাতীয় উন্নয়নের অংশ হয়ে উঠবে। শিক্ষার উন্নয়ন– দুর্গম এলাকাগুলোতে উন্নত যোগাযোগের সুবিধার শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। সীমান্ত সড়কের মাধ্যমে দুর্গম এলাকায় উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হবে এবং ভালো দক্ষ শিক্ষকরা সহজে সেখানে পৌঁছাতে পারবেন। এর ফলে শিক্ষার মান এবং প্রসার ঘটবে, যা দীর্ঘ মেয়াদে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। স্বাস্থ্য খাতে উন্নতি- সীমান্ত সড়কের মাধ্যমে দুর্গম এলাকায় উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো সম্ভব হবে। এটি জরুরি চিকিৎসার জন্য রোগীদের দ্রুত আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব করে তুলবে। যা জীবন রক্ষায় অপরিসীম ভূমিকা রাখবে। কৃষি উন্নয়ন– পাহাড়ের মাটি সমতলের চেয়ে ব্যতিক্রমী। উর্বরতার কারণে পাহাড়ে নানা ধরনের ফল, শাকসবজিসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয়। ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এসব পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হতো স্থানীয়রা, সীমান্ত সড়ক হলে কৃষিপণ্য দেশের মূল ভূখণ্ডে পরিবহনের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসার– সীমান্ত সড়কের মাধ্যমে স্থানীয় পণ্যগুলো বড় বাজারে সহজে পৌঁছানো সম্ভব হবে। যা ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটাবে। এছাড়াও নতুন বাজার তৈরির সম্ভাবনা বাড়বে। যার ফলে, স্থানীয় উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হবে। পর্যটন উন্নয়ন– সীমান্ত সড়ক দুর্গম এবং অনাবিস্কৃত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক হেরিটেজ এলাকাগুলোতে পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে। এর ফলে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে। যা স্থানীয় জনগণের আয়ের উৎস সৃষ্টি করবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা– সীমান্ত সড়কের কাজ সমাপ্ত হলে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বর্ডার অবজারভেশন পোস্টগুলো সীমান্ত সড়কের আশপাশে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। সক্রিয় উপস্থিতির কারণে সীমান্তরেখার সমান্তরালে সীমান্ত সড়ক টপকে এপারের সন্ত্রাসীরা ওপারে আশ্রয় নিতে পারবে না।

দুর্গম পথ সুগম হওয়ার ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর গা ঢাকা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। যে কোনো স্থানে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান চালানো সহজ হবে। ফলে, আরও নিরাপদ হয়ে উঠবে পার্বত্য অঞ্চল। যা সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। সীমান্ত অপরাধ দমন–দুর্গমতার সুযোগে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসীরা সীমান্তের উভয় পাশে অবাধ যাতায়াত, অপহরণ, পলায়ন, ঘাঁটি নির্মাণ, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালানের মতো নানা ধরনের সীমান্ত অপরাধ করার সুযোগ পায়। সীমান্ত সড়ক নির্মিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত প্রহরা, নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। ফলে, আন্তঃসীমান্ত অপরাধ ও চোরাচালান কমবে। সীমান্ত সড়কের ইতিবাচক দিকগুলো তাই সকলকে অবহিত করতে হবে। দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি এবং নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়কে সীমান্ত সড়কের ইতিবাচক দিকসমূহ তুলে ধরতে পারলে তাদের মধ্যে সড়ক নিয়ে যে সংশয় রয়েছে, তা অনেকাংশে দূর হবে। একই সঙ্গে সীমান্ত সড়কের দুই পাশের পাহাড়ের নৈসর্গিকতাকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যুগ যুগ ধরে পাহাড়ে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বর্ণিল জীবনধারা, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি পার্বত্য অঞ্চলের রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি-এই তিন জেলাকে বিশেষভাবে করেছে বৈশিষ্ট্যম-িত। এ অঞ্চলকে নিয়ে বারবার বিভি-ন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন সময় শান্তির পরিবর্তে সংঘাত উসকে দিয়েছিল। সীমান্ত সড়কের ইতিবাচক দিকগুলো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সম্প্রদায় অবহিত হলে তাদের সংশয় দূরীভূত হবে। একই সঙ্গে সীমান্ত সড়কের দুই পাশে পাহাড়ের নৈসর্গিকতাকে রক্ষা করার দিকেও সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। সামগ্রিকভাবে সীমান্ত সড়ক প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। যা স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রসার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার মতো বিভিন্ন দিকে অবদান রাখবে।

লেখক : কর্নেল, এসজিপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

যে কারণে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের প্রয়োজন

ড. চঞ্চল কুমার বোস

রবীন্দ্রনাথ এক বিরল বৈশ্বিক কবিপ্রতিভা। আমাদের জাতীয় সংগীত বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্মৃতিতে জেগে ওঠেন। এই যে এত বড় রবীন্দ্রনাথড়্যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পৃথিবীর বুকে পরিচিত করে তুললেন, তাকে আমরা আজকের দিনে কতটুকু অনুভব করি বা তার সাহিত্য, গান ও অন্যান্য সৃষ্টিকর্ম কতটা আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে এই রকম ভাবনা উচ্চারিত হয়ে থাকে। আমরা দেখেছি বহুজন বহুভাবে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করেন কিন্তু তাকে মেনে নিতে অনেকেরই অনীহা ও অসুবিধা। রবীন্দ্রনাথ এমন এক প্রতিভা যাকে অনায়াসে অঢেলভাবে ব্যবহার করা যায় আবার মন চাইলে তাকে কারণে-অকারণে ক্ষতবিক্ষতও করা যায়। কিন্তু সত্যটা হলো বাঙালি আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বিকল্প কাউকে পায়নি। ইউটিউব ও রিল প্রজন্মের যুগে কেন আমরা রবীন্দ্রনাথকে মনে করবো কিংবা তার লেখা কবিতা, গান বা অন্য রচনার কাছে যাবো এমন চিন্তা মাথায় আসতেই পারে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাংলাভাষী অঞ্চলে বিপ্রতীপ ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথকে অনেকে অপাপবিদ্ধ মনুষ্যজ্ঞানে মাথায় তুলে রাখেন যার অন্য নাম অন্ধ পৌত্তলিকতা আবার অন্য এক দল আছেন যারা তাকে ছেঁটে ফেলবার জন্যে খড়ুগহস্ত। বেশ আগে এই অঞ্চলের কোনো এক বুদ্ধিজীবী বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য না। যারা এসব কথা বলেছেন তারা আজ বিস্মৃতপ্রায় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখনো একইভাবে জাগ্রত এবং দেদীপ্যমান। নানা আক্রমণকে মোকাবিলা করেই রবীন্দ্রনাথ এখন পর্যন্ত টিকে আছেন। না, দৈহিক শক্তি দিয়ে নয়, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে আছেন তার লেখার গুণেই। পাকিস্তানি জমানায় রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানি ঐতিহ্যের পরিপন্থী বলে বর্জনের চেষ্টা করা হয়। মৌলবাদী গোষ্ঠী যেমন রবীন্দ্রনাথকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করেছে, পাশাপাশি বাম ও অতিবামরাও রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলে উপহাস করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা তাদের বিপ্লবী জোশের খোরাক হতে পারেনি। ষাটের দশকে 'ছায়ানট'-এর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে পাকিস্তানি শাসকদের রবীন্দ্রবিরোধী চক্রান্ত প্রতিহত করার মানসে। বাঙালি সেইদিন রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রয়োজন মনে করেছিল নিজেদের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত সংগ্রামে। বাংলার যে চিরন্তন শাশ্বত রূপ, রবীন্দ্রনাথের লেখায় আমরা তার অনবদ্য প্রতিফলন দেখি। বাঙালির জাতীয় সংকটে রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দের কবিতা-গান অবিরল প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। তাই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাশে পেয়েছি, তার লেখা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি গেয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধারা অদম্য সাহসে যুদ্ধে নেমেছে। আজকালকার দিনে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তরুণ প্রজন্মের ভাবনাটি কী, কতটুকু তারা রবীন্দ্রচর্চা করে অথবা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা অনিবার্য কিনা ইত্যাকার প্রশ্ন মাঝে মাঝে শোনা যায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ কখনোই জনপ্রিয় কবি বা লেখক ছিলেন না। জনপ্রিয়তা জিনিসটি যে বুদবুদের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যায় তাও আমাদের অজানা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ফুরিয়ে যাওয়ার মতো কোনো বস্তু নন। নানা আক্রমণকে মোকাবিলা করেই রবীন্দ্রনাথ এখন পর্যন্ত টিকে আছেন। না, দৈহিক শক্তি দিয়ে নয়, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে আছেন তার লেখার গুণেই। পাকিস্তানি জমানায় রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানি ঐতিহ্যের পরিপন্থী বলে বর্জনের চেষ্টা করা হয়... আমরা কেন রবীন্দ্রনাথ পড়ি? পড়ি এজন্য যে, তার লেখা পড়ে আমাদের একধরনের শান্তি লাগে, আমাদের বোধে এমন এক আলোর ইশারা তৈরি হয় যা পৃথিবীর খুব কম সংখ্যক কবি ও লেখকের রচনায় পাওয়া যায়। কোনো তত্ত্ব বা দর্শনের মোহে নয়, রবীন্দ্রনাথের লেখায় আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে দেখতে পাই। আমাদের জীবনের এমন কোনো সুখ-দুঃখ, অনুভূতি-আবেগ বা চিন্তা নেই যা রবীন্দ্রনাথের লেখায় ফুটে ওঠেনি। মানুষ-প্রকৃতি-সভ্যতার সার্বভৌম রূপ রবীন্দ্রনাথের রচনায় এত রঙে, এত বৈচিত্র্যে, এত আন্তরিকতায় ছড়িয়ে আছে যে, মনে হয় তিনি এক অনিঃশেষ ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। গোটা বিশ ও একুশ শতকীয় সমাজ ভাবনার ক্ষেত্রে এখনো রবীন্দ্রনাথের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেড়্'এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি/ রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।' বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার কতগুলো দিক ও ক্ষেত্র রয়েছে। স্কুল-কলেজের মতো সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পাঠ্য এবং একাধিক সেমিস্টারেও রবীন্দ্রনাথের নানা রচনা পাঠ্যভুক্ত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে বাংলা সাহিত্যের কোর্স রয়েছে সেই জায়গায়ও রবীন্দ্র রচনার অংশবিশেষ পাঠ্যভুক্ত। কিন্তু বিদ্যায়তনিক পরিসরে রবীন্দ্রনাথ পড়া আর রবীন্দ্রচর্চা ব্যাপারটি এক নয়। আমাদের অঞ্চলে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জন্ম তারা পশ্চিমা বা ইউরোপীয়দের মতো নয়। ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে কল্পনা ও সৃষ্টিশীলতার যে অবাধ বিস্তার রয়েছে, আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি সেই ধাঁচে গড়ে ওঠেনি। ইউরোপের যাবতীয় অগ্রগতির মূলে সেইখানকার শক্তিমান মধ্যবিত্তের জোরালো ভূমিকা স্পষ্ট। কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি ভোগাকাঙ্ক্ষার দিকে বুর্জোয়াদের মতো হলেও মনস্তত্ত্বগতভাবে তারা সামন্তঘেঁষা। তাদের মনের গভীরে পৌরাণিক চিন্তার রেশ রয়ে গেছে বলে এই মধ্য ও উচ্চবিত্তরা সৃজনশীল সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো বা অগ্রসর সমাজ প্যাটার্ন নির্মাণে ব্যর্থ হয়েছে। এরা প্রচুর অর্থ দিয়ে গাড়ি-বাড়ি-মোবাইল-টেলিভিশন কেনে কিন্তু বই কেনে না, পড়ে না বা কোনো শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতাও করে না।বহুবছর আগে প্রখ্যাত অধ্যাপক কবি শঙ্খ ঘোষ ঢাকায় এক বক্তৃতায় এই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন যে, বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে রবীন্দ্রনাথ এখনো অলংকার হয়ে আছেন। অনেকে স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে রবীন্দ্রচর্চা করেন বলেও শুনেছি। শ্রদ্ধাভাজন শঙ্খ ঘোষের মন্তব্যটির মধ্যে সত্যতা থাকলেও এটা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ সর্বস্তরের মানুষের কাছে পাঠ্য হয়ে উঠবেন এমনটি মনে করার কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালির অমূল্য সম্পদ। পাকিস্তানি আমলে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া ও গানের চর্চা চালিয়ে যাওয়াটাও বিরাট চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল। বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম উপাদান রবীন্দ্রনাথ এবং তার গান। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত মানুষের কাছে পাঠ্য ও চর্চার বিষয়। রবীন্দ্রনাথকে জানতে গেলে বুঝতে গেলে খানিকটা শিক্ষিত মননের দরকার পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির রুচিকে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছেন আমরা অনেকেই তার ধারে কাছে নেই। এতকিছুর পরেও রবীন্দ্রনাথকে আমাদের দরকার হয়। জীবনের যেকোনো অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেই আমরা রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি দিই। এমন কোনো আয়োজন বা অভিব্যক্তি নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা বা কবিতার থেকে অনিবার্য কোনো চরণ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় না। গণমাধ্যম-প্রকাশনা সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে উদ্ধৃত হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। তিরিশের কবিরা অনেকে কবিতা লিখে যতটা পরিচিতি পাননি, তারচেয়ে বেশি নাম কুড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশেও সেই প্রবণতা চলমান। রবীন্দ্রনাথকে নিরঙ্কুশ মনে করে মাথায় তুলে রাখার কিছু নেই, কিন্তু ভিত্তিহীন অমূলক প্রসঙ্গে তার নাম জড়িয়ে যখন বিদ্বেষ ছড়ানো হয় তখন বুঝতে হবে এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। সরকারিভাবে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এর বাইরে রবীন্দ্রস্মরণ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। আগে স্কুল-কলেজে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জন্মবার্ষিকী বেশ উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হতো। আমাদের কৈশোর-তারুণ্যেও এটি পালন করেছি কিন্তু এখন এই ধরনের আয়োজন প্রায় নেই বললেই চলে। সত্যজিৎ রায়ের পর আর কেউ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বা গানকে চলচ্চিত্রে তেমনভাবে ব্যবহার করেননি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একধরনের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যে তৈরি করা হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ফলে এই ভূখণ্ডে এক বিশেষ গোষ্ঠীর কাছে রবীন্দ্রনাথ অপাঙ্?ক্তেয়। রবীন্দ্রচর্চায় আমাদের নানামুখী সীমাবদ্ধতার মধ্যে এটিও একটি কারণ। উচ্চশিক্ষিত লোকজনের মধ্যেও রবীন্দ্রবিরাগ হরহামেশাই দেখা যায়।

কিন্তু এতকিছুর পরেও রবীন্দ্রচর্চা থেমে নেই। নাটকপাড়ায় রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকের একাধিক সাড়ম্বর অভিনয় হচ্ছে। দর্শকরা সেইসব দেখছেও উৎসাহের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রাজা', 'ডাকঘর' প্রভৃতি নাটকের জমজমাট প্রদর্শনী অত্যন্ত ইতিবাচক। সবচেয়ে বড় কথা এসব আয়োজনের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রোতা তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীরা। রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালির অমূল্য সম্পদ। পাকিস্তানি আমলে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া ও গানের চর্চা চালিয়ে যাওয়াটাও বিরাট চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল। বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম উপাদান রবীন্দ্রনাথ এবং তার গান। প্রযুক্তিতাড়িত বর্তমান সময়ে মানুষ চটুল বিনোদনের দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়ে। আমাদের সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে যতদিন সুকুমারবৃত্তি থাকবে, সৌন্দর্যের জন্যে আগ্রহ থাকবে, শান্তি ও কোমলতার প্রতি টান থাকবে ততদিন রবীন্দ্রনাথ আমাদের পাশে থাকবেন। তাছাড়া বাঙালির নিজস্ব পরিচয় টিকিয়ে রাখতে গেলে রবীন্দ্রনাথ প্রদীপ্ত সূর্যের মতোই আমাদের আলো দেবেন।

ড. চঞ্চল কুমার বোস ।। অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

যদি শুধু বিনোদন সংস্কৃতি হয় তাহলে বাকি সব কী?

রহমান মৃধা

জাতীয় সংগীত পরিবেশন, প্রদীপ প্রজ্বালন এবং বেলুন ওড়ানোর মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় উৎসবের। 'দূর করো ভয়, মনে শক্তি রেখে নিজেকে করো জয়'– আমাদের সমাজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, বই কুইজসহ নানা বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয় পরে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উৎসব। সমাজে লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিকচর্চার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলা হয়। এটাও বলা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যে কোনো সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তারা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপন, তাদের প্রতিভা এবং সৃজনশীলতা প্রদর্শন এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রচার করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য একটি সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এসব আমাদের পরিচয়, আচরণ এবং আনুগত্যের অনুভূতি গঠন করে এবং সহানুভূতিশীল, গুণমান, খাঁটি ও টেকসই জীবনযাপনের সুযোগ প্রদান করে। অনেকে বলে যেমন এখন পড়ার সংস্কৃতি হারিয়ে গেছে। টিভির চাকচিক্যের সংস্কৃতি আর স্মার্টফোনের ব্যবহার, ফেসবুকে মাদকতা এখন আমাদের তরুণ সমাজকে গ্রাস করেছে। ভাবনার বদলে, প্রশ্ন করার বদলে তরুণরা এখন অনুকরণে আকৃষ্ট হচ্ছে। এ সুযোগে গণমুখী রাজনীতির অভাবটিও পূরণ করছে উগ্রবাদী রাজনীতি। এ অবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রে অনৈতিক উপার্জনের বিরুদ্ধে নৈতিকতা চর্চা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক চর্চা জোরদার করতে হবে। শুধু অস্ত্র দিয়ে উগ্রবাদী তৎপরতা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। মানবিকতা তৈরির মাধ্যমেই উগ্রবাদী তৎপরতাকে মোকাবিলা করতে হবে। উগ্রবাদিতা প্রথম আসে মন থেকে, কাজেই মনকে প্রথম পরিশুদ্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, পরিবেশ থেকে আসে এই চিন্তা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যখন সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা হবে তখন চারিদিকের পরিবেশও ভালো হবে ইত্যাদি। কারো ধারণা আমাদের পুরো দেশটাই হলো গ্রামীণ সংস্কৃতির দেশ। এদেশ লোক সাহিত্যের দেশ, এখানে রয়েছে ভাটিয়ালির ভাটির স্রোতের গান, শাশ্বত বাংলার ফসল তোলার গান, নানা রকম লোকজ উৎসব। নগরজীবনেও আমাদের সুস্থ সংস্কৃতির বাস্তব প্রতিভাস একেবারে অনুপস্থিত নয়। কাজের তাগিদে বাংলাদেশের পল্লীর সাধারণ অনেক মানুষই শহরের গ-িবদ্ধ জীবনে বাস করতে বাধ্য। মুচি, মেথর, ডোম, কুলিকামিন, শ্রমিক, মজুর, রিকশাওয়ালা, অশিক্ষিত অমার্জিত দোকানদার, হকার ইত্যাদি শ্রেণীর লোক কিন্তু গ্রামের আবেষ্টনী থেকে বিচ্যুত হলেও তাদের মন-মেজাজে চিন্তা-চেতনায় গ্রামীণ প্রতিবেশের ওপর নির্ভরশীল। তাদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য অনুযায়ী তারা নগর জীবনের পাশাপাশি গ্রামীণ সাংস্কৃতিক জীবনের বিবিধ ভাব প্রদর্শন করতে সর্বদাই উন্মুখ। এদিক থেকে গ্রাম-বাংলার আবহমান সাংস্কৃতিক জীবনের নানা প্রতিচ্ছবির আনাগোনা আধুনিকতম শহুরে জীবনেও অনেকখানি উপস্থিত বলে প্রতীয়মান হয়। কারো মতে একটি দেশের অন্যতম চালিকাশক্তি হলো সে দেশের আগামী প্রজন্ম। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের আগামী প্রজন্মকে সুস্থ সাংস্কৃতিক মূলধারায় আনা প্রয়োজন। যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকা- ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার মতো সহশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। নিয়মিতভাবে বাঙালি জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক চর্চা থাকতে হবে। একজন সংস্কৃতিবান মানুষ কখনো জঙ্গি তৎপরতা কিংবা মানুষ হত্যা ও সন্ত্রাসী কাজে অংশ নিতে পারে না। বরং সে সমাজের আলোকিত মানুষ হিসেবে এগিয়ে আসে সমাজের সাধারণ মানুষের জন্য। একটা জাতির মানবিক গঠনের পেছনে তাই আবহমান সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। এ অস্থির সময়ে আমাদের আগামী প্রজন্মকে তাই সুস্থ সাংস্কৃতিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত করতে হবে। তাদের গড়ে তুলতে হবে আলোকিত মানুষ হিসেবে। সুস্থ সংস্কৃতি জাতির রুচি তৈরি করে। সবচেয়ে সুন্দর কাজ, নিজের কাজটুকু দায়িত্বের সঙ্গে করা। আলোকিত বাংলাদেশ গড়তে হলে সে অভ্যাসই করতে হবে সবাইকে।এতক্ষণে যা বর্ণনায় ফুটে উঠেছে তার সবকিছুই কিন্তু বিশেষ অভিজ্ঞতা, অনুষ্ঠান, অতিরিক্ত উত্তেজনা, এগুলোকে সংস্কৃতির অংশ হিসেবে মনে করা হয় আমাদের সমাজে। দুর্নীতি, চুরি, নারী নির্যাতন এগুলোকে খারাপ কাজের মধ্যে ফেলা হয়। আবার রমজানের একমাস রোজা রাখার পর ঈদ উদযাপন করাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলা হয়। দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন কী অবস্থা ছিল বাঙালি জাতির? ভারতবর্ষে মোগল সম্রাজ্যের সময় ছিল জাতির মধ্যে নবাবি ভাব। ব্রিটিশ শাসনে জাতির মধ্যে ঢোকে স্যুট-কোটের বাহার। ভারত এবং হিন্দু প্রভাবে জাতির মধ্যে আসে কিছুটা সাংস্কৃতিক মনোভাব। এখন মিডলইস্টে বহু লোকের বসবাস বিধায় বর্তমান চলছে ধর্মীয় প্রভাব। এগুলোও একধরনের সংস্কৃতি। প্রাথমিক গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে, সংস্কৃতি বলতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সবাই কাজকর্মেরই বোঝায়, ব্যাখ্যা এবং বুঝার সুবিধার্থে বলা যেতে পারে মানবদেহ নির্মিত মূল্য, রীতির ও ঐতিহ্যের এক ব্যাপ্তি। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে, অভিজ্ঞতা, বিদ্যমান অস্তিত্ব এবং জীবনের শর্তগুলো পরিসংখ্যানে বিবেচিত সংস্কৃতির অংশ। সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে আমাদের সমাজে। এটি আমাদের পরিচয়ের মৌলিক অংশ। সংস্কৃতি আসলে সবকিছুই, যা আমরা দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, চেষ্টা করি বা স্মরণ করি। সংস্কৃতি সর্বত্র, সংগীত থেকে দৃশ্য বিশ্ব পর্যন্ত। এমন একটি ব্যাপক সাংস্কৃতিক ধারণা সব প্রকার দক্ষতা, ঐতিহ্য এবং মানব সমাজগত নির্মাণের ওপর ভিত্তি করে। সংস্কৃতির অংশ হিসেবে ভাষা, ক্ষমতা পরিচালনা, আজীবনিকতা, শিল্প, খেলাধুলা অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে ধর্ম এবং অন্যান্য বিশ্বাস সিস্টেমগুলোও অন্তর্ভুক্ত। তারপরও আমরা আমাদের সমাজে শুধু নাচ, গানবাজনা, কবিতাপাঠ, থিয়েটার, সিনেমা এসবকেই সংস্কৃতি বলি।... এর কারণও বেশ পরিষ্কার। কারণ এসবের মধ্য দিয়ে আমাদের কর্মের ফলাফলের প্রতিচ্ছবি দেখতে পারি, যা সীমিত সময়ের জন্য হলেও বিনোদন বা বিরহ প্রদান করে থাকে। আবার এমনও হতে পারে কৃষ্টি বা কালচার যা আজীবন বারবার করতে করতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং এর কোনো শেষ নেই, পৃথিবী যতদিন থাকবে কৃষ্টিও সামনের দিকে গুড টু বেটার হতে থাকবে। ওভার অল এবং ব্রডার পার্সপেক্টিভে কালচার বলতে সব কিছুকেই বোঝানো হয় তবে বিনোদন বা সীমিত সময়ে কৃষ্টির রিপিটেশন সাহিত্যিক চর্চার মধ্যে যখন প্রকাশিত হয় তখন তাকে বিশ্ব সমাজে সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে যদিও এ ব্যাপারে তেমন কোনো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে বলে আমার নজরে পড়েনি এখনো। তবে যদি থেকে থাকে তাহলে বিষয়টি সর্বজনীন স্বীকৃত হবে বলে আমি মনে করি। অন্যদিকে বাংলাদেশের মত দেশে যেখানে ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সঙ্গীত ও অন্যান্য সংস্কৃতিকে সাধারণ 'নর্ম' বলে সমর্থন করা হয় না। তাই এগুলোই সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করা হয়, বাকি সব কিছুকে ধর্মীয় এবং দৈনন্দিন কাজের মাঝে ফেলা হয়েছে; যা জাতির মনমানসিকতার দুর্বলতা আমার মতে। এত কিছুর পরেও আমার ভাবনায় থেকে গেল সব কিছু কালচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কেন সংস্কৃতিকে আলাদা করে দেখা হচ্ছে গোটা বিশ্বে? এ প্রশ্নের জবাব শুনুন 'নতুন করে পুরোনো ঘটনা'। আমাদেরকে ছোটবেলায় শিক্ষা দেয়া হতো যেমন কৃষি শিক্ষা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি, এখন কী চলছে ধারণা নেই তবে এটা বলতে পারি যে এসবে এ প্রজন্মের বেশি দৃষ্টি নেই, অঙ্কন এর বদলে এখন নতুন প্রজন্ম গ্রাফিক্স ডিজাইন শিখছে, প্রোগ্রামিং শিখছে। আগে গণিত অলিম্পিয়াড হতো, এখনও হয়, তবে এর সাথে নতুন এসেছে প্রোগ্রামিংয়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেসব মূলত বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণিতভিত্তিক। অতীতে ভাটিয়ালি গান, দেশীয় গান এসব শুনত তরুণ তরুণী, শিশু-কিশোরসহ সবাই, এখন এসব শুধু ধরে আছে তারাই যারা এসব করে অর্থ উপার্জনে জড়িত; কিন্তু প্রযুক্তির কল্যাণে মূলত এসব বিলুপ্তপ্রায় কারণ সবাই শুনে এখন হিন্দি গান, ভারতীয় বাংলা বা ইংলিশ ইত্যাদি। ইংলিশ র‌্যাপ গানের অনুসারে কিশোররা নিয়ে আসছে বাংলায় র‌্যাপ। যদিও তারা অন্য কিছু অনুসরণ করছে তবুও এটাই কিন্তু এক ধরনের সংস্কৃতি, যতই বিদঘুটে সেটা শোনাক না।

যে কারণে রুশ তেলের ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হচ্ছে না

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযান পরিচালনার জেরে পশ্চিমাদের একাধিক নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েছিল রাশিয়া। একের পর এক নিষেধাজ্ঞার কারণে সাময়িক সংকটের মুখে পড়ে দেশটির তেল ও গ্যাস শিল্প। তবে রপ্তানির জন্য ইউরোপের দিকে তাকিয়ে না থেকে তখন বিশ্বের অন্যান্য দেশে সুলভ মূল্যে তেল ও গ্যাস রপ্তানির দিকে ঝুঁকে দেশটি। রাশিয়ার এই সিদ্ধান্ত সাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। এই শিল্প থেকে আশাতীত মুনাফা অর্জন করতে শুরু করে দেশটি। এমনকি, ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই শিল্প থেকে গত তিন মাসে সবচেয়ে বেশি অর্থ উপার্জনের রেকর্ডও গড়েছে রাশিয়া, যা নিষেধাজ্ঞার কার্যকারিতা নিয়ে বড় একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন রেখে গেছে। যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই কীভাবে রাশিয়া তার তেল ও গ্যাস নতুন ক্রেতাদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে ব্যাখ্যা করেছেন যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজ-এর অর্থনীতি এবং তথ্য বিষয়ক সম্পাদক। বুধবার এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যমটি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একাধিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে রাশিয়ার জীবাশ্ম জ্বালানি রপ্তানির ওপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও এখন পর্যন্ত এই শিল্প থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে চলেছে দেশটি। এর অন্যতম কারণ হিসেবে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে। রাশিয়ার ওপর আরোপিত পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাগুলো তেল, গ্যাস ও কয়লা রপ্তানিতে দেশটিকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবসার ভূগোল পরিবর্তন করে দিয়েছে পশ্চিমারা। এ বিষয়ে তুলনামূলক সংগৃহীত পরিসংখ্যানগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন স্কাই নিউজের বিশেষজ্ঞরা। সেগুলো বিশ্লেষণ করে পাওয়া তথ্যে তারা দেখতে পেয়েছেন, চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত গত তিন মাসে তেল ও গ্যাস শিল্প থেকে গড়ে মাসিক ১.২ ট্রিলিয়ন রুবল রাজস্ব আয় করেছে রাশিয়া। এই অর্থ ২০২২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তিন মাসের গড় আয়ের চেয়ে অনেক বেশি।

বৈশ্বিক সংঘর্ষ নিয়ে পুতিনের সতর্কবার্তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পশ্চিমারা বৈশ্বিক সংঘাতের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। গতকাল বৃহস্পতিবার নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ জয়ের উপলক্ষে দেওয়া এক ভাষণে এই অভিযোগ করেন তিনি। এ সময় রুশ এই প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, রাশিয়াকে হুমকি দেওয়ার স্পর্ধা দেখাতে পারবে না কেউ। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে অগ্রগতি করেছে রুশ সেনারা। দেশটির এই অগ্রগতিকে ইঙ্গিত করে পুতিন বলেন, 'অহংকারী' পশ্চিমারা নাৎসি বাহিনীকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কীভাবে পরাজিত করেছিল সে কথা ভুলে গেছে এবং তার বিশ্বে সংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করছে। মে মাসের একটি বিরল তুষারঝড়ের মধ্যেই সারিবদ্ধ সেনাদের পর্যবেক্ষণ করছিলেন রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শোইগু। এ সময় রেড স্কয়ারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে পুতিন বলেন, 'আমরা জানি এই ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি ধরনের ফল বয়ে আনে। বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষ রোধে যা যা করা দরকার তার সবকিছু করবে রাশিয়া।' এসময় তিনি আরও বলেন, 'একইসঙ্গে আমাদের হুমকি দেওয়ার স্পর্ধা কেউ দেখাতে পারবে না। আমাদের কৌশলগত বাহিনীরা যুদ্ধ করতে সদা প্রস্তুত।'

কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, ক্ষমা চাইলেন বাইদু'র জনসংযোগ প্রধান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কর্মীদের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ করায় ও তা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হওয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চেয়েছেন চীনের সর্ববৃহৎ সার্চ ইঞ্জিন বাইদু'র জনসংযোগ বিভাগের প্রধান কিউ জিং। কর্মীদের কড়া ভাষায় হুমকি দিয়ে বানানো তার কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। এমন পরিস্থিতিতে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন তিনি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, টিকটকের চীনা ভার্সন 'ডাউইন' এ পরপর কয়েকটি ভিডিও পোস্ট করেন কিউ জিং। সেখানে তাকে বলতে শোনা যায়, আপনি যদি জনসংযোগ বিভাগে কাজ করেন, তাহলে সপ্তাহ শেষে ছুটির আশা বাদ দিন। আপনার মোবাইল ফোনটি ২৪ ঘণ্টা চালু রাখুন ও যেকোনো সময় প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত থাকুন। জিং এও জানিয়েছিলেন যে, তিনি তার কাজে এতটাই আচ্ছন্ন থাকেন যে, তার ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে তাই-ই জানেন না।

তিনি আরও বলেন, কর্মীদের ভালোমন্দ দেখাটা আমার দায়িত্ব নয়, কারণ আমি তাদের মা নয়। এ ছাড়া তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তার অব্যবস্থাপনা নিয়ে অভিযোগ জানানো কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। এমনকি, অভিযোগকারীদের কাউকে ভবিষ্যতে এই খাতে চাকরি হতে দেবেন না বলেও হুমকি দেন। কিউ জিংয়ের এসব ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর চীনের নেটদুনিয়ায় ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। পরিস্থিতিতে এতটাই জটিল হয়ে ওঠে যে, ভিডিওগুলো সরিয়ে নিতে বাধ্য হন জিং। বুধবার চীনের জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উইচ্যাটে তিনি লেখেন, পোস্টগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর আমার মন্তব্যগুলো নিয়ে যেসব সমালোচনা হয়েছে, তা খুবই প্রাসঙ্গিক। আমি গভীরভাবে ভেবে দেখলাম, সমালোচনাগুলো যৌক্তিক ও আমি সেগুলোকে ইতিবাচকভাবে নিয়েছি। ক্ষমাপ্রার্থনায় তিনি বলেন, তার ভিডিওগুলো আমার কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করে না ও সেগুলো পোস্ট করার আগে তিনি কোম্পানির সম্মতি চাননি। আমি দুঃখিত যে 'অনুপযুক্ত' ভিডিওগুলো আমার কোম্পানির মূল্যবোধ ও চীনের করপোরেট সংস্কৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণা দিচ্ছে। তিনি লেখেন, আমি আমার ভুল থেকে শিখব ও আমার যোগাযোগের ধরনে উন্নতি আনবো।

বাইডেনের হুঁশিয়ারির পরও রাফায় ইসরায়েলের গোলাবর্ষণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফায় যদি হামলা চালানো হয়, তবে ইসরায়েলে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠানো বন্ধ করে দেবে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের এই হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও রাফা শহরে গতকাল বৃহস্পতিবার গোলাবর্ষণ করেছে ইসরায়েল। খবর এএফপি। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের কয়েকটি ব্যাটালিয়ন রাফায় সক্রিয় রয়েছে দাবি করে ইসরায়েল আন্তর্জাতিক বিরোধিতাকে পাস কাটিয়ে সেখানে ট্যাংকবহর পাঠিয়েছে। শহরটিতে আশ্রয় নিয়েছেন বাড়িঘর হারা ১০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনি। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে রাফা শহরে ভারী গোলাবর্ষণ করে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। হামাসের লক্ষ্যবস্তুতে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করে তারা। এ ছাড়া গাজা উপত্যকার মধ্যাঞ্চলেও তারা গোলাবর্ষণ করে। এর আগে বুধবার মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, 'তারা (ইসরায়েল) যদি রাফা শহরে যায়, তবে যে অস্ত্রশস্ত্র তারা ব্যবহার করছে, যে গোলাবারুদ ব্যবহার করছে, সেগুলোর সরবরাহ আমারা বন্ধ করে দেব।' গত মঙ্গলবার ইসরায়েল মিসরের সঙ্গে লাগোয়া রাফা সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করে দেয়।

ফ্লোরিডায় ভুল করে বিমান কর্মকর্তাকে হত্যা করল পুলিশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে মার্কিন বিমানবাহিনীর এক কৃষ্ণাঙ্গ কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে পুলিশ। বুধবার নিহত ওই কর্মকর্তার পরিবারের একজন আইনজীবী এ খবর নিশ্চিত করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার এপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্লোরিডার একটি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে এ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ একটি নম্বর থেকে ফোন পেয়ে ওই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে যায়। কিন্তু ভুলে পুলিশ ওই কৃষ্ণাঙ্গ কর্মকর্তার ইউনিটে ঢুকে পড়ে। ওই বিমান কর্মকর্তার হাতে একটি বন্দুক দেখতে পেয়েই তাকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। ওই সময় তিনি বাড়িতে একা অবস্থান করছিলেন।

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিল উত্তর আফ্রিকার দেশ বাহামাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে উত্তর আফ্রিকার দেশ বাহামাস। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। শেষ রাষ্ট্র হিসেবে তারাও এই তালিকায় যোগ দিল। গত বুধবার সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ তথ্য জানিয়েছে। বাহামাসের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিবৃতির উল্লেখ করে আল জাজিরা জানিয়েছে, তারা 'এই বিষয়ে ক্যারিবিয়ান সম্প্রদায়ের ঐকমত্যে' যোগ দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাহামা ১৯৭৩ সালে স্বনিয়ন্ত্রণের একটি আইনের মাধ্যমে একটি স্বাধীন জাঁতি হয়ে ওঠে। তাই বাহামা ফিলিস্তিনি জনগণের স্বনিয়ন্ত্রণের আইনি অধিকারকে সমর্থন করে। গত সপ্তাহে ত্রিনিদাদ ও টোবাগো সরকার ঘোষণা করেছে, তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদিকে মে মাসের শেষের দিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত বেশ কয়েকটি দেশ ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে বলে জানিয়েছে আল জাজিরা। ২০১২ সালে ফিলিস্তিন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একটি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে গৃহীত হয়। তখন দেশটির দূতকে জাতিসংঘের সংস্থাগুলোতে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তবে কোনো ভোট দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। গেল ১৮ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ফিলিস্তিনের পূর্ণ সদস্যপদের অনুরোধের একটি প্রস্তাবে ভেটো দেয়। ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে ভোটে ১২টি রাষ্ট্র পক্ষে ছিল, একমাত্র বিরোধী ছিল যুক্তরাষ্ট্র।

বিশ্বের পঞ্চম সর্বোচ্চ পর্বত চূড়ায় নেপালি গাইডের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : একজন নেপালি গাইড বিশ্বের পঞ্চম সর্বোচ্চ পর্বত চূড়ায় চড়ার পর মারা গেছেন। দেশটির বসন্তকালীন পর্বতারোহণের মৌসুমের প্রথম মৃত্যুর ঘটনা এটি। হিমালয় প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তারা গতকাল বৃহস্পতিবার এ কথা বলেছেন বলে এএফপির এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লাকপা তেঞ্জি শেরপা (৫৩) সোমবার বিদেশি পর্বতারোহীদের সঙ্গে যাওয়ার সময় ২৭ হাজার ৮৩৮ ফুট মাকালু পর্বতের চূড়ায় পৌঁছেছিলেন। কিন্তু নামার সময় তিনি মারা যান। নেপালের পর্যটন বিভাগের রাকেশ গুরুং এএফপিকে বলেছেন, 'তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং তার দলের সদস্যদের তাকে সাহায্য করতে হয়েছিল।' অন্যদিকে এ অভিযানের আয়োজক সেভেন সামিট ট্রেকস জানিয়েছে, তারা আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য অপেক্ষা করছে।

'ইসরায়েলগামী' ৩ জাহাজে হুথির ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : এডেন উপসাগরে দুটি ও ভারত মহাসাগরে একটি ইসরায়েলগামী জাহাজে হামলার দাবি জানিয়েছে ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথি। গতকাল বৃহস্পতিবার হুথির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি এই দাবি করেন। ইয়াহিয়া সারি জানান, এডেন উপসাগরে 'এমএসসি দিয়েগো' ও 'এমএসসি গিনা' নামক দুটি পণ্যবাহী জাহাজে ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। পাশাপাশি, ভারত মহাসাগরে 'এমএসসি ভিক্টোরিয়া' নামক আরেকটি পণ্যবাহী জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। তিনটি জাহাজ-ই ইসরায়েলে যাচ্ছিল বলে দাবি হুথির। এদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন যৌথ মেরিটাইম ইনফরমেশন সেন্টার জানিয়েছে, মঙ্গলবার দুটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে। তবে এতে জাহাজগুলোর কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি ও ক্রুরা সবাই অক্ষত রয়েছেন। বার্তাসংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলার শিকার দুটি জাহাজ ছিল পানামার পতাকাবাহী, যারা সুইজারল্যান্ডের একটি কোম্পানির জন্য কাজ করছে। চলতি বছরের ৩ মে ইসরায়েলগামী সব জাহাজে হামলার ঘোষণা দেন হুথির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি। এক টেলিভিশন বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরে ইসরায়েলি বাহিনীর স্থল অভিযানের ঘোষণা দেওয়ার পরপরই এই ঘোষণা দেন তিনি। ইয়াহিয়া সারি বলেছিলেন, ভূমধ্যসাগর দিয়ে ইসরায়েলি বন্দরের দিকে যাওয়া যেকোনো জাহাজ আমাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। আর সম্প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোষণা কার্যকর হবে। গত বছরের নভেম্বর থেকে লোহিত সাগর, বাব আল-মান্দাব প্রণালী ও এডেন উপসাগরের গুরুত্বপূর্ণ শিপিং চ্যানেলে ইসরায়েলগামী জাহাজে লক্ষ্য করে বারবার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করে আসছে।

বিনোদন

বিতর্ক পেরিয়ে ছক্কা হাঁকাল হীরামাণ্ডি

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের গুণী নির্মাতা সঞ্জয় লীলা বানসালির নির্মাণ নিয়ে যেমন তৈরি হয় বিতর্ক, তেমনি সাফল্যে মোড়া থাকে তার প্রতিটি কাজ। সদ্যই বানসালির নির্মাণ 'হীরামাণ্ডি'ও তার আরেকটি উদাহরণ। ইতোমধ্যেই সিরিজটি নিয়ে একাধিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সিরিজের কাস্টিং, প্রেক্ষাপট, স্থান। লাহোর বলে লখনউ দেখানো, কিংবা যৌন দৃশ্য। সেই সঙ্গে কাস্টিংয়ের জন্য স্বজনপোষণের অভিযোগ। এমনকী সিরিজের সংলাপে ব্যবহৃত উর্দু নিয়েও আপত্তি তুলেছেন দর্শকদের একাংশ। কিন্তু এতসব বিতর্ক ছাপিয়ে 'হীরামাণ্ডি' গড়লো অনন্য রেকর্ড। ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, মুক্তির মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই একটি বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলল সিরিজটি। গোটা বিশ্বে এখনও পর্যন্ত সবথেকে বেশিসংখ্যক দর্শক টানা ভারতীয় সিরিজের খেতাব পেল সিরিজটি। ৪৩টি দেশের দর্শকসংখ্যার দৌড়ে সেরা দশে নাম তুলে ফেলেছে 'হীরামাণ্ডি'। গত বুধবার চলচ্চিত্র বিশ্লেষক তরণ আদর্শ ইনস্টাগ্রামে এই তথ্য শেয়ার করেছে। একটি পোস্টের মাধ্যমে তরণ জানান, সঞ্জয় লীলা বানসালির অভিষেক ওয়েব সিরিজ 'হীরামাণ্ডি' এযাবৎকালের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী সবথেকে বেশি দেখা ভারতীয় সিরিজের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। ১ মে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে 'হীরামাণ্ডি'।

থানায় জিডি করলেন শবনম বুবলী

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই চলচ্চিত্রের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম বুবলী। শাকিবের হাত ধরে চলচ্চিত্রে এলেও তিনি এখন অনেক নায়কের সঙ্গেই সিনেমা করছেন। তবে মাঝে শাকিবের সঙ্গে বিয়ে ও এক সন্তানের মা হয়েছেন। তবে এসব নিয়ে বির্তক কম নয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রায়ই নানা ধরণের হেনস্থার শিকার হতে হয় এই নায়িকাকে। এবার তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালেন এই নায়িকা। অরুচিকর, মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচারের অভিযোগ নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ঢাকাই সিনেমার নায়িকা শবনম বুবলী। গত ২৪ এপ্রিল রাজধানীর ভাটারা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তিনি। সাধারণ ডায়েরিতে বুবলী বলেছেন, 'বেশ কিছুদিন যাবত কিছু ব্যক্তি, অনলাইন পোর্টল ও টিভি চ্যানেল তাদের নিজস্ব ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে আমার নামে বিভিন্ন অরুচিকর, মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রচার করছে। এমন অবস্থায় বিষয়টি সাধারণ ডাইরিভুক্ত করে রাখা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেছি।' পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, 'প্রতিদিনের চিত্র', 'জমশেদ ভাই', 'মৌ সুলতানা', 'সনি কমিনিকেশ', 'এসকে উজ্জল', সোনিয়া শিমু', 'ফেরদৌস কবির', 'আবুল হোসাইন তুফান, 'শাহিনুর আক্তর', 'জাহিদুল ইসলাস আপন'সহ ১৫-২০টি ফেসবুক পেজ-ইউটিউব চ্যানেলের নাম উল্লেখ করেছেন বুবলী। তার অভিযোগের তালিকায় আছে দেশের ৪টি গণমাধ্যমেরও নাম। এ বিষয়ে মুঠোফোনে বুবলীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি। এদিকে গত বুধবার সন্ধ্যায় ডিএমপির গুলশান বাড্ডা জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) রাজন কুমার সাহা বুবলীর জিডির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'এ বিষয়টি ডিএমপির সিটিটিসি বিভাগের সাইবার ইউনিট তদন্ত করছে।'

দক্ষিণি সিনেমায় আতিফ আসলাম

বিনোদন ডেস্ক : পাকিস্তানের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আতিফ আসলাম বলিউডের একাধিক সিনেমায় গান করেছেন। এবার দক্ষিণী সিনেমায় অভিষেক হতে চলেছে জনপ্রিয় এ গায়কের। ইন্ডিয়া ?টুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণী সিনেমায় প্রথমবার গান গাইছেন আতিফ আসলাম। মালয়ালম সিনেমা 'হাল'-এর জন্য একটি গান রেকর্ড করবেন তিনি। তবে গানটি সম্ভবত তিনি হিন্দিতেই গাইবেন। প্রশান্ত বিজয়কুমারের পরিচালনায় তৈরি 'হাল'-এ মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেতা শেন নিগমকে। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন নান্ধাগোপান ভি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আতিফের সঙ্গে ছবিও শেয়ার করেছেন তিনি। সম্প্রতি বাংলাদেশেও কনসার্ট করে গেছেন আতিফ। বলিউডের মতো বাংলাদেশেও আছে তার অগণিত ভক্ত-শ্রোতা। 'ও লামহে ও বাতেঁ', 'আদাত', 'তেরে বিন', 'তু জানে না' থেকে 'পেহলি দফা'র মতো জনপ্রিয় গান দিয়ে শ্রোতাদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় আতিফ আসলাম। ২০০৩ সালে ব্যান্ড 'জল'-এর হয়ে পেশাদার সংগীতজীবন শুরু করেন আতিফ আসলাম। মূলত উর্দু ভাষায় গান গাইলেও তিনি হিন্দি, পাঞ্জাবি, বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় গান গেয়েছেন। গান গাওয়ার পাশাপাশি অভিনয়ও করেন তিনি। ২০১১ সালে পাকিস্তানি 'বোল' সিনেমায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অভিনয়জীবন শুরু করেন আতিফ।

ফের কাজে নিয়মিত হচ্ছেন মৌসুমী হামিদ

বিনোদন ডেস্ক : বিয়ের পর আবার কাজে নিয়মিত হচ্ছেন মৌসুমী হামিদ। তাঁর অভিনীত 'নয়া মানুষ' কোরবানির ঈদে মুক্তির মিছিলে। তার সাথে কথা বলেছেন সংবাদ মাধ্যম।

ধারাবাহিকে ফিরছেন

মাঝখানে নতুন কোনো ধারাবাহিক হাতে নেননি মৌসুমী হামিদ। 'যাপিত জীবন', 'রঙ বাজার' ও 'নয়া মানুষ'-একসঙ্গে এই তিনটি ছবির শুটিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে একের পর এক ধারাবাহিকে অভিনয়ের প্রস্তাব এলেও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এখন তিনটি ছবিরই কাজ শেষ। তাই নতুন ধারাবাহিকে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এরই মধ্যে এটিএন বাংলার 'লাভরোড' ধারাবাহিকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। শিগগিরই শুরু করবেন মাছরাঙা টেলিভিশনের আরেকটি ধারাবাহিক। মৌসুমী বলেন, 'শুরু থেকে একক নাটকের পাশাপাশি ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করাটা উপভোগ করতাম। বড় ইউনিট, লম্বা সময় ধরে শুটিং-সব মিলিয়ে দারুণ সময় কাটে। আমার কিছু প্রিয় নির্মাতাও আছেন। প্রথম থেকেই তাঁদের সঙ্গে কাজ করি। মাঝখানে তিনটি ছবির শুটিংয়ের কারণে নাটকে সময় দিতে পারিনি। এখন আবার শুটিং শুরু করেছি।' বিয়ের প্রথম বছর কম কাজ বিয়ে তো জীবনে বারবার হয় না-এই কথায় বিশ্বাসী মৌসুমী হামিদ। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে কথাটাও মানেন তিনি। তাই বিয়ের প্রথম বছর খুব কম কাজ করছেন। মৌসুমী বলেন, 'লোকে বলে, একটা সংসার কত দিন টিকবে বা আজীবন থাকবে কি না, সেটা নির্ধারিত হয় বিয়ের প্রথম বছরই। আমিও সেটা বিশ্বাস করি। এই সময়ে দুজন মানুষ একে অপরকে ভালোভাবে বুঝতে পারে। সংসারে মন দিতে আমি বিয়ের পর থেকে খুব বেছে বেছে কাজ করছি। সংসারটা সামলে রাখাই আমার প্রথম দায়িত্ব। আমি কে, কত বড় অভিনেত্রী, সেটা বড় কথা নয়। আমি একজন স্ত্রী, একজন পুত্রবধূ, সেটাও মাথায় রাখতে হয়। পরিবারটা সুন্দরভাবে গুছিয়ে দ্রুত কাজে ব্যস্ত হতে পারব বলে আশা করছি।' 'নয়া মানুষ' কোরবানির ঈদে সোহেল রানা বয়াতির 'নয়া মানুষ' ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মৌসুমী। ছবিটি কোরবানির ঈদে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন নির্মাতা। এরইমধ্যে সেন্সর বোর্ডে জমা দেওয়ারও প্রস্তুতি নিয়েছেন। খবরটি জানার পর মৌসুমী একদিকে যেমন খুশি, তেমন খানিকটা চিন্তায়ও আছেন। ঈদে এবার ১২টির বেশি ছবি মুক্তির জন্য প্রস্তুত। আছে শাকিব খান, আরিফিন শুভ, সিয়াম আহমেদের মতো তারকাদের ছবি। সেখানে 'নয়া মানুষ' কতটা দর্শক টানতে পারবে তা নিয়ে চিন্তা তো আছেই। তবে ছবির গল্প, গান আর নির্মাণের কথা ভেবে আবার আত্মবিশ্বাসও পাচ্ছেন মৌসুমী। বলেন, 'ঈদ বা অন্যান্য উৎসবে মানুষ খাঁটি বাংলার ছবি খুব পছন্দ করে। পরিবারের গল্প, দেশের গল্প, মাটি ও মানুষের গল্প হলে যে কাউকেই টানে। আমাদের ছবিটা মানুষের ও মাটির কথা বলবে।

মিস ইউএসএ মুকুট ফিরিয়ে দিলেন মার্কিন সুন্দরী

বিনোদন ডেস্ক : মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ দেখিয়ে বর্তমান মিস ইউএসএ খেতাব ফিরিয়ে দিয়েছেন মার্কিন সুন্দরী নোয়েলিয়া ভয়েট। বিবিসি জানিয়েছে, এরইমধ্যে মিস ইউএসএ কর্তৃপক্ষকে তিনি খেতাব ত্যাগের কথা জানিয়েছেন। গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রতিযোগিতার মুকুট জিতে নোয়েলিয়া ভয়েট বলেছিলেন, 'আপনার এবং আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে ভালো-এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারার মানসিকতা রাখুন।' নিজের সে কথাই রাখলেন তিনি। নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ভয়েট ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'এটা অনেকের জন্য একটি বড় ধাক্কা হতে পারে। তবে আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার সঙ্গে কখনই আপোশ করবেন না। আমাদের স্বাস্থ্য আমাদের সম্পদ। আপনাদের নিরন্তর এবং অটল সমর্থনের জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। পরের অধ্যায় লেখার সময় এসেছে। আশা করি, জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের অপেক্ষায় আমার পাশেই থাকবেন।' ভয়েট আরও লিখেছেন, 'মিস ইউএসএ হিসেবে আমার যাত্রা অবিশ্বাস্যভাবে অর্থবহ হয়েছে, গর্বের সঙ্গে উটাহ এবং পরে মিস ইউনিভার্সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করছি। তবে দুর্ভাগ্যবশত, আমি মিস ইউএসএ ২০২৩-এর খেতাব ত্যাগ করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এদিকে মিস ইউএসএ গত সোমবার একটি বিবৃতিতে সিএনএনকে নিশ্চিত করেছে যে, তারা ভয়েটের খেতাব ত্যাগের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। এর সঙ্গে শিগগিরই নতুন বিজয়ী ঘোষণা করার কথাও জানিয়েছে তারা। প্রতিযোগিতার রানারআপ সাভান্না গ্যাঙ্কিয়েভিজ বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হবে নাকি সম্পূর্ণ নতুন বিজয়ী নির্বাচিত হবে তা এখনো জানা যায়নি। ২৪ বছর বয়সী নোয়েলিয়া ভয়েট ভেনেজুয়েলার বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক। উটাহ অঙ্গরাজ্য থেকে প্রতিনিধিত্ব করা এই সুন্দরী গত বছরের সেপ্টেম্বরে চূড়ান্ত পর্বে মিস হাওয়াই সাভান্না গ্যাঙ্কিয়েভিজ এবং মিস উইসকনসিন অ্যালেক্সিস লুম্যানসকে হারিয়ে প্রথম ভেনেজুয়েলান-আমেরিকান হিসেবে শিরোপা জেতেন।

সোহেল চৌধুরী হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন

বিনোদন ডেস্ক : নব্বই দশকের চিত্রনায়ক সোহেল চৌধুরী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মামলায় আজিজ মোহাম্মদ ভাইসহ তিনজনের যাবজ্জীবন আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিচারক অরুণাভ চক্রবর্তী এ রায় ঘোষণা করেন। কারাদণ্ডের পাশাপাশি তাদের প্রত্যেককে ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও এক মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া বাকি ৬ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের খালাস দিয়েছেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন, ট্রাম্পস ক্লাবের মালিক আফাকুল ইসলাম ওরফে বান্টি ইসলাম।

পর্দায় জীবন্ত হয়ে ধরা দিলন রবীন্দ্রনাথ

বিনোদন ডেস্ক : বাংলা সাহিত্য জগতের চর্তুপাশেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিচরণ করেছেন। যুগের পর যুগ পেরোলেও আজও এতটুকু কমেনি তার সৃষ্টির আবেদন। তাইতো বইয়ের পাতা থেকে সিনেমার পর্দায় যেন জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্য। দুই বাংলাতেই কবিগুরুর গল্প-উপন্যাস নিয়ে নির্মীত হয়েছে বহু সিনেমা। ১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের ৩৪ বছর পর ১৮৯৫ সালে চলচ্চিত্রের উদ্ভাবন হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম চিত্রায়ন হয় 'মান ভঞ্জন'। ১৯২৩ সালে নরেশচন্দ্র মিত্র 'মান ভঞ্জন' পরিচালনা করেন। এরপর ১৯২৮ সালে শিশির ভাদুড়ি 'বিসর্জন' ও 'বিচারক' নামের দুটি সিনেমা নির্মান করেন। ১৯২৯ সালে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'তপতী' সিনেমার নির্মাণ শুরু করলেও চার রিল পর্যন্ত শুটিং হয়। এতে বিশ্বকবি নিজে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়ের জন্য রাজি হলেও বিদেশ ভ্রমণের কারণে সিনেমার কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। এরপর ১৯৩০ সালে 'দালিয়া' ও 'গিরিবালা' নামের দুটি রবীন্দ্র সাহিত্যকর্ম সিনেমার পর্দায় দেখা যায়। ১৯৩২ সালে সবাক চলচ্চিত্র 'নটীর পূজা' ও 'চিরকুমার সভা' মুক্তি পায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত একমাত্র সিনেমা হচ্ছে 'নটীর পূজা'। মাত্র চার দিনে এটির শুটিং শেষ করেছিলেন তিনি। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের অভিনীত এ সিনেমায় উপালির চরিত্রে অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। এরপর নরেশ মিত্রের নির্বাক ছবি 'নৌকাডুবি (১৯৩৮)', সবাক ছবি 'গোরা (১৯৩৮)', সেতু সেনের 'চোখের বালি (১৯৩৮)' নির্মিত হয়। রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে সব থেকে বেশি সিনেমা নির্মান করেছেন বাংলা সিনেমার অন্যতম পরিচালক সত্যজিৎ রায়। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প সমাপ্তি, পোস্টমাস্টার ও মনিহারা নিয়ে নির্মাণ করেন 'তিনকন্যা' সিনেমাটি। 'তিনকন্যা' ও 'সমাপ্তির' জন্য রাষ্ট্রপতি পদক, 'পোস্টমাস্টার' ও 'সমাপ্তি' শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে মেলবোর্ন ও বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে, 'নষ্টনীড়' গল্প অবলম্বনে চারুলতা (১৯৬৪) রাষ্ট্রপতি পদক, বার্লিন ও মেক্সিকো চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবি ও ঘরে বাইরে (১৯৮৪) ছবি ভারতীয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও দামাস্কাস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার পায়। ঋতুপর্ণ ঘোষের পরিচালনায় বাংলা সিনেমা নৌকাডুবি ও চোখের বালি নির্মিত হয়েছে।

দিঘলিয়ায় ছয় বছরের শিশু ধর্ষণের শিকার ধর্ষক গ্রেপ্তার

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : দিঘলিয়া উপজেলার বারাকপুর গ্রামে গোলাম মিনার পুত্র হারুন মিনা (৪৫) কর্তৃক এক শিশু (৬) ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধর্ষককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এ ব্যাপারে দিঘলিয়া থানায় মামলা দায়ের হয়েছে। ভুক্তভোগী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দিঘলিয়া উপজেলার বারাকপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বারাকপুর উত্তর পাড়ায় এ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। বুধবার বিকাল ৫ টার দিকে ওই শিশু উঠানে খেলা করা অবস্থায় পাশের বাড়ির ধর্ষক হারুন মিনা তাকে নিজ ঘরে ডেকে নিয়ে জোর করে ধর্ষণ করে। এ সময় শিশুর চিৎকারে লোকজন ছুটে এসে ধর্ষক হারুন মিনাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে এবং শিশুটিকে উদ্ধার করে। এ ঘটনা এলাকায় জানাজনি হয়ে পড়লে একটি মহল ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং ভুক্তভোগীকে থানায় আসতে বাধার সৃষ্টি করে। তখন শিশুর স্বজনরা গোপনে ৯৯৯ এ কল দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ধর্ষক হারুনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে এবং ধর্ষণের শিকার শিশুটিকে বুধবার (৮ মে) রাত সাড়ে ৯ টার দিকে দিঘলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ তাসনিয়া শিশুটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। পরবর্তীতে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে পাঠানো হয়েছে বলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ মাহবুবুল আলম এ প্রতিবেদককে জানান। দিঘলিয়া থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ বাবুল আক্তার এ প্রতিবেদককে জানান, সংবাদ পেয়ে পুলিশ তৎক্ষনাৎ ঘটনাস্থলে গিয়ে ধর্ষক হারুন মিনাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। এ ব্যাপারে ধর্ষিতার নানী আকলিমা বেগম নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে দিঘলিয়া থানায় মামলা রুজু করেছেন। মামলা নং ৮ ডারিখ ০৮/০৫/২০২৪ ইং। ধর্ষণ মামলা রুজু করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুশান্ত সরকার গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে দিঘলিয়া থানা পরিদর্শন করেছেন। তিনি এ সময় সাংবাদিকদের বলেন, পুলিশ সংবাদ পেয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থল থেকে জঘন্য ন্যাক্কার ঘটনা যে ঘটিয়েছে, সেই ধর্ষককে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এই নৃশংস কাজ যে ঘটিয়েছে সেই অপরাধী যাতে পার না পায়, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যাতে নিশ্চিত হয় সেই কাজটিই পুলিশ এখন করছে।

কলাপাড়ায় ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস ব্যাখ্যা, প্রচার ও করনীয় বিষয়ক কর্মশালা

কলাপাড়া, পটুয়াখালী প্রতিনিধি : পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস বুলেটিনের ব্যাখ্যা, প্রচার এবং সেক্টর ভিত্তিক আগাম কার্যক্রমের উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার সকাল ১১ টায় কলাপাড়া কৃষি অফিসের কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রবিউল ইসলাম। প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেয়ার পরও সরকারি-বেসরকারী সংস্থার আগাম প্রস্তুতি ও সমন্বয় না থাকায় দূর্যোগের সময় ও পরবর্তী প্রানহানী ও সম্পদের ক্ষতি হয়। তাই আগাম প্রস্তুতি গ্রহণে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, রাইন্স ও কর্ডএইড এ কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ এসএম কামরুল হাসান ও রাইমস এর আবহাওয়াবিদ সাবরিনা সুলতানা।
স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন কর্ডএইড'র স্টেপ প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার মো. আবু নাঈম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আরাফাত হোসেন, উপজেলা মেরিন ফিসারিজ কর্মকর্তা আশিকুর রহমান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবির, সিপিডির উপপরিচালক আছাদ উজ জামান, হালুয়া ইউপি চেয়ারম্যান শওকত হোসেন বিশ্বাস, সাংবাদিক মেজবাহউদ্দিন মাননু, মিলন কর্মকার রাজু প্রমুখ। কর্মশালায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস ব্যাখ্যা, ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত সিস্টেম এবং সেক্টরিভিত্তিক আগাম পদক্ষপে বিষয়ে সেক্টরিভিত্তিক আগাম পদক্ষপে বিষয়ে করনীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় সেক্টরভিত্তিক দুর্যোগকালীন সময়ে যে প্রতিষ্ঠানগুলো মূখ্য ভূমিকা পালন করে বিশেষ করে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার, কমিউনিটি, গণমাধ্যম, সিপিপি, এনজিও, ফায়ার সার্ভিস, পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর সমন্বয়ে টেবিল টক সিমুলেশন অভিনয়ের মাধ্যমে বাস্তব আকারে উপস্থাপন করা হয়।

মান্দায় কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নওগাঁর মান্দায় তিনদিন ব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে এ মেলার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এসএম ব্রহানী সুলতান মামুদ গামা।

গাছজুড়ে শোভা ছড়াচ্ছে হলুদবরণ সোনালু ফুল। ফুলটি সোনাইল, সোঁদাল, বান্দরলাঠি ইত্যাদি নামেও পরিচিত। হাসপাতাল সড়ক, ভাঙ্গুরা, পাবনা।

তীব্র তাপদাহে ঈশ্বরদীতে শুকিয়ে যাচ্ছে লিচু

ঈশ্বরদী প্রতিনিধি : সুমিষ্ট, টসটসে রসালো লিচু খ্যাত অঞ্চল হিসেবে সারাদেশে কিন্তু অনেকটাই পরিচিত পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার লিচু। চলতি মৌসুমে টানা অনাবৃষ্টি আর তীব্র তাপদাহে লিচু আকৃতি বাড়ছে না। তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে লিচু একাংশ শুকিয়ে ঝরে পড়ছে। এতে অনেক বাগান লিচু শূন্য হয়ে পড়ছে। তাই ফলন নিয়েও দুশ্চিন্তায় পড়েছেন লিচুর বাগান মালিক ও চাষিরা। গাছের গোড়ায় কীটনাশক, সেচ, গাছে স্প্রে করেও প্রতিকার মিলছে না। দ্রুত সময়ের মধ্যে যদি কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি না হয়, তবে লিচু শুকিয়ে আকৃতি ছোট হয়ে পড়বে। কিছুদিন পর লিচুতে ফাঁটল ধরবে। এমতাবস্থায় আর্থিকভাবে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ঈশ্বরদীর লিচু চাষি ও বাগান মালিকেরা। পাশাপাশি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ারও আশঙ্কা করছেন ঈশ্বরদী উপজেলা কৃষি বিভাগ। মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) সকালে ঈশ্বরদী উপজেলার বিভিন্ন লিচু চাষি ও বাগান মালিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কিছুদিন আগে যতদূর চোখ যায়, গাছে গাছে মুকুলের সমারোহ দেখে লিচু চাষিরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হওয়ার পথে। গত দুই সপ্তাহ জুড়ে টানা তীব্র তাপপ্রবাহ প্রকৃতির ভয়ংকর রূপে লিচু বোঁটা শুকিয়ে ঝরে পড়ছে। লিচুর ফলনে বিপর্যয় ঘটছে। এই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ঈশ্বরদীর লিচু চাষি ও বাগান মালিকেরা। লিচু বাগানের মালিক-চাষিরা উপজেলার কৃষি বিভাগের দেওয়া পরামর্শে বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। ঈশ্বরদী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, ঈশ্বরদী উপজেলায় তিন হাজার ১০০ হেক্টর জমিতে লিচু চাষ হচ্ছে। চলতি বছর তিন হাজার ১০০ হেক্টর জমিতে লিচু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১০ লাখ মেট্রিক টন। মাঘ মাস জুড়ে শীত বেশি থাকার কারণেই লিচুর মুকুল দেরিতে আসা শুরু অর্থাৎ মাঘের শেষ সময়ে লিচুগাছে ব্যাপকভাবে মুকুল আসা শুরু হয়। আর চৈত্রের মাঝামাঝিতে লিচু গাছের মুকুল ধরে সবুজ কুড়ি। কিন্তু বৈশাখের শুরুতে বৈরী আবহাওয়াতে প্রকৃতি এখন অনেকটা রুক্ষ। সবুজ পাতার মাথায় থোকায় থোকায় লিচু, প্রকৃতি সেজেছে এক অপরূপ সাজে। কিন্তু বৃষ্টি না হওয়ায় বর্তমান এখন লিচুর আকারে ছোট রয়েছে। ক্রমেই লিচু শুকিয়ে ঝরে পড়ছে। চলতি মৌসুমে এক ছিটেফোঁটা বৃষ্টির দেখা কিন্তু মেলেনি। তীব্র তাপদাহের কারণে লিচু যেন ঝরে না পড়ে, কৃষি অফিসের পরামর্শক্রমে চেষ্টা করছেন লিচু বাগানের চাষি ও বাগান মালিকেরা। এখন যদি লিচুর গুটি ধরে রাখা যায়, তবে ব্যাপক ফলন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঈশ্বরদীর সলিমপুর ইউনিয়নের মিরকামারী গ্রামের লিচু চাষি আবুল কালাম আজাদ বাংলানিউজকে বলেন, আমার ২০ বিঘা জমিতে লিচুর আবাদ রয়েছে। মৌসুমের শুরুতে গাছে গাছে মুকুল ভরা ছিল। লিচুর গুটি এসেছিল ভালো। কিন্তু ঈশ্বরদীতে প্রচণ্ড তাপদাহের কারণে লিচু ঝরে পড়ছে। গাছের শতকরা ৪০ ভাগ এখন আর নেই। কিন্তু আমি যাদের কাছে বাগান বিক্রি করেছি, তাদের খরচের টাকাই উঠবে না। এ বছর তাদের লোকসান হবে। যারা লিচু দেখে বাগান কিনেছিলেন, তারা এখন টাকা ফেরত চাচ্ছেন। এই সংকট শুধু আমার একার না। আমার মত অনেক লিচু বাগান বিক্রেতা বিপদে আছেন। পাকশী ইউনিয়নের চর রূপপুর গ্রামের লিচু চাষি পলাশ আহমেদ বলেন, গত দেড় মাস তীব্র তাপদাহ। বৃষ্টি নেই। লিচুর বাগানগুলোতে পানির হাহাকার। লিচু বাগানের মাটি ফেঁটে চৌচির। নিয়মিত সেচের ব্যবস্থা রেখেও কিছুতেই যেন লিচু টিকছে না। আমার ১০ বিঘা জমিতে দেশি, বোম্বাই ও কদমী জাতের লিচুর চাষ করেছি। অতিরিক্ত খরার কারণে লিচুর এক অংশ শুকিয়ে ঝরে পড়ছে।

নেত্রকোনায় বোরো ধানের বাম্পার ফলন, কৃষকের মুখে হাসি

নেত্রকোনা ডেস্ক : নেত্রকোনার হাওরাঞ্চলে এ বছর বোরো ধানের বাম্পার ফলন হওয়ায় ও ন্যায্যমূল্যে ধান বিক্রি করতে পারায় কৃষকের চোখে-মুখে দেখা দিয়েছে হাসির ঝিলিক। নেত্রকোনা মূলত ধান উদ্বৃত্ত জেলা। এ জেলায় উৎপাদিত ধান স্থানীয় কৃষকদের চাহিদা পূরণ করে অন্যান্য জেলায় সরবরাহ করা হয়ে থাকে। নেত্রকোনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি বোরো মৌসুমে নেত্রকোনা জেলায় ১ লাখ ৮৫ হাজার ৩২০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ করা হয়েছে। গত বোরো মৌসুমে ব্রি-২৮ জাতের ধানে ব্যাপক চিটা দেখা দেওয়ায় মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা ব্রি-২৮ এর পরিবর্তে ব্রি-৮৮ জাতের ধান চাষে পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরামর্শ অনুযায়ী এবার হাওরাঞ্চলের কৃষকরা বেশি করে ব্রি-৮৮ জাতের ধান চাষ করেছেন। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং কোনো ধরনের রোগ বালাই না দেখা দেওয়ায় হাওরে এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। কৃষি বিভাগের আশা, এবার জেলায় যে পরিমাণ ধান উৎপাদিত হবে তা থেকে ৮ লাখ ২ হাজার ৬০০ মেট্রিক টন চাল উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। নেত্রকোনার হাওরাঞ্চল হিসেবে পরিচিত জেলার খালিয়াজুরী, মদন, মোহনগঞ্জ, ও কলমাকান্দা উপজেলায় ইতোমধ্যে বোরো ধান কাটা শুরু হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ধান দ্রুত পেকেও যাচ্ছে। আগাম বন্যা, ঝড়, শিলা বৃষ্টি না থাকায় প্রচণ্ড রোদে কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই ধান কাটা, মাড়াই ও শুকিয়ে কৃষকরা তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফসল গোলায় তুলতে পারছেন। সরেজমিনে জেলার বিভিন্ন হাওরাঞ্চল ঘুরে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কৃষি কাজে যান্ত্রিকী করণের কারণে হাওরাঞ্চলে এবার শ্রমিক সংকট নেই। মোহনগঞ্জের ডিঙাপোতাসহ বেশিরভাগ হাওরে কৃষকরা হারভেস্টার মেশিন দিয়ে তাদের জমির ধান দ্রুত কেটে ফেলছেন। প্রান্তিক চাষিরা বছরের খোরাকির জন্য ধান সংরক্ষণ করছেন। কৃষকের বাকি ধান হাওরের জমি থেকেই ফারিয়া দালালরা কিনে নিচ্ছেন। শেহড়াতলী গ্রামের কৃষক সবুজ মিয়া বলেন, এ বছর ধানের ফলন ভালো হয়েছে। দামও ভালো পাচ্ছি। ৯৫০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা মণ দরে ধান বিক্রি করেছি। আমার ৮০ কাঠা ক্ষেতে ৬০০ মণ ধান হয়েছে। নেত্রকোনা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বাংলানিউজকে বলেন, নেত্রকোনার হাওরাঞ্চলে পুরোদমে বোরো ধান কাটা শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭৩০টি কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন হাওরাঞ্চলে পাঠানো হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং সময়মতো প্রয়োজনীয় সার বীজ কীটনাশক প্রয়োগ করায় বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। খুব কম সময়ে মেশিনের সাহায্যে ধান কাটা ও মাড়াই করা হয় বলে কৃষকরা তাদের বোরো আবাদ সহজেই ঘরে তুলতে পারছেন। নেত্রকোনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সারওয়ার জাহান বলেন, এ বছর যথাসময়ে জেলার হাওরাঞ্চলে ফসল রক্ষা বাঁধ সংস্কার করা হয়েছে। ফলে হাওরে এবার আগাম বন্যায় বোরো ধানের কোনো ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

ব্ল্যাকমেইল করে ছাত্রীকে ধর্ষণ অভিযুক্ত শিক্ষক গ্রেপ্তার

এফএনএস (বরিশাল প্রতিবেদক) : নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক ছাত্রীকে ব্লাকমেইল করে একাধিকবার ধর্ষণের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার প্রধান আসামি গৌতম মজুমদারকে গ্রেপ্তার করেছে বরিশাল র‍্যাব-৮ এর সদস্যরা। গ্রেপ্তারকৃত গৌতম মজুমদার ঝালকাঠির সদরের মৃত গৌরাঙ্গ মজুমদারের ছেলে ও গুয়াটন হেমায়েত উদ্দিন বিজ্ঞান শিক্ষায়তনের সহকারী শিক্ষক। বৃহস্পতিবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে র‍্যাব-৮ এর সদর দপ্তর। সূত্রমতে, গ্রেপ্তারকৃত গৌতম মজুমদার ১৬ বছরের এক ছাত্রীকে প্রাইভেট পড়ানোর ফাঁকে আপত্তিকর ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইল করে কৌশলে নিজ ভাড়া বাসায় ডেকে নিয়ে যায়। গত ৩ মে সকাল সাতটার দিকে ফাঁকা বাসার দরজা বন্ধ করে ওই ছাত্রীকে আটকে রেখে জোরপূর্বক একাধিকবার ধর্ষণ করেন। একপর্যায়ে বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ায় ওই ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা সন্ধানে নামেন। পরে বেলা ১১টার দিকে তাকে শিক্ষক গৌতমের ভাড়া বাসা থেকে উদ্ধার করা হয়। সূত্রে আরও জানা গেছে, আসামি কৌশলে ধর্ষণের ভিডিও এবং আপত্তিকর কিছু ছবি তুলে নিজের ব্যক্তিগত মোবাইল ও ল্যাপটপে সংরক্ষণ করে রাখে। অপরদিকে ধর্ষণের শিকার ছাত্রী ও তার পরিবার আইনের আশ্রয় নিতে চাইলে ওই শিক্ষক ধারণকৃত ভিডিও এবং ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়াসহ প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করে। নানা বাধা-বিপত্তি ও হুমকির মধ্যেই ভুক্তভোগী ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে এ ঘটনায় ঝালকাঠি সদর থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে র‍্যাব-৮ এর সদস্যরা গোয়েন্দা নজরদারির ভিত্তিত্বে পিরোজপুর জেলার সদর থানার লখকাঠি এলাকায় বুধবার সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে আত্মগোপনে থাকা শিক্ষক গৌতম মজুমদারকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

চিতলমারীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধে প্রাণ নাশের হুমকি

চিতলমারী, বাগেরহাট প্রতিনিধি : বাগেরহাটের চিতলমারীতে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে সুবোল হালদার (৬৫) নামের এক কৃষক পরিবারকে প্রাণ নাশের হুমকি দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সুবোল হালদার চিতলমারী উপজেলার সীমান্তবর্ত্তী বাগেরহাট সদও উপজেলার নগর মান্দ্রা গ্রামের মৃতঃ সন্তোষ হালদারের ছেলে। তার প্রতিপক্ষরা হলেন ফকিরহাটের আড়পাড়া গ্রামের আবু তালেব মোড়লের ছেলে ওবায়দুর মোড়ল (৫৫), চিতলমারী উপজেলার সন্তোশপুর গ্রামের মৃতঃ মোসলেম শিকদারের ছেলে মনজুর শিকদার (৬০), মৃতঃ দানেশ মোড়লের ছেলে এসকেন্দার মোড়ল (৬৮), মনজুর শিকদারের ছেলে রাজু শিকদার (২৮) ও এসকেন্দার মোড়লের ছেলে রাসেল মোড়ল। সুবোল হালদার এদের বিরুদ্ধে চিতলমারী থানায় একটি জিডি করেছেন।

দেবহাটায় অপরিপক্ক ক্যামিক্যাল মিশানো ১১৫০ কেজি আম বিনষ্ট

দেবহাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরার দেবহাটায় অপরিপক্ক ক্যামিক্যাল মিশানো ১১৫০ কেজি আম বিনষ্ট করলো উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দীপা রানী সরকারের উপস্থিতিতে দেবহাটা ফুটবল মাঠে এই বিষ মিশানো আমগুলো বিনষ্ট করা হয়। গত কয়েকদিন যাবৎ কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা লাভের আশায় অপরিপক্ক আম পেড়ে ক্যামিক্যাল মিশায়ে ঢাকায় পাঠানোর চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক অভিযানের মাধ্যমে আম জব্দ করা হচ্ছে এবং সেগুলো বিনষ্ট করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কয়েকজন ব্যবসায়ীকে জরিমানা আদায় করা, সাজা প্রদানের পাশাপাশি কয়েক মেট্রিকটন আম বিনষ্ট করা হয়েছে। বুধবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) দীপা রানী সরকার উপজেলা পারুলিয়া ও কামটা এলাকা থেকে ট্রাক ভর্তি অপরিপক্ক ১১৫০ কেজি গোপালভোগ আম।

খেত থেকে মরিচ তুলে সেগুলো বালতিতে ভরে নিয়ে যাচ্ছেন চাষি। নয়াপুকুর এলাকা, রংপুর।

দিঘলিয়ায় ছয় বছরের শিশু ধর্ষণের শিকার ধর্ষক গ্রেপ্তার

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : দিঘলিয়া উপজেলার বারাকপুর গ্রামে গোলাম মিনার পুত্র হারুন মিনা (৪৫) কর্তৃক এক শিশু (৬) ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধর্ষককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এ ব্যাপারে দিঘলিয়া থানায় মামলা দায়ের হয়েছে। ভুক্তভোগী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দিঘলিয়া উপজেলার বারাকপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বারাকপুর উত্তর পাড়ায় এ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। বুধবার বিকাল ৫ টার দিকে ওই শিশু উঠানে খেলা করা অবস্থায় পাশের বাড়ির ধর্ষক হারুন মিনা তাকে নিজ ঘরে ডেকে নিয়ে জোর করে ধর্ষণ করে। এ সময় শিশুর চিৎকারে লোকজন ছুটে এসে ধর্ষক হারুন মিনাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে এবং শিশুটিকে উদ্ধার করে। এ ঘটনা এলাকায় জানাজনি হয়ে পড়লে একটি মহল ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং ভুক্তভোগীকে থানায় আসতে বাধার সৃষ্টি করে। তখন শিশুর স্বজনরা গোপনে ৯৯৯ এ কল দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ধর্ষক হারুনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে এবং ধর্ষণের শিকার শিশুটিকে বুধবার (৮ মে) রাত সাড়ে ৯ টার দিকে দিঘলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ তাসনিয়া শিশুটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। পরবর্তীতে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে পাঠানো হয়েছে বলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ মাহবুবুল আলম এ প্রতিবেদককে জানান।দিঘলিয়া থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ বাবুল আক্তার এ প্রতিবেদককে জানান, সংবাদ পেয়ে পুলিশ তৎক্ষনাৎ ঘটনাস্থলে গিয়ে ধর্ষক হারুন মিনাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। এ ব্যাপারে ধর্ষিতার নানী আকলিমা বেগম নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে দিঘলিয়া থানায় মামলা রুজু করেছেন। মামলা নং ৮ ডারিখ ০৮/০৫/২০২৪ ইং। ধর্ষণ মামলা রুজু করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুশান্ত সরকার গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে দিঘলিয়া থানা পরিদর্শন করেছেন। তিনি এ সময় সাংবাদিকদের বলেন, পুলিশ সংবাদ পেয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থল থেকে জঘন্য ন্যাক্কার ঘটনা যে ঘটিয়েছে, সেই ধর্ষককে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এই নৃশংস কাজ যে ঘটিয়েছে সেই অপরাধী যাতে পার না পায়, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যাতে নিশ্চিত হয় সেই কাজটিই পুলিশ এখন করছে।

ফুলবাড়ীতে মিনি পিকআপের অটো ভ্যানের সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৩

ফুলবাড়ি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে ওষুধবাহী মিনি পিকআপের সাথে ব্যাটারিচালিত অটো ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে সামসুল হক (৬৯) নামের এক ব্যক্তির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অপর তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে ফুলবাড়ী-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ফুলবাড়ী উপজেলার বারোকোনো নামক স্থানে। নিহত সামসুল হক পার্বতীপুর উপজেলার হারি-রামপুর ইউনিয়নের বারোঘরিয়া গ্রামের মৃত মজিতুল্লাহর ছেলে। আহত তিনজন হলেন, একই উপজেলার আনন্দ বাজার উত্তর গ্রামের ফয়জার আলীর ছেলে রফিকুল ইসলাম (৬৫), একই গ্রামের আল্লা মালিকের ছেলে শফিকুল ইসলাম (৪০) ও দলাইকোটা গ্রামের বাচ্চু মিয়ার ছেলে মো. মাবুদ (৪২)। পেশায় হতাহতরা সকলেই জেলে। মাছ ধরে তারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সামসুল হকসহ ওই তিনজন ফুলবাড়ী উপজেলার লক্ষ্মীপুরের এক পুকুরে মাছ ধরার জন্য বৃহস্পতিবার (৯ মে) সকালে মাছ মারার সরঞ্জামসহ ব্যাটারি অটো ভ্যানে আসার সময় ফুলবাড়ী-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের বারোকোনা ওষুধবাহী মিনি পিকআপের (ঢাকা মেট্রো-ন-২০-২৪০১) সাথে তাদের অটো ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে অটো ভ্যানটি দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং পিকআপটি ছিটকে রাস্তার পার্শ্বের জমিতে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই সামসুল হকের মৃত্যু ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীসহ স্থানীয়রা আহত তিনজনকে উদ্ধার করে।

ফুলবাড়ীতে খাবারে চেতনানাশক মিশিয়ে ৪ লাখ টাকার মালামাল লুট

ফুলবাড়ি, দিনাজপুর প্রতিনিধ : দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে দুপুরের খাবারের সাথে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে দিয়ে বাড়ীর স্বর্ণালঙ্কার, নগদ অর্থ, দুইটি ছাগলসহ সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। ধারণা করা হচ্ছে খাবারের খাবারের সাথে দুর্বৃত্তদের কেউ না কেউ চেতনানাশক ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে এই অপকর্ম করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে, গত বুধবার ফুলবাড়ী পৌর এলাকার চকচকা গ্রামের চকচকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মিষ্টি ব্যবসায়ী রশিদুল ইসলামের বাড়ীতে। গত বুধবার দুপুরের খাবার সাথে চেতনা নাশক ওষুধ খেলেও বাড়ীর লোকজন চেতন পেয়েছেন পরদিন বৃহস্পতিবার (৯ মে) সকাল ৬টার দিকে। থানার অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, রহিদুল ইসলামসহ তার পরিবারের সকলে গত বুধবার (৮ মে) দুপুরে খাবার খাওয়ার পর থেকে ঘুম ঘুম অনুভব করেন। সকলেই দুপুরের মধ্যেই ঘুমিয়েও পড়েন। সন্ধ্যায় ঘুম ভাঙলেও রাতের খাবার সেড়ে সকলে আবারো ঘুমিয়ে পড়েন। রহিদুল ইসলাম বৃহস্পতিবার (৯ মে) ভোর ৬ টায় ওঠে দেখেন তার শয়নকক্ষের সবকিছু এলোমেলো হয়ে আছে। তিনি চিৎকার করলে পরিবারের অন্য সদস্যরা এসে দেখেন আলমিরাসহ বেশকিছু ডয়ার ভাঙা এবং জিনিসপত্র এলোমেলো। দেখা যায় তার বাড়ির মূল দরজাসহ শয়নকক্ষের তালা ভাঙা রয়েছে। পেছনে থাকা একটি প্লানশিটের দরজা ধারালো কিছু দিয়ে কাটা রয়েছে। এ সময় কে বা কাহারা তার শয়নকক্ষে থাকা তিন ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার যার আনুমানিক মূল্য সাড়ে ৩ লাখ টাকা, নগদ ৪৭ হাজার টাকা এবং গোয়াল ঘরে থাকা দুইটি ছাগল, যার আনুমানিক মূল্য ১৭ হাজার টাকা চুরি গেছে। ভুক্তভোগী রহিদুল ইসলাম বলেন, আমাদের খাবারে চেতনানাশক ওষুধ মিশিয়ে কে বা কাহারা বাড়ির তালা কেটে সবকিছু লুট করে নিয়ে গেছে।

গোয়ালন্দে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের উদ্বোধন

গোয়ালন্দ, রাজবাড়ি প্রতিনিধি : 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে খাবার খাবো পুষ্টিগুণে'-এ প্রতিপাদ্য নিয়ে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ (৯-১৫ মে) উপলক্ষে আলোচনা সভা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. ফারসিম তারান্নুম হক এর সভাপতিত্বে প্রধান অথিতি হিসাবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিবার ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তানিয়া বৃষ্টি, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা রুহুল আমিন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কবির হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর ডেন্টাল সার্জন নুর ই সজল, উজান চর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলজার হোসেন মৃধা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারী ও কর্মকর্তা ও প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিক বিন্দু। সভায় বক্তারা বলেন, মেধাবী জাঁতি গঠনে শিশুসহ দেশের সকল জনগোষ্ঠীর পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোতে গর্ভবতী মায়েদের বিনামূল্যে জিংক ট্যাবলেট সরবরাহ, শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হচ্ছে। পুষ্টিকর ও ভারসাম্যপূর্ণ এবং ভেজালমুক্ত খাবার নিশ্চিত করতে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করে যেতে হবে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র বলেন, পুষ্টি বিষয়ে সবাইকে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি। শিশুদের বাইরের খাবার খাওয়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে তাছাড়া পুষ্টিকর খাবার মানেই দামি খাবার এ ধারণা থেকে সবাইকে বের হয়ে আসতে হবে এবং তাদেরকে পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।

রাজারহাটে আগুনে পুড়ে বাড়ি ভস্মীভূত

রাজারহাট, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের রাজারহাটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি বাড়ির তিনটি ঘর পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে। এতে প্রায় ৩ লক্ষাধিক টাকার মালামাল ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে পরিবারটি খোলা আকাশের নীচে বসবাস করছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার (৯ মে) সকাল ৯টায়, উপজেলার চাকিরপশার ইউনিয়নের অর্জুণমিশ্র গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে রেজাউল হকের বাড়িতে।
ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার ও এলাকাবাসীরা জানান, ওই বাড়িতে বৃহস্পতিবার (৯ মে) সকাল ৯টার দিকে রান্না ঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।

চিতলমারীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধে প্রাণ নাশের হুমকি

চিতলমারী, বাগেরহাট প্রতিনিধি : বাগেরহাটের চিতলমারীতে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে সুবোল হালদার (৬৫) নামের এক কৃষক পরিবারকে প্রাণ নাশের হুমকি দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সুবোল হালদার চিতলমারী উপজেলার সীমান্তবর্ত্তী বাগেরহাট সদও উপজেলার নগর মান্দ্রা গ্রামের মৃতঃ সন্তোষ হালদারের ছেলে। তার প্রতিপক্ষরা হলেন ফকিরহাটের আড়পাড়া গ্রামের আবু তালেব মোড়লের ছেলে ওবায়দুর মোড়ল (৫৫), চিতলমারী উপজেলার সন্তোশপুর গ্রামের মৃতঃ মোসলেম শিকদারের ছেলে মনজুর শিকদার (৬০), মৃতঃ দানেশ মোড়লের ছেলে এসকেন্দার মোড়ল (৬৮), মনজুর শিকদারের ছেলে রাজু শিকদার (২৮) ও এসকেন্দার মোড়লের ছেলে রাসেল মোড়ল। সুবোল হালদার এদের বিরুদ্ধে চিতলমারী থানায় একটি জিডি করেছেন। জিডি নং-১০১৯ তারিখ ২২.০২.২০২৪। বুধবার দুপুরে সুবোল হালদার সাংবাদিকদের জানান সন্তোষপুর গ্রামের তার দাদু গনেশ হালদার মৃত্যুর পর ছেলে আশীষ হালদারের কাছ থেকে চিতলমারী এসআর অফিস দলিল নং-৩৮৪/১৮ মুলে বিগত ২০.০২.২০১৮ সালে ৪৭ নং-বালিয়া ডাঙ্গা মৌজার ১৯ একর জমির মধ্য থেকে ১৪ একর জমি পাওয়ার অব অ্যাটর্নি করে নেন। ওই জমি উপর্যুক্ত প্রতিপক্ষরা জোর পুর্বক ভোগ দখল করায় তিনি উচ্চ আদালতের সরনাপন্ন হন। আদালত সুবোলের পক্ষে রায় দিলেও তিনি ওই জমি ভোগ-দখল করতে পারছেন না। বরং প্রতিপক্ষরা তাকে প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছেন বলে জানান। তিনি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্ষিতীশ চন্দ্র বালা, বীব মুক্তি যোদ্ধা দেব দাস হালদার, আবদুল আজিজ, বিকাশ হালদার, বরুন হালদার ও মনিরুলসহ অনেকে জানান ঘটনা সত্য। সুবোলকে পথে-ঘাটে দেশ ছেড়ে যাওয়া ও প্রাণ নাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে পরিবারটি নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে। এব্যাপারে মুনজুর শিকদারের ছেলে রাজু শিকদার বলেন সুবোলকে আমরা চিনিনা।

ধান শুকানোর পর সেগুলো ঝেড়ে খড়কুটো পরিষ্কার করছেন চাষিরা। বোধিপুর গ্রাম, রাঙামাটি।

আবারও গল্প লিখে ফাইনালে রেয়াল

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রতিপক্ষের আক্রমণের ঢেউয়ে ভেসে যাওয়ার জোগাড় হলো বায়ার্ন মিউনিখের। তবে দিক হারাল না তারা, শান্ত থেকে ঘর সামলাতে থাকল। দ্বিতীয়ার্ধে জেগেও উঠল, শুরু করল পাল্টা আক্রমণ। আলফুঁস ডেভিসের অসাধারণ গোলে জাগাল দুর্দান্ত এক জয়ের সম্ভাবনা। তখনই অমার্জনীয় এক ভুল করে বসলেন শত পরীক্ষায় বিজয়ী মানুয়েল নয়ার। এরপর রেয়াল মাদ্রিদকে আর ঠেকায় কে? আড়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা হোসেলুর হাত ধরে আরেকটি প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠল কার্লো আনচেলত্তির দল। সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে বুধবার রাতে সেমি-ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ২-১ ব্যবধানে জিতেছে রেয়াল, তাদের দুটি গোলই করেন বদলি ফরোয়ার্ড হোসেলু। দুই লেগ মিলিয়ে তাদের জয় ৪-৩ গোলে। প্রথম লেগ হয়েছিল ২-২ ড্র। পুরো ম্যাচে বল দখলে আধিপত্য করা রেকর্ড ১৪ বারের চ্যাম্পিয়নরা আক্রমণেও ছড়ি ঘোরায়। গোলের উদ্দেশ্যে তাদের ১৯টি শটের মধ্যে সাতটি ছিল লক্ষ্যে। আর বায়ার্ন আট শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারে পাঁচটি। আক্রমণাত্মক রেয়াল, কিছুটা রক্ষণাত্মক বায়ার্ন-শুরুর চিত্র ছিল এমনই। ষষ্ঠ মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগটি পায় স্বাগতিকরা; তবে দানি কারভাহালের গোলমুখে বাড়ানো বলে প্রয়োজনীয় টোকাটা দিতে পারেননি কেউ। পরের মিনিটে পাল্টা আক্রমণে অন্যপাশে ভীতি ছড়ায় বায়ার্ন, তবে সের্গে জিনাব্রির দূরের পোস্টে বাড়ানো বলে শট নেওয়ার মতো কেউ ছিলেন না। ত্রয়োদশ মিনিটে মুহূর্তের ব্যবধানে দুবার হতাশায় পুড়তে হয় রেয়ালকে। প্রথমবার ভিনিসিউস জুনিয়রের শট গোলরক্ষককে ফাঁকি দিলেও পোস্ট এড়াতে পারেনি। ফিরতি বল ছয় গজ বক্সে পেয়ে শট নেন রদ্রিগো, এবার দারুণ ক্ষিপ্রতায় রুখে দেন নয়ার। ২৩তম মিনিটে সতীর্থের পাস ধরে একজনকে কাটিয়ে ডান দিক দিয়ে আক্রমণ শাণান রদ্রিগো। বাইলাইনের কাছ থেকে ডি-বক্সের মাঝে খুঁজে নেন স্বদেশি ফরোয়ার্ডকে; কিন্তু ভিনিসিউস বল নিয়ন্ত্রণেই নিতে পারেননি। প্রতিপক্ষের প্রবল চাপে সেভাবে আক্রমণেই উঠতে পারছিল না বায়ার্ন। প্রথম ২০ মিনিটে রেয়াল যেখানে গোলের জন্য চারটি শট নিয়ে দুটি লক্ষ্যে রাখে, সেখানে বায়ার্ন এই সময়ে পারেনি কোনো শট নিতেই। কঠিন এই অবস্থার মধ্যেই ২৬তম মিনিটে বড় একটা ধাক্কা খায় বায়ার্ন। চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন জার্মান ফরোয়ার্ড সের্গে জিনাব্রি। বদলি নামেন ডেভিস। ২৮তম মিনিটে প্রথম শটেই গোল পেতে পারতো সফরকারীরা।

মেসিদের টোটকা দিলেন ফিফা সভাপতি

স্পোর্টস ডেস্ক : ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো মুখ খুলেছেন লিওনেল মেসিদের টুর্নামেন্ট মেজর লিগ সকার (এমএলএস) নিয়ে। দিয়েছেন শক্তিশালী করার টোটকা। তার মতে, মার্কিন এই টুর্নামেন্টকে বড় করতে চাইলে শীর্ষস্তরের ফুটবলারদের নিয়ে ভাবতে হবে, তাদের দলে টানতে হবে। তাহলেই জনপ্রিয়তা বাড়বে। সম্প্রতি লস অ্যাঞ্জেলেসে মিলকেন ইনস্টিটিউট গ্লোবাল কনফারেন্সে অংশ নিয়ে ইনফান্তিনো বলেছেন, 'এখানে সেরা খেলোয়াড়দের আকর্ষণ করতে হবে। এখানে কি একজন দুর্দান্ত আমেরিকান ফুটবল খেলোয়াড় আছে? আমরা তাদের সেরা হিসেবে দেখতে চাই। তাদের সেরা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য টুর্নামেন্টকেও শক্তিশালী করতে হবে। সেরা খেলোয়াড়েরা যখন এখানে আসবে, তখন এখানকার ফুটবলারদের দর্শনে পরিবর্তন আসবে।' ফিফা সভাপতি আরো বলেছেন, 'ফুটবলারদের জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এখানকার বাচ্চারা বাস্কেটবল, আমেরিকান ফুটবল, বেসবল ও আইস হকি দেখে বড় হয়। ফুটবল খেলাটি তাদের মধ্যে এখনো জনপ্রিয় হয়নি। ইউরোপে গেলে যেমনটি দেখতে পাই, সেটি এখানে নেই। বাচ্চাদের মধ্যে ফুটবলের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে হবে। তারা যখন সেরা ফুটবলারদের দেখবে তখন তারা স্কুলে থাকাকালীন কিংবা খুব অল্প বয়স থেকেই ফুটবলের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে।' গেল বছরের জুনে মেসি এমএলএসের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পরেই নবজাগরণ ঘটে আমেরিকার ফুটবলে। দর্শক মাঠে এসে খেলা দেখতে শুরু করেন, নতুন করে পরিচিত হন ফুটবলের সঙ্গে। অনেকের আগ্রহের জায়গায় তালিকা করে নেয় এই খেলা। অন্যদিকে মেসির পথ ধরে লুইস সুয়ারেজ, সার্জিও বুসকেটস, জর্ডি আলবার মতো তারকারাও পাড়ি জমিয়েছেন সেখানে। এই পথ যে আরো প্রশস্ত হবে, সেটি ফিফা সভাপতির কথার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে। বিশ্বকাপজয়ী তারকার জাদুতে বুঁদ হয়ে রয়েছে গোটা আমেরিকা। রীতিমতো বিপ্লব ঘটানো এই রাস্তায় এখন কেবল এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য। সামনে কোপা আমেরিকা রয়েছে। এরপর কানাডা ও মেক্সিকোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রেও গড়াবে বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্ট। তাতে দেশটিতে ফুটবলের আরো একটি জোয়ার আসতে চলেছে।

আমরা কখনও হাল ছাড়ি না : ভিনিসিউস

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রত্যাবর্তনের গল্প লেখাকে রীতিমত অভ্যাসে পরিণত করেছে রেয়াল মাদ্রিদ। খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো এখন দলটির জন্য নিয়মিত ঘটনা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে সেরকমই এক অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছে তারা। বায়ার্ন মিউনিখকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পর দলটির তারকা ফরোয়ার্ড ভিনিসিউস বললেন, তাদের এমন সাফল্যের মন্ত্র একটাই, কখনো হাল না ছাড়া। ইউরোপ সেরার মঞ্চে বুধবার শেষ চারের দ্বিতীয় লেগে বায়ার্নকে ২-১ গোলে হারায় রেয়াল। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ গোলের অগ্রগামিতায় ফাইনালে জায়গা করে নেয় তারা। দুই দলের প্রথম লেগ হয়েছিল ২-২ ড্র। অথচ

আলফুঁস ডেভিসের দুর্দান্ত গোলে ৮৭ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে ছিল বায়ার্ন। ওয়েম্বলির ফাইনালে জায়গা করে নেওয়া থেকে স্রেফ কয়েক মিনিট দূরে ছিল জার্মান দলটি। কিন্তু প্রতিপক্ষ যখন রেয়াল তখন তো শেষের আগে শেষ বলে কিছু নেই। হয়েছেও তাই! গত কয়েক মৌসুমে প্রত্যাবর্তনের অসাধারণ সব গল্প রচনা করা রেয়াল চার মিনিটে দুই গোল করে মুঠোয় নেয় ম্যাচের লাগাম। হারের দুয়ার থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়ের আরেকটি ধ্রুপদি অধ্যায়ের জন্ম দেয় ইউরোপের সফলতম ক্লাবটি। ৮৮ ও ৯১ মিনিটে গোল দুটি করেন হোসেলু। ম্যাচটিতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দেন ভিনিসিউস। প্রতিপক্ষের রক্ষণে বেশ কয়েক বার ভীতি ছড়ান তিনি। তার একটি শট তো গোলবারে লেগে ফিরে আসে। আরেকটি দারুণ দক্ষতায় ফিরিয়ে দেন বায়ার্ন গোলরক্ষক মানুয়েল নয়ার। হোসেলুর প্রথম গোলেও ছিল ভিনিসিউসের অবদান। ব্রাজিলিয়ান এই উইঙ্গারের শটেই বল ঠিকমতো ধরে রাখতে পারেননি নয়ার। তার হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বল জালে পাঠান হোসেলু। তবে ম্যাচ শেষে মুভিস্টার প্লাসকে ভিনিসিউস বলেন, দলগত প্রচেষ্টায়ই এতটা সফল রেয়াল। "যখন ঘরের মাঠে খেলি, তখন মনে হয় আমরা যেকোনো কিছু করতে পারি। পুরোটাই দলের ঐক্যের কারণে হয়েছে, এটাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।"

ফেরার অনুমতি পেলেন মাধেভেরে-মাভুটা

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরার দরজা খুলেছে ওয়েসলি মাধেভেরে ও ব্র্যান্ডন মাভুটার। ডোপিংয়ের দায়ে চার মাস নিষিদ্ধ থাকা এই দুই ক্রিকেটারকে খেলায় ফেরার অনুমতি দিয়েছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট (জেডসি)। গত ডিসেম্বরে করানো ডোপ টেস্টে মাধেভেরে ও মাভুটা পজিটিভ হন। দুজনের নমুনায় নিষিদ্ধ বিনোদনমূলক ওষুধের উপস্থিতি পাওয়া যায়। জানুয়ারিতে তাদেরকে চার মাসের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করে জেডসি। পাশাপাশি তিন মাস তাদের বেতনের ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হয়। পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নিষেধাজ্ঞার এই সময়ে দুইজনকেই হাই পারফরম্যান্স প্রোগ্রামের সঙ্গে অনুশীলন করতে বলা হয়। নিষেধাজ্ঞা কাটানোর পর মাধেভেরে ও মাভুটার আরেকটি ডোপ টেস্ট করানো হয়। যেখানে ফল নেগেটিভ আসার পর তাদেরকে খেলায় ফেরার অনুমতি দেয় জেডসি। অফ স্পিনিং অলরাউন্ডার মাধেভেরে তিন সংস্করণ মিলিয়ে জিম্বাবুয়ের হয়ে খেলেছেন ৯৮ ম্যাচ। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গত ডিসেম্বরে ওয়ানডে সিরিজে সবশেষ খেলেন তিনি। আর লেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার মাভুটা তিন সংস্করণ মিলিয়ে এখন পর্যন্ত খেলেছেন ২৬ ম্যাচ।

জামাল ভূঁইয়ার ২ কোটি টাকা পরিশোধের নির্দেশ ফিফার

স্পোর্টস ডেস্ক : অনেক ঢাকঢোল পিছিয়ে আর্জেন্টিনার তৃতীয় বিভাগের দল সোল দা মায়োতে খেলতে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। কিন্তু গত বছর যোগ দিয়ে বেশি দিন খেলতে পারেননি তিনি। চার ম্যাচে দুই গোল করে দেড় বছরের চুক্তির অল্প দিনের মাথায় সেই ক্লাব ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। সেখানে কোনো বেতন না পাওয়ায় জামাল একতরফা চুক্তি ভঙ্গ করে ক্লাব ছেড়েছিলেন। এরপরই ফিফার কাছে বকেয়া চেয়ে আবেদন করে নিজের পক্ষে রায় পেয়েছেন বাংলাদেশ ফুটবল দলের অধিনায়ক। একদিন আগেই ফিফার ফুটবল ট্রাইব্যুনাল থেকে বড় পরিসরে রায় এসেছে। ব্রাজিলিয়ান আন্দ্রে দোস সান্তোস মেগালের বিচারক সোল দা মায়োকে সব মিলিয়ে ১ লাখ ৬২ হাজার ৯৮০ ডলার জামালের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যা বাংলাদেশের ১ কোটি ৯০ লাখ ২৯৮০ টাকার সমান। সেখানে ১২ হাজার ডলার করে সাত মাসের বেতন রয়েছে। সঙ্গে ৫ শতাংশ ইন্টারেস্টও যোগ হবে। যেটি দাঁড়ায় ৮৮ হাজার ২০০ ডলারে। পাশাপাশি ফিফার আইন ভঙ্গ করার কারণে ক্লাবটিকে আরও ৭১ হাজার ২২০ ডলার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেখানেও যোগ হচ্ছে ৫ শতাংশ ইন্টারেস্ট। যা দাঁড়ায় ৭৪ হাজার ৭৮০ ডলারের মতো। আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে সোল দা মায়ো ক্লাবকে এই অর্থ পরিশোধ করতে বলা হয়েছে।

বিচারে সোল দা মায়ো ফিফার ট্রাইব্যুনালের কাছে তাদের পক্ষে কোনো ডকুমেন্টস দেখাতে পারেনি। তবে এমন রায়ের পর আর্জেন্টাইন ক্লাবটি ১০ দিন সময় পাচ্ছে আপিল করার। আর্থিক বিষয়গুলো আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। তা নাহলে তিন মাস স্থানীয় ও বিদেশি খেলোয়াড় নিবন্ধন নিষিদ্ধ থাকবে তাদের। ফিফার ট্রাইব্যুনাল থেকে এমন রায় পেয়ে ৩৪ বছর বয়সী জামাল বেশ খুশি।বলেছেন, 'আমি অনেক আশা নিয়ে আর্জেন্টিনার সোল দা মায়াতো খেলতে গিয়েছিলাম। ছিলামও অনেক দিন। কিন্তু ওরা আমাকে কোনো টাকা পয়সা দেয়নি।

বিসিবির কোচ হতে আগ্রহী মালান

স্পোর্টস ডেস্ক : ডেভিড হেম্প ভিন্ন ভূমিকায় দায়িত্ব পালনের পর থেকে বিসিবির হাই পারফরম্যান্স ইউনিটের হেড কোচের পদটি ফাঁকাই ছিল। খুব শিগগিরই তাতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে চলেছে। ক্রিকবাজ জানিয়েছে, চার সংক্ষিপ্ত প্রার্থীর তালিকায় রয়েছেন আয়ারল্যান্ডের হেড কোচ হেইনরিখ মালান। তিনি এই পদে কাজ করতে ভীষণ আগ্রহী। গত বছরের মে মাসে হেম্পকে এইচপির হেড কোচ নিয়োগ দিয়েছিল বিসিবি। চলতি বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি তাকে আবার ব্যাটিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেয় বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক এই সংস্থা। তার পর থেকেই হেম্পের উত্তরসূরি খোঁজার প্রক্রিয়া চলমান থাকে।

এমবাপ্পেদের কাঁদিয়ে ফাইনালে ডর্টমুন্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : এ মৌসুম শেষে পিএসজি ছেড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে কিলিয়ান এমবাপ্পের। ফলে এবারই প্যারি-সিয়ানদের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার শেষ সুযোগ ছিল ফরাসি ফরোয়ার্ডের। কিন্তু তা হতে দিল না বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। দারুণ জয়ে ১১ বছর পর ফাইনালে উঠল জার্মান জায়ান্টরা। সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ১-০ গোলে জিতে এমনিতেই কিছুটা স্বস্তিতে ছিল ডর্টমুন্ড। গোলের ব্যবধানটা ধরে রাখতে পারলেই হতো তাদের। তবে ফিরতি লেগেও একই ব্যবধানে জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেললো জার্মান ক্লাবটি। দুই লেগ মিলিয়ে তাদের জয়টা এলো ২-০ ব্যবধানে। একমাত্র গোলটি করেছেন ম্যাট হামেলস। নিজেদের ঘরের মাঠ পার্ক দ্য প্রিন্সেসে গতকাল রাতে ডর্টমুন্ডের রক্ষণব্যূহ ভেদ করতে পারেনি পিএসজি। উল্টো আঁটসাঁট রক্ষণে পিএসজির আক্রমণ ঠেকিয়ে সাফল্য পেল ডর্টমুন্ড। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে ফেলে তারা। আর তাতে ২০১২-১৩ সালের পর এই প্রথম ইউরোপ সেরার ফাইনালে উঠল দলটি। স্বাগতিক দর্শকদের উপস্থিতি ও ব্যাপক সমর্থন সত্ত্বেও এ ম্যাচে

নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি এমবাপ্পে। পিএসজির জার্সিতে সম্ভাব্য শেষ চ্যাম্পিয়নস লিগ ম্যাচে তার জ্বলে উঠতে না পারা ভুগিয়েছে দলকেও।

ভ্রমণ

উড়ন্ত বিমানের সঙ্গে সেলফি তুলতে চান? ঘুরে আসুন মাই খাও বিচ

ভ্রমণ ডেস্ক : সামনে সমুদ্র। পায়ের নিচে ভেজা বালি। আর মাথার কাছ দিয়ে গর্জন করতে করতে উড়ে যাচ্ছে বিশালাকার প্লেন। এতটাই নিচ দিয়ে যে প্লেনের সঙ্গে সেলফি তোলা যায়। ফুকেটের 'মাই খাও' সমুদ্র সৈকতের প্রধান আকর্ষণ এটাই। সি বিচ কেমন হয়? কেউ সমুদ্রে গোসল করছে।

কেউ শুয়ে শুয়ে সান বাথ নিচ্ছে। কেউ কেউ আবার একসঙ্গে দল বেঁধে আড্ডায় মশগুল। মাই খাও বিচের ছবিটা একদম আলাদা। এখানে সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে। মাথার উপর দিয়ে ব্যাপক শব্দ করে বেরিয়ে যাচ্ছে জেট ইঞ্জিন। আর বিপুল উল্লাসে ফেটে পড়ছেন পর্যটকরা। মাই খাও বিচে প্রত্যেক পর্যটকের হাতেই ক্যামেরা। নিদেনপক্ষে মোবাইল। সবাই আকাশের দিকে তাক করে আছেন। প্লেনের সঙ্গে সেলফি, ভিডিও, ছবি। আসলে বিচের পাশেই ফুকেট ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। আক্ষরিক অর্থেই তাই পর্যটকদের মাথা ঘেঁষে প্লেন নামে। 'প্লেন স্পটিং'-এর জন্যই মাই খাও বিচের এমন জনপ্রিয়তা। এয়ারপোর্টস্পটিং ডট কমের প্রতিষ্ঠাতা এবং ওয়ার্ল্ড এয়ারপোর্টস স্পটিং গাইডের লেখক ম্যাট ফ্যালকাস বলছেন, মাই খাও বিচ ছাড়া আর কোথাও উড়ন্ত বিমানের এত কাছাকাছি আসা যায় না। যে কোনো মানুষের কাছেই এটাই রোমাঞ্চকর। তবে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন। মাই খাও বিচে ঘোরার জন্য ডিসেম্বর মাস আদর্শ। প্রতি ১০ থেকে ১৫ মিনিট অন্তর একটা করে প্লেন মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় এখানে।

থাইল্যান্ডের বিমানবন্দরগুলোর ফ্লাইট ডেটা অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া বিমান মিলিয়ে ফুকেট বিমানবন্দর থেকে প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ বিমান ওঠানামা করে। তাই এশিয়ার সেরা প্লেন স্পটিং জায়গাগুলোর মধ্যে সবার আগে আসবে মাই খাও-এর নাম। ফুকেটের দীর্ঘতম এই সি বিচে প্লেন দেখার জন্যই একটা ছোট অংশ রয়েছে। এই সি বিচের সঙ্গেই লাগোয়া সিরিনাট জাতীয় উদ্যান। প্লেন স্পটিংয়ের জায়গা জাতীয় উদ্যানের সম্পত্তি।

চোখ ধাঁধানো রংধনু গ্রাম

ভ্রমণ ডেস্ক : রংধনু গ্রাম, যার সৌন্দর্য দেখে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। এমনো সুন্দর কোনো গ্রাম হয় কি না, ভেবে অবাক হবেন! বলছি, তাইওয়ানের তাইচুংয়ের নানতুন জেলার রেইনবো ভিলেজের কথা। এই গ্রামে প্রবেশ করতেই আপনি রীতিমতো খুশি হয়ে উঠবেন। এটিই হয়তো বিশ্বের একমাত্র গ্রাম, যেখানকার ঘর-বাড়ি, দেওয়াল, রাস্তা সবই শিল্পীর তুলিতে আঁকা হরেক রং দিয়ে। এই গ্রামে ঢুকলেই মনে হবে অজানা পৃথিবীতে পা রেখেছেন। হুয়াং ইউং ফু নামক একজন প্রাক্তন সৈনিক তার সাজানো গোছানো বাড়িটি ডেভেলপারদের কাছে হারাতে বসেছিলেন। ওই গ্রামের প্রায় সবাই ডেভেলপারদের কাছে নিজেদের ঘরগুলো বিক্রি করে সেখান থেকে চলে যান। গ্রামটি জনশূন্য হয়ে পড়ে। হুয়াং ইউং ফুর বাড়ির পাশের ১১টি বাড়ি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। এ সময় মনের অজান্তেই ভালো লাগা থেকে তিনি নিজ বাড়ির আসবাবপত্রে ছবি আঁকা শুরু করেন। তারপরে শিল্পকর্মটি এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়ালে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর প্রতিবেশীদের পরিত্যক্ত বাড়িতেও আঁকাআঁকি শুরু করেন তিনি। একবার কাছের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র তার শিল্পকর্ম দেখে ছবি তোলে। তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবিগুলো শেয়ার করে। মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পরে গ্রামের নাম। এরপর গ্রামের নাম দেওয়া হয় 'রেইনবো ভিলেজ'। এখন হুয়াং ইউং ফু রেইনবো দাদু নামেই পরিচিত সবার কাছে। তার বয়স এখন ১০০ এর কোঠায়। স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে তিনি এখন আর রেইনবো গ্রামে বসবাস করছেন না। যদিও রেনবো ভিলেজটি এখন সম্পূর্ণভাবে দখলমুক্ত। বর্তসানে এই গ্রাম তাইওয়ানের একটি জনপ্রিয় পর্যটন স্পট। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা গ্রামটি দর্শনে যান সেখানে। এছাড়া তাইওয়ানবাসীরাও সুযোগ পেলেই ঢুঁ মারেন গ্রামটিতে। এই গ্রামের শিল্পকর্মগুলোর বেশিরভাগই পারিবারিক প্রেম, বন্ধুত্ব, সুখ ও প্রকৃতির দৃশ্য চিত্রিত করে। এসব দেখে পর্যটকরাও বেশ বিমোহিত হন। রেইনবো ভিলেজ প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে ।

কম খরচে সৌন্দর্য উপভোগে ঘুরে আসুন ৫ পাহাড়

ভ্রমণ ডেস্ক : এপ্রিলে আপনিও পরিকল্পনা করতে পারেন পাহাড় ভ্রমণের। একদম কম খরচে ভারতের দার্জিলিংয়ের আশপাশে ঘুরতে চাইলে এই প্রতিবেদনটি শুধু আপনার জন্য। গুরদুম: মানেভঞ্জন থেকে গুরদুম মাত্র ১২ কিলোমিটারের পথ। প্রায় ৮ হাজার ফুট উচ্চতায় সিঙ্গোলিলা জাতীয় উদ্যানে অবস্থিত এই পাহাড়ি গ্রাম। পাইন আর রডোডেনড্রনে ঘেরা। এপ্রিল মাসে গুরদুম গেলে লাল টুকটুকে রডোডেনড্রনের দেখা মিলবেই মিলবে। আর মেঘমুক্ত আকাশ থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখা যায়। লেবং: দার্জি?লিং থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটারের পথ লেবং। ঘুম পেরিয়ে লেবং। চা বাগানের পাশ দিয়ে লেবংয়ের রাস্তা। চা বাগানে ঘেরা ছোট্ট উপত্যকা এই লেবং। লেবং থেকে দেখা যায় কালিম্পং, নামচি, সিকিমের পাহাড়। এমনকি দেখা যায় নেপালও। এছাড়া গ্রামের নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে রংডং খোলা নদী। ইয়েলবং: কালিম্পংয়ের কোলে লুকিয়ে বাংলার অন্যতম ক্যানিয়ন: ইয়েলবং। আজকাল হাইকিংয়ের জন্য অনেকেই ইয়েলবংকে বেছে নিচ্ছে। নিউ মাল জংশন স্টেশন থেকে মাত্র ৩ ঘণ্টা দূরত্বে অবস্থিত ইয়েলবং। ২ কিলোমিটার দীর্ঘ জায়গাজুড়ে অবস্থিত নদীখাত। নদীখাত জুড়ে রয়েছে ছোট ছোট নুড়ি-পাথর। আর তার দু'পাশে ঘেরা সবুজ উপত্যকা। এখানেই হয় ট্রেকিং। দারাগাঁও: কালিম্পং ছাড়িয়ে তিস্তার পার ধরে এগোলেই পেয়ে যাবেন দারাগাঁওকে। রামধুরার পরই দারাগাঁও। চারিদিক ঢাকা ঘন সবুজে। দারাগাঁওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাইন আর সিঙ্কোনা। দারাগাঁওয়ের কোলে বসে দেখা যায় দার্জিলিং, কালিম্পং ও সিকিমের পাহাড়। দারাগাঁও থেকে সহজেই ঘুরে নেওয়া যায় ইচ্ছে গাঁও, সিলেরি গাঁও, রামধুরা, রামিতে ভিউ পয়েন্ট।

পর্বতারোহীরা কেন কৈলাস পর্বতে উঠতে পারেননি?

বেড়ানো ডেস্ক: কৈলাস পর্বত যদিও বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের তুলনায় বেশ খানিকটা কম, তবুও এভারেস্ট 'অজেয়' পর্বতশৃঙ্গ নয়। অথচ কৈলাস 'অজেয়' পর্বতশৃঙ্গ। কৈলাস পর্বতের উচ্চতা ২১ হাজার ৭৭৮ ফুট।শুধু দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত বলেই নয়, বিভিন্ন ধর্মে তার গুরুত্বের জন্যও যেন এই পর্বতে আরোহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে। তবে কখনোই কি কৈলাস আরোহণের জন্য কেউই চেষ্টা করেননি, আসল রহস্য কী? কৈলাসে আরোহণের ব্যাপারে উদ্যোগ শুরু হয় ভারত তথা পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ প্রাধান্য বিস্তারের পর থেকে। তবে তিব্বতের বজ্রযানী বৌদ্ধ ঐতিহ্য জানায়, মহাসাধক মিলারেপাই নাকি একমাত্র মানুষ যিনি কৈলাসশীর্ষে পৌঁছতে পেরেছিলেন। তবে এই কাহিনি অনেকাংশেই কিংবদন্তি-নির্ভর ও প্রতীকী। কিংবদন্তি যা ই বলুক, কৈলাসে আরোহণের নিষেধাজ্ঞার নেপথ্যে আছে বেশ কিছু বাস্তব সমস্যা। কৈলাস পর্বতের আকৃতি পিরামিডের মতো। তার উপরে সারা বছরই এই পর্বত তুষারাচ্ছন্ন থাকে। খাড়া, পিচ্ছিল পর্বত বেয়ে ওঠা এক প্রকার অসম্ভব। কৈলাস পর্বতকে আরও বেশি দুর্গম করে রেখেছে সেখানকার ঝোড়ো হাওয়া। হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় এই বাতাসের বিপরীতে লড়াই করে বরফাবৃত খাড়া ঢাল বেয়ে এই পর্বতে আরোহণ প্রায় অসম্ভব বলেই স্বীকার করেছেন পর্বতারোহীরা। এ কারণে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছেন। ভারত ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শুরু হয় হিমালয় ও তিব্বতের ভূ-প্রকৃতিকে ভালোভাবে জানার প্রচেষ্টা। ১৯২৬ সালে ব্রিটিশ আমলা তথা পর্বতারোহী হিউ রুটলেজ কৈলাসের উত্তর দিকটিকে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি জানান, এই পর্বত আরোহণের অযোগ্য। রুটলেজের সঙ্গে ছিলেন কর্নেল আরসি উইলসন। তিনি অন্য একদিক থেকে কৈলাসে আরোহণের চেষ্টা করছিলেন। তার সঙ্গী ছিলেন এক শেরপা। তিনি জানান, কৈলাসের দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আরোহণ সম্ভব হলেও হতে পারে। উইলসন পরে জানিয়েছিলেন, তিনি শেরপার কথা মেনে আরোহণ শুরু করেন। তবে বিপুল তুষারপাতের কারণে তিনি ব্যর্থ হন ও কৈলাস অভিযান অসম্ভব বলে স্বীকার করেন। ১৯৩৬ সালে অস্ট্রিয়ান ভূতত্ত্ববিদ ও পর্বতারোহী হারবার্ট টিচি গুরলা মান্ধাতা পর্বতাঞ্চলে অভিযান চালান। তখন তিনি স্থানীয় জনপদগুলিতে খোঁজ নিতে থাকেন কৈলাসের বিষয়ে। তার প্রধান জিজ্ঞাসা ছিল, কৈলাস কি আদৌ আরোহণযোগ্য? আশির দশকের মাঝামাঝি নাগাদ চিন সরকার ইটালির পর্বতারোহী রেইনহোল্ড মেসনারকে কৈলাস অভিযানের ব্যাপারে উৎসাহ দিতে থাকে। তবে তিনি তাতে রাজি হননি। এরপর চিন সরকার এক স্পেনীয় অভিযাত্রী দলকে কৈলাস আরোহণের অনুমতি দেয়। তবে সেই অভিযানও ব্যর্থ হয়। ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কোনো মানুষই এ যাবৎকালে কৈলাসশীর্ষে আরোহণ করতে পারেননি।